Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ আবিদা ইয়াছমিন

রোলঃ 227020544

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ আবিদা ইয়াছমিন

রোলঃ 227020544

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছাঃ আবিদা ইয়াছমিন, আইডিঃ 227020544 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আবিদা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মোছাঃ আবিদা ইয়াছমিন

আইডিঃ 227020544

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.......... 1

কুরআনের আলোকে আল্লাহর পরে পিতা-মাতার মর্যাদা বেশি 4

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা নবিগণের বৈশিষ্ট্য 9

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার 10

পিতা-মাতাকে পেয়েও জান্নাত অর্জন করতে না পারা 12

পিতা-মাতার সেবা করা জিহাদের চাইতে উত্তম 12

পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি 14

মায়ের মর্যাদা পিতার থেকে তিন গুণ বেশি 16

পিতা-মাতার বদলা 19

মা-বাবার প্রতি অবাধ্য হওয়াকে ভয় করুন 20

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার পরিণতি 26

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতিদান 28

পিতা-মাতার জন্য অর্থ ব্যয় 30

পিতা-মাতার প্রতি খরচের ক্ষেত্রে মাকে অগ্রাধিকার দেওয়া 33

শেষ বয়সে পিতা-মাতাকে সঙ্গ দেওয়া 33

পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাভরে তাকানো কবুল হজ্জের সমান 37

অমুসলিম পিতা-মাতার সাথেও সদাচরণ করা আবশ্যক 37

অমুসলিম পিতা-মাতাকে দান 41

অমুসলিম পিতা-মাতার কবর যিয়ারত 42

অমুসলিম পিতা-মাতাকে দাফন 42

পিতার আনুগত্য স্বরূপ স্ত্রী কে তালাক দেওয়ার বিধান 44

মায়ের দোয়া সম্পর্কিত জুরাইজের ঘটনা 49

পিতা-মাতা ও সন্তানের ভালোবাসা দেখে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র কান্না 52

পিতার প্রতি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর নম্রতা 56

যে পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয় তার ওপর আল্লাহ তাআলার অভিশাপ 58

পিতা-মাতাকে অস্বীকার করা 59

দুধ মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন 62
পিতা মাতাকে গালি না দেওয়া 63
পিতা-মাতার সাথে নরম সুরে কথা বলা 64
অমুসলিম পিতা-মাতার জন্য কেউ যেনো ক্ষমা প্রার্থনা না করে 65
পিতা-মাতার জন্য নবী-রাসূলগণের দোআ 66
পিতা-মাতার সেবা করার কতিপয় উদাহরণ 68
পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে সন্তানের করণীয় 76
পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করা 79
পিতা-মাতার ওয়াদা ও অসিয়ত পূরণ করা 80
পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার 80
পিতা-মাতার নাফরমানি 83
পিতা-মাতাকে কাঁদানো 85
অবাধ্য সন্তান জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না 86
মায়ের সাথে নাফরমানির শাস্তি দুনিয়াতেই 89
নাফরমান সন্তানের ধ্বংস অনিবার্য 90
মাতা-পিতার নাফরমানি জান্নাতের পথে বাধা 92
মাতা-পিতার নাফরমানির বদলা 92
পিতামাতার অবাধ্যতার বাহ্যিক রূপ-প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 94
অবাধ্য সন্তানদের প্রতি কিছু নাসীহাহ 104
যেভাবে মা-বাবার হৃদয় জয় করবেন 105
গুরুত্বপূর্ণ কিছু নাসিহা 107
পরিশিষ্ট 112

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহামহীম আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তাআলার, যিনি মা - বাবার অধিকার আদায় কে ইবাদতের সাথে তুলনা করেছেন। সন্তান যেমন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পিতা-মাতার জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার, তেমনি পিতা-মাতা আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তানের জন্য দুনিয়ার সব থেকে বড় নিয়ামত। দুজন মানুষ বহু পরিশ্রম করে অন্য একজন মানুষকে তিল তিল করে বড় করে তোলে। যার জন্য এত ত্যাগ, কষ্ট, ভালোবাসা সে হলো সন্তান। আর অপর দুজন মানুষ যারা এত কষ্ট করলেন তাঁরা হলেন পিতা-মাতা। সন্তানের প্রতি মা-বাবার ভালোবাসা হচ্ছে নিঁখাদ ভালোবাসা। আল্লাহ পাক কোরআনুল কারিমে তাঁর ইবাদতের হুকুম দানের সাথে সাথেই পিতা-মাতার আদব, সম্মান ও তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে আদেশ করেছেন,

وَقَضَى رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

"আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ্' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাঁদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। আর তাঁদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বলো, 'হে আমার রব! তাঁদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালন-পালন করেছেন'।" [সূরা বনী ইসরাইল ১৭:২৩-২৪]

এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলার ইবাদতের পর পিতা-মাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও ওয়াজিব। সহিহ বুখারীর একটি হাদিসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদিসে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলো, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোনটি? তিনি বললেন, সময় হলে নামাজ পড়া। সে আবার প্রশ্ন করলো, এরপর কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।
কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, বাবা-মা'রা অধিকাংশ সময়ই আমাদের থেকে যথাযথ মূল্যায়ন পান না। আমরা যখন বড় হই, দুনিয়াকে চষে বেড়াতে শিখি, যখন মায়ের আঁচল কিংবা বাবার

হাতের আঙ্গুল ছাড়াই আমরা চলতে পারি তখন তাঁদের ভুলে যাই। আমরা ভুলে যাই এই মা কতো কষ্ট করে নয় মাস গর্ভে ধারণ করার পর প্রসব বেদনা সহ্য করার পর আমাদের জন্ম দিয়েছেন। ভুলে যায় বাবা রাত দিন একটানা খাটুনি করে তাঁর রোজগারের টাকা দিয়ে আমার শখগুলো মিটিয়েছেন, কিন্তু নিজেদের প্রয়োজনের কথা মাথায় আনেননি। ভুলে যাই তাঁদের শত কষ্টেও আমাকে বুক থেকে কখনো ফেলেননি। আমার প্রতিটি সাফল্য ছিলো যেনো তাঁদেরও সাফল্য। আমার কষ্টগুলো আমার থেকে তাঁদেরকেই বেশি ছুঁয়ে যেতো। যারা আমাদের জন্য নিজেদের সুখ-শান্তি কিসে হবে তা ভুলে যেতে পারেন তাঁদেরকে আমরা কিভাবে ভুলে যেতে পারি! আমাদেরও তো উচিত যখন বাবা-মা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, আমাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে যাবে, তখন তাঁদেরকে অত্যন্ত আদর যত্ন রাখা। তাঁদের সাথে গল্প গুজব করে সময় কাটানো। তাঁদেরকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়া। বাইরে কখনো খেতে নিয়ে যাওয়া। তাঁদের অসুস্থতায় সেবা করা। অর্থাৎ বাবা মাকে খুশি করার মধ্য দিয়েই আল্লাহকে খুশি করতে হবে আমাদের। জান্নাত হাসিল করে নিতে হবে।
কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা এর হেফাজত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও।"

তিনি আরো বলেছেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।"

হযরত আবু উমামা রাদিআল্লাহু আনহু'র সূত্রে ইবনে মাজা বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, সন্তানের উপর পিতা - মাতার হক কি? তিনি বললেন, তাঁরা উভয়েই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। অর্থাৎ তাঁদের আনুগত্য ও সেবা যত্ন জান্নাতে নিয়ে যায় এবং তাদের সাথে বেয়াদবি ও তাঁদের অসন্তুষ্টি জাহান্নামে পৌঁছে দেয়।

তাই আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগী করার পরে বাবা মার সন্তুষ্টি অর্জন করার মধ্য দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। বাবা মাকে ভুলে যদি আমরা দুনিয়ার পিছনে ছুটে বেড়াই তবে প্রকৃতপক্ষে দ্বীন-দুনিয়া কোনটিই লাভ হবে না। তাই হাশরের ময়দানে যেনো আমাদের বিচারটা কল্যাণকর হয়, আমরা যেনো জান্নাত লাভ করতে পারি এ লক্ষ্যে বাবা মাকে সন্তুষ্ট রেখে দুনিয়াবী কাজের পেছনে ছোটা উচিত।
বড় হলে, সংসার জীবনে পদার্পণ করলে সন্তানের মতের সাথে মা বাবার মতো পার্থক্য হতেই পারে। এটাই স্বাভাবিক। এজন্য মা-বাবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। বরং ছোট বেলায় বাবা মার সাথে আমাদের সম্পর্ক যতোটা নিবিড় ছিলো, যতোটা আত্মার টান ছিলো সারা জীবন এই বন্ধন কে অটুট রাখতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন। দুনিয়ার সকল বাবা-মা ও সন্তানের সম্পর্ক গুলো শুভ্রতার চাদরে মুড়িয়ে দিন। দুনিয়াতে বাবা-মার চাইতে আপন আমাদের আর কেউ না এই বুঝ আমাদের সকল সন্তানদেরকে দান করুন। আবার সকল পিতা-মাতাও যেনো প্রতিটি সন্তানের হক সঠিকভাবে আদায় করেন সেদিক থেকে ও আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে সহিহ বুঝ দান করুন। প্রতিটি পরিবার হয়েও উঠুক এক একটি জান্নাতী সুখের আখড়া। আর তা সুদূরপ্রসারি হোক অনন্তকাল, চির সুখের স্থান জান্নাত লাভের মাধ্যমে। আমিন।।

কুরআনের আলোকে আল্লাহর পরে পিতা-মাতার মর্যাদা বেশি

এই দুনিয়াটা আমাদের জন্য আখিরাতের শস্য ক্ষেত্র। এখানে মানুষের প্রধানতম ফরয বা কর্তব্য হলো আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করা এবং তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য বা বন্দেগি করা। এরপরই পারিবারিক কর্তব্য পালন শুরু হয়। এ সকল দায়িত্ব পালন এবং পারিবারিক জীবন সংশোধন ও পুনর্গঠনের চিন্তা করা একদিক দিয়ে সামাজিকভাবে যেমন প্রয়োজন, তেমনি এটা একটা দ্বীনি কর্তব্যও।

আমাদের জীবনে আল্লাহর আনুগত্যের পর সবচেয়ে উঁচুস্থান এবং সবচেয়ে বড় অধিকার হলো মাতা-পিতার। মাতা-পিতার উঁচু মর্যাদা এবং অধিকারের গুরুত্ব পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বর্ণনাভঙ্গি থেকেই আঁচ করা যায়। পবিত্র কুরআনের স্থানে স্থানে আল্লাহর অধিকারের সাথে সাথে মাতা-পিতার অধিকারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহর শোকর গুজারির সাথে সাথে মাতা-পিতার শোকর গুজারির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

"আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ্' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল। আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, 'হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন'।" [সূরা বনী ইসরাইল ১৭:২৩-২৪]

কুরআন হাকিমের এ দুটি আয়াত বারবার পাঠ করলে এবং এ সম্পর্কে চিন্তা করলে কতিপয় জিনিস সুন্দরভাবে ধরা দেবে:

প্রথমত, মুমিনের উপর আল্লাহর পর সবচেয়ে বড় অধিকার হলো মাতা-পিতার। কুরআনে হাকিমে রবের একত্ববাদের পর সর্বপ্রথম নির্দেশে বলা হয়েছে যে, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। এই একই নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা বারবার কুরআনের আয়াত গুলোতে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, মাতা-পিতা যখন বৃদ্ধ হয়ে যান তখন আবশ্যিকভাবে তাঁদের মেজাজে কিছুটা রুক্ষতা ও খিটখিটে ভাব সৃষ্টি হয় এবং বয়সের কারণে এমনসব কথাও তাঁদের দিক থেকে আসা শুরু হয় যা অনাকাঙ্ক্ষিত। মুসলমানদের উচিত, বার্ধক্যের বয়সে মাতা-পিতার রুক্ষ মেজাজের প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাঁদের প্রতিটি কথা খুশির সাথে বরদাশত করা এবং তাঁদের কোনো কথায় বিরক্ত হয়ে জবাবে 'উহ' শব্দও না বলা এবং ধমকের সাথে কোনো কথার জবাব না দেওয়া। প্রয়োজনে পরে বিষয়টি বুঝিয়ে বলতে হবে। এতে করে প্রায় ক্ষেত্রে বাবা-মা পরবর্তীতে নিজের ভুলটি বুঝতে পারেন এবং অনুতপ্ত হন। আবার এর ফলে বাবা-মার ওই সন্তানের প্রতি ভালোবাসা আরো বেড়ে যায়। কেননা তাঁর সন্তান তাকে রাগের মাথায় কিছু না বলে পরবর্তীতে ধীরে সুস্থে সব বুঝিয়ে বলেছে।

সন্তানদেরকে শৈশবকালের কথা স্মরণ করতে হবে। সে সময় তারা না বুঝে কত ধরনের অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন এবং নিরর্থক কথা বলে মাতা-পিতাকে পেরেশান করত। কিন্তু মা-বাবা হাসিমুখে তাদের কথা শুনতেন, খুশি হতেন, স্নেহমাখা স্বরে জবাব দিতেন এবং কখনো বিরক্ত হতেন না।

তৃতীয়ত, মাতা-পিতার মান-মর্যাদার প্রতি সম্পূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কথা- বার্তা বলার সময় তাঁদের ইজ্জতের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। বয়সের শেষ পর্যায়ে মা-বাবা যখন দূর্বল হয়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধ মাতা-পিতা নিজের মান- সম্মান প্রতিষ্ঠিত রাখতে এবং নিজের গুরুত্ব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের কথা বলে থাকেন। নিজের মতো সম্পর্কে অহেতুক পীড়াপীড়ি করেন। বারবার রাগ,অভিমান করেন। বিভিন্নভাবেই নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এ অবস্থায় পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। হাসিমুখে তাঁদের সেসব কথা সইতে হবে এবং কোনো সময় বিরক্ত হয়ে এমন কথা উচ্চারণ করা যাবে না যা তাঁদের জন্য অপমানজনক হয়। এক্ষেত্রে সন্তানকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে তার কাজ সম্পাদন করতে হবে, যাতে করে বাবা-মা কষ্ট না পায়।

চতুর্থত, আচার-আচরণে তাঁদের সাথে বিনয় এবং নরম স্বভাবের হতে হবে। অনুগত হওয়ার সাথে সাথে তাঁদের সামনে মাথা নিচু করে কথা বলতে হবে। তাঁদের সব নির্দেশ মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং তা পালন করে স্বস্তি অনুভব করতে হবে। বার্ধক্যে মাতা-পিতা যখন সন্তানের সব ধরনের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হন তখন এক অনুগত খাদেম হিসেবে তাঁদের খেদমত করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু কোনো কথা ও কাজ থেকে যেনো অহমিকা এবং ইহসান প্রকাশ না পায়; বরং সন্তানসুলভ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক গৌরব অনুভব করা উচিত এবং এ

খেদমতের সুযোগ লাভে আল্লাহর শোকর আদায় করা দরকার। আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম রূপে মা বাবার খেদমত করার তৌফিক দান করুন।

পঞ্চমত, মাতা-পিতাকে অসহায় ও দুর্বল বয়সে পেয়ে প্রথমেই আমাদের নিজেদের শৈশবের কথা স্মরণ করতে হবে। যখন আমরা অতিশয় দুর্বল ও অসহায় ছিলাম, তখন মাতা-পিতা আমাদের কতো আদর, স্নেহ, ভালোবাসা দিয়ে শত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে আমাদের লালন-পালন করেছেন। আমাদের সামান্য খুশিতে তাঁরা কতই না আনন্দিত হতেন, আবার আমাদের সামান্য কষ্ট মা বাবাকে অসহনীয় কষ্ট দিতো। আমাদের শৈশবের এই অবস্থার কথা চিন্তা করে বারবার অত্যন্ত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে দুহাত তুলে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করতে হবে , "হে পরওয়ারদেগার! যেমন শৈশবকালে স্নেহ ও মহব্বতের সাথে তাঁরা জান-প্রাণ দিয়ে আমাদের লালন-পালন করেছিলেন, তুমিও তাঁদের প্রতি রহম করো ও তাঁদের মুশকিল আসান করে দাও।"

কুরআনে হাকিমের এ দু' আয়াতে যে কথাগুলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত বা হাদীসে বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়।

আল্লাহ তাআলা অন্য এক আয়াতে বলেছেন -

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا- -

'আমি বনি ইসরাইলের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।"[সূরা বাকারা:৮৩]

লক্ষ্য করলাম যে, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতেও আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের পরপরই বাবা-মার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য জোর নির্দেশ দিয়েছেন। এতে বোঝা যায় বাবা-মার খেদমত করা আল্লাহ তাআলার কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় কাজ। তাই মাতা-পিতার সাথে কোন অবস্থাতে আমাদের খারাপ আচরণ কাম্য নয়। মাতা-পিতার যেকোনো প্রয়োজনে তাদের নিকটে আমাদের উপস্থিত থাকা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

আল্লহ তাআলা সূরা নিসার ৩৬ নং আয়াতে বলেছেন-

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا- -

'তোমরা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করো, তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না, আর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।'

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِير ُ

"আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু’বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই।" [সূরা লুকমান,আয়াত:১৪]

এখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে আল্লাহর কাছেই। কিন্তু তার আগে দুনিয়াতে আমাদের বেশ কিছু কাজ রয়েছে তার মধ্যে আল্লাহর আনুগত্য প্রথম। এরপরই আমাদের মা-বাবার সাথে সদাচারণ করতে হবে। মায়েরা কত কষ্টে গর্ভধারণ করে সেই সন্তানকে অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে দুনিয়াতে নিয়ে আসেন। এরপর দু'বছর কত কষ্ট করে দুগ্ধ পান করান। কতো ত্যাগ, কতো কষ্ট এর পরও মা বাবা একটুও বিরক্ত হন না সেই সন্তানের উপর। অথচ তাঁরা বৃদ্ধ হলে তাঁদের সামান্য কাজে আমরা কত না দুর্ব্যবহার করে থাকি। মা বাবার সাথে যদি আমরা সদাচরণ করতে না পারি তাহলে আমাদের প্রত্যাবর্তন টা কতই না কষ্টের হবে। তাই আমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল টাকে জান্নাত হিসেবে পেতে চাইলে অবশ্যই মা-বাবার প্রতি সঠিক দায়িত্ব ও কর্তব্য আমাদের পালন করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা অপর এক আয়াতে বলেছেন-

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي

الدُّنْيَا مَعْرُوفًا-

'তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন সব বিষয়কে শরিক করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে।"[সূরা লুকমান,আয়াত:১৫]

এখানে আল্লাহ তাআলা এটাই বুঝিয়েছেন যে, পিতা-মাতার যদি দ্বীনের বুঝ না থাকে তাঁরা শিরকে লিপ্ত হতে প্রবুদ্ধ করে,আমরা সেটা করবো না কিন্তু আবার আমরা তাঁদের সাথে খারাপ ব্যবহার ও করতে পারবো না। তাঁদেরকে সম্মান দেখিয়ে, ভালো ব্যবহার করে বোঝাতে চেষ্টা করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অসদাচরণ করা যাবে না। অর্থাৎ পিতা-মাতা মুশরিক হলেও তাঁদেরকে যথাযথ সম্মান দেখিয়ে চলতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

'আমি মানুষকে মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণের তাগিদ দিয়েছি। তার মা অনেক কষ্টে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং বহু কষ্ট করে ভূমিষ্ঠ করেছে। গর্ভে ধারণ করা ও দুধপান করানোর (কঠিন কাজের) সময়কাল হলো আড়াই বছর। [সূরা আহকাফ :১৫]

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করার এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করার নির্দেশের পাশাপাশি মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব, আল্লাহর হকের পরেই বড়ো হক হচ্ছে, মাতা-পিতার হক।

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা নবিগণের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا-

'হে ইয়াহইয়া! দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ করো। আমি তাকে শৈশবেই বিচার বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দান করেছিলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে দয়ার্দ্রতা ও পবিত্রতা দান করেছি। সে ছিলো পরহেজগার, মাতা-পিতার অনুগত এবং সে উদ্ধত নাফরমান ছিল না। ' [সূরা মারইয়াম :১২-১৪]

পিতা-মাতা বা নিজ প্রতিপালকের অবাধ্য ছিলেন না। এর অর্থ হল, যদি আল্লাহ তাআলা কারো অন্তরে পিতা-মাতার প্রতি ভালবাসা, স্নেহ-মমতা, তাঁদের আনুগত্য ও খেদমত, তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার বা সদাচার করার শক্তি দান করেন তাহলে তা হবে তার বিশেষ অনুগ্রহ। সুতরাং যদি এর বিপরীত চরিত্র কারো মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে তা হল আল্লাহর অনুগ্রহ হতে বঞ্চনার ফল।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي[সূরা মারইয়াম :৩১-৩২] -

'তিনি (আল্লাহ) আমাকে [ঈসা (আঃ)] নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি ততোদিন নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করতে এবং মায়ের অনুগত থাকতে।'

শুধু মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার কথা উল্লেখ হওয়াতেও স্পষ্ট যে, ঈসা (আঃ)-এর পিতা ছিল না। বরং তাঁর জন্ম বিনা পিতায়, এক অলৌকিক মু'জিযার ব্যাপার। অন্যথা তিনিও ইয়াহইয়া (আঃ)-এর মত بَرًّا بوالدَيه (পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী) বলতেন এবং শুধু মাতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী বা মাতার অনুগত হিসাবে উল্লেখ করতেন না। যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সেবাকারী ও অনুগত হয় না, তার স্বভাব-চরিত্রে ঔদ্ধত্য এবং ভাগ্যে দুর্ভাগ্যই নির্ধারিত থাকে।

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার

বহু হাদিসের মাধ্যমে নবীজি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْن مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْن حَامِدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ البُخَارِيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ التَّيَارِكِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ فَأَقَرَّ بِهِ قَدِمَ عَلَيْنَا حَاجًا فِي صَفَرَ سَنَةَ سَبْعِينَ وَثَلاثِمِائَةٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْخَيْرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الجَلِيلِ بْنِ خَالِدِ بْنِ حُرَيْثٍ البُخَارِيُّ الْكِرْمَانِيُّ الْعَبْقَسِيُّ البَزَّارُ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَحْنَفِ الجعفي البخاري قال : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، وَأَوْمَا

بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

আমর ইবনু শাইবানি রাহিমাহুল্লাহু বলেন-আমাদের কাছে এই বাড়িওয়ালা বর্ণনা করেছেন, এটা বলে তিনি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ির দিকে ইশারা করলেন। ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, (হে আল্লাহর রাসুল,) আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কি? জবাবে বললেন-সময়মত সালাত আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কোনটি? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেন-আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।
বর্ণনাকারী বলেন-তিনি আমাকে এইসব বিষয়ে বললেন। আমি যদি আরো জিজ্ঞেস করতাম, তিনি অবশ্যই আমাকে আরো বলতেন। [সহিহ বুখারি: ৫২৭, সহিহ মুসলিম: ১৩৯, আদাবুল মুফরাদ:১]

আমরা প্রত্যেক মুসলমান নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে অবহিত। নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের সাথে সাথে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যে নেক আমলের তাগিদ দিয়েছেন তা কতোটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে তা আমরা কতোজনই বা উপলব্ধি করতে পারি। প্রতিটি মুমিন ব্যক্তি তার পিতা-মাতা কে অসম্ভব

ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। তাদের মধ্যে নেক আচরণ ও ভালোবাসার সম্পর্ক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বিষয়। মুমিন সন্তান তার পিতা-মাতাকে অন্তর দিয়ে খেদমত করে থাকেন। তারপরও প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর এ বিষয়ে তাকিদের অর্থ হল এটি দ্বীনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। পিতা মাতার সাথে সদাচরণ শুধু ইহকালের সাথেই সম্পর্কযুক্ত নয় বরং এটি আমাদের পরকালে মুক্তির অন্যতম পাথেয়। আল্লাহর দ্বীন এবং আল্লাহর আনুগত্যের দাবিই হলো পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা। আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হলো পিতা-মাতার অনুগত থাকা এবং তাদের খেদমত করা। কেননা কোনো মুসলমান যদি পিতা-মাতার অনুগত না হয় তাহলে সে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরও অনুগত হয় না। সে শুধু ইহকালেই না পরকালেও আল্লাহ তাআলার নিকট অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে। যারা পিতা-মাতার অনুগত না তাদেরকে আল্লাহর নিকট কাল কিয়ামতে জবাবদিহিও করতে হবে।

পিতা-মাতাকে পেয়েও জান্নাত অর্জন করতে না পারা

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَغِمَ أَنْفُهُ، رَغِمَ أَنْفُهُ، رَغِمَ أَنْفُهُ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ؟ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبْرِ، أَوْ أَحَدَهُمَا، فَدَخَلَ النَّارَ.«

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তার নাক ধূলিমলিন হোক, তার নাক ধুলিমলিন হোক, তার নাক ধূলিমলিন হোক, সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন-ইয়া রাসুলাল্লাহ, কার নাক? তিনি বললেন-যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ সে জাহান্নামে গেল। [সহীহ মুসলিম :২৫৫১। আদাবুল মুফরাদ:২১]

পিতা-মাতার সেবা করা জিহাদের চাইতে উত্তম

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا يعك على الهجرة والجهاد ابتغي الأجر من الله .. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم ، بل كلاهما في قال: فتبتغى الأخر من الله؟ قال: نعم، قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما.

'হযরত আমর ইবনুল আছ রাদিআল্লাহু আনহু র পুত্র হযরত আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন, এক ব্যক্তি প্রিয় নবী- এর খিদমতে হাযির হয়ে বলতে লাগল, আমি আপনার নিকট হিজরত ও জিহাদের বাইয়াত করছি এবং আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান চাচ্ছি। নবী করীম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা-পিতার মধ্যে কেউ জীবিত আছেন কি? সে বলল, জী হ্যাঁ; বরং আল্লাহর শোকর যে, উভয়েই জীবিত আছেন। তিনি বললেন, তুমি কি বাস্তবিকই আল্লাহর নিকট নিজের হিজরত ও জিহাদের প্রতিদান চাও? সে বলল, জী হ্যাঁ। আল্লাহর নিকট প্রতিদান চাই। নবী করীম ইরশাদ করলেন, তাহলে মাতা-পিতার নিকট ফিরে যাও এবং তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করো।" [সহীহ বুখারী:৩০০৪,মুসলিম: ২৫৪৯, আদাবুল মুফরাদ:২০]

দ্বীনের জন্য হিজরত ও জিহাদের যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা অস্বীকার করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির পিতা-মাতা বার্ধক্য, দুর্বলতা, অক্ষমতার কারনে সন্তানের সাহায্য ও খেদমতের মুখাপেক্ষী হন, তাহলে সন্তান হিসেবে আমাদের উচিত তাদের খেদমত করা। কেননা এতেই রয়েছে আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। এজন্যই পিতা-মাতার যখন সন্তানকে প্রয়োজন তখন জিহাদ ও হিজরতের চেয়ে পিতা মাতার খেদমতকে উত্তম আমল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমুর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, 'এক ব্যক্তি পিতা-মাতাকে কাঁদিয়ে রেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হিজরতের বাইয়াত করার জন্য উপস্থিত হলো। এ সময় নবীজি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও, মাতা পিতার নিকট ফিরে যাও এবং তাঁদেরকে সেভাবে খুশি করে এসো যেভাবে কাঁদিয়ে এসেছ।' [আবু দাউদ]

তিনি আরও বলেন, "এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জিহাদের শরিক হওয়ার উদ্দেশ্যে হাজির হলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা-পিতা জীবিত আছেন? সে বলল, জি হ্যাঁ। আল্লাহর শোকর যে, জীবিত আছেন। তিনি বললেন, যাও, তাঁদের খিদমত করতে থাকো। এটাই জিহাদ। [মুসলিম, আবু দাউদ]

মুআবিয়া ইবনে জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-একদিন আমার পিতা জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা করেছি। এ ব্যাপারে আমি আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মা জীবিত আছে কি?'

সে বললো, 'হ্যাঁ, আছেন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাহলে যাও, মায়ের খেদমতে আত্মনিয়োগ করো। কেননা, জান্নাত তার পায়ের কাছে। [আল মুস্তাদরাক:৪খ,পৃ.১৫১, ফাতহুর রাব্বানী :১৯খ,পৃ.৩৬]

পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ.

আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট। এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ তাআলাও অসন্তুষ্ট। [সুনানু তিরমিযি: ১৮৯৯]

এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট ভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে যদি আমরা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করতে চাই, তবে অবশ্যই অবশ্যই খেদমত দ্বারা, ভালো আচরণ দ্বারা পিতা-মাতাকে আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট রাখতে হবে। এর অন্যথায় হলে আমরা ইহকালের সামান্য সুখ লাভ করলেও পরকালে চির সুখের স্থান জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবো।

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْقَيْسِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ وَالِدَانِ مُسْلِمَانِ يُصْبِحُ إِلَيْهِمَا مُحْتَسِبًا، إِلَّا فَتَحَ لَهُ اللَّهُ بَابَيْنِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدٌ، وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدَهُمَا لَمْ

يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ، قِيلَ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟ قَالَ: «وَإِنْ ظَلَمَاه.»

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-যেকোনো মুসলমানের মুসলিম পিতা-মাতা জীবিত থাকলে এবং সে ভোরবেলা সওয়াবের আশায় তাঁদের খোঁজ- খবর নিতে গেলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খুলে দেন। আর বাবা-মায়ের যে কোনো একজন থাকলে, তাদের সেবায় গেলে একটি দরজা খুলে দেন। সে তাঁদের কোনো একজনকে অসন্তুষ্ট করলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাকে সন্তুষ্ট না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন না। বলা হলো-তাঁরা (বাবা-মা) তার (সন্তানের) উপর জুলুম-অত্যাচার করে থাকলেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাঁরা তার উপর জুলুম করে থাকলেও। [শুআবুল ইমান:৭৫৩৮]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণের তাকিদ দানের জন্য এ ধরনের বর্ণনা পদ্ধতির অবলম্বন করেছেন। আনুগত্য শুধু আল্লাহর জন্যই হওয়া উচিত। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য বৈধ নয়। মাতা-পিতার আনুগত্য এবং তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণও এজন্য যে,আল্লাহ মাতা-পিতার অধিকার বর্ণনা করেছেন এবং তা মেনে চলার ও

খেদমতের নির্দেশ দিয়েছেন। মুমিন ব্যক্তি এমন কোন ব্যাপারে অবশ্যই মাতা-পিতার আনুগত্য করবে না যাতে তাকে আল্লাহ তাআলার হুকুম আহকাম লংঘন করতে হয়। মাতা-পিতার জুলুম সত্ত্বেও সুন্দর আচরণের অর্থ হলো,যদি মাতা-পিতার কঠোর মেজাজ করতে থাকেন , অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে বাধ্য করেন, সামর্থ্যের বাইরে অতিরিক্ত আর্থিক দাবি করতে থাকেন তবুও সন্তানের উচিত নিজের মেজাজকে ঠান্ডা রেখে তাঁদের খেদমত ও সুন্দর আচরণ অব্যাহত রাখা।

হাদীসটিতে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি কেউ একজনের আনুগত্য করে এবং অন্যজনকে নিজের কাজের মাধ্যমে অসন্তুষ্ট রাখে তাহলে তা সঠিক নয়। একজনের আনুগত্যের কারনে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের দরজা খুলে রাখেন। তেমনি অন্যজনের সাথে খারাপ আচরণের কারণে জাহান্নামের দরজা খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়। মুমিন তো সেই যে উভয়ের খেদমত ও আনুগত্য করে আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জন করতে চায়।

মায়ের মর্যাদা পিতার থেকে তিন গুণ বেশি

পিতা-মাতার ক্ষেত্রে কারো মর্যাদা কে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। কেননা মর্যাদার দিক থেকে একদিকে মা অগ্রগামী তো আরেকদিকে পিতা অগ্রগামী। পিতা অংকে ভালো হলে মা ইংলিশে ভালো, আবার পিতা হাদিসে ভালো হলে মা কুরআনে ভালো বিষয়টি এমন। কিন্তু সন্তান গর্ভে ধারণ করা, জন্ম দেওয়া, দুগ্ধ পান করানো এ কাজগুলো এককভাবে শুধু মা-ই করে থাকেন। যে কষ্টের ভাগীদার পৃথিবীর আর কেউ নিতে পারেন না। এজন্যই আল্লাহ পিতার থেকে মায়ের মর্যাদা তিনগুণ বেশি দিয়েছেন। এর পরের ক্ষেত্রগুলোতে পিতা-মাতা সমান ভূমিকা পালন করেন। মায়ের ভালোবাসা সম্পর্কে একটি হাদিস নিচে উল্লেখ করা হলো :

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَأَعْطَتْهَا عَائِشَةُ ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ لَهَا تَمْرَةً، وَأَمْسَكَتْ لِنَفْسِهَا تَمْرَةً، فَأَكَلَ الصَّبِيَّانُ التَّمْرَتَيْنِ وَنَظَرَا إِلَى أُمِّهِمَا، فَعَمَدَتْ إِلَى التَّمْرَةِ فَشَقَّتْهَا، فَأَعْطَتْ كُلَّ
صَبِيٍّ نِصْفَ تَمْرَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ فَقَالَ: «وَمَا يُعْجِبُكَ مِنْ ذَلِكَ؟ لَقَدْ رَحِمَهَا اللَّهُ بِرَحْمَتِهَا صَبِيَّيْهَا.»

আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-এক মহিলা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে এলে তিনি তাকে তিনটি খেজুর দেন। সে তার ছেলে দু'টিকে একটি করে খেজুর দেয় এবং নিজের জন্য একটি রেখে দেয়। তারা খেজুর দু'টি খেয়ে তাঁদের মায়ের দিকে তাকালো এবং অবশিষ্ট খেজুরটি পেতে চাইলো। সে খেজুরটি দুই টুকরা করে প্রত্যেককে অর্ধেক অর্ধেক দিলো। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসলে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে বিষয়টি জানালেন। তখন তিনি বললেন, এতে তোমার অবাক হওয়ার কি আছে !সে তাঁর ছেলে দুইটির প্রতি দয়াবান হওয়ার কারণে আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়াবান হয়েছেন। [সহীহ বুখারী :৫৯৯৮, সহীহ মুসলিম :২৩১৭]

পিতার তুলনা মাতার মর্যাদা বেশি, এ সম্পর্কিত কিছু হাদিস নিচে তুলে ধরা হলো :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.»

হাকিম ইবনু হিযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা-দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন-আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, ভালো ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী কে? জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন-তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন-তোমার বাবা। তারপর আত্মীয়-সম্পর্কের নৈকট্যের ভিত্তিতে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী হবেন। [সুনানু তিরমিযি: ১৮৯৭,সুনানু আবু দাউদ:৫১৩৯, আদাবুল মুফরাদ:৩]

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ.»

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন--রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো- 'হে আল্লাহর রাসুল, সবচে' বেশী সদাচার পাওয়ার যোগ্য কে? উত্তরে তিনি বললেন-তোমার মা।

-তারপর কে?

-তোমার মা।

-তারপর কে?

-তোমার মা।

-তারপর কে?

-তোমার বাবা। [মুসনাদে আহমাদ: ৯২১৮, আদাবুল মুফরাদ:৫]

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَتَى رَجُلٌ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ: «بِرَ أُمَّكَ»، ثُمَّ عَادَ ، فَقَالَ: «بِرَ أُمَّكَ»، ثُمَّ عَادَ، فَقَالَ: «بِرَ أُمَّكَ»، ثُمَّ عَادَ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: «بِرَ أَبَاكَ.»

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-এক ব্যক্তি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আপনি আমাকে কোন কাজ করতে আদেশ করেন? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ করো। লোকটি সেই প্রশ্ন আবার করলে নবিজি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ করবে। লোকটি সেই প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ করবে। সে (আগত লোকটি) চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন-তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ করবে। সে পঞ্চমবার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন-তোমার পিতার সাথে সদাচরণ করবে।' [সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৬৫৮, আদাবুল মুফরাদ:৬]

পিতা-মাতা ছাড়া আর কে কে আমাদের থেকে সদ্ব্যবহার পাওয়ার হকদার সে বিষয়ে একটি হাদিস নীচে তুলে ধরা হলো :

সর্বপ্রথম সদ্ব্যবহার পাওয়ার হকদার মা, তারপর পিতা, তারপর ছেলে- মেয়ে, তারপর দাদাগণ-নানাগণ ও রক্তসম্পর্কীয় মাহরাম আত্মীয়গণ। যেমন চাচা ও ফুফুগণ, মামা ও খালাগণ। এরপর পর্যায়ক্রমের নিকটাত্মীয়গণ। এরপর রক্তসম্পর্কীয় গায়ের মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ হালাল বা বৈধ)। যেমন- চাচতো ভাই, চাচাতো বোন, মামাতো ভাই, মামাতো বোন ইত্যাদি। এরপর শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করতে হবে। এরপর খাদেম বা কর্মচারীদের সাথে স্তর অনুযায়ী। এরপর প্রতিবেশীদের সাথে। এর মধ্যে যার বাড়ী কাছে সে বেশী হকদার, এভাবে পর্যায়ক্রমে দূরের আত্মীয়-স্বজন। [সহীহ মুসলিম, ইমাম নববী]

পিতা-মাতার বদলা

عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَه.ُ

"হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাতা-পিতার স্নেহ, ভালোবাসা, লালন-পালন এবং কষ্ট সহ্যের বদলা যদি সন্তানের পক্ষ থেকে কিছু হয় তাহলে সে যদি পিতাকে কারোর গোলাম অবস্থায় পায় অথবা মাতাকে বাঁদী হিসেবে পায় তাহলে তাঁদেরকে ক্রয় করে আযাদ করে দেবে।" [মুসলিম শরীফ]

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ وَرَجُلٌ

يَمَانِيٌّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، يَقُولُ: إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّلُ ... إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أُذْعَر.ِ

ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ أَتُرَانِي جَزَيْتُهَا؟ قَالَ: لَا ، وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ

আবু বুরদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন-তিনি ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সাথে ছিলেন। তখন দেখলাম, ইয়ামানের এক ব্যক্তি তাঁর মাকে তার পিঠে বহন করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিল আর কবিতা আবৃতি করে বলছিল-

"আমি তো আমার মায়ের নিকট নিজেকে মনে করি উটের মত আমি তার পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও তা সহ্য করি, মনে করি না কোনো ক্ষত।"

অতঃপর সে ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলল, আমি কি আমার মায়ের প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে আপনি মনে করেন? তিনি বলেন, না। তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও হয়নি। [বায়হাকী,শুআবুল ঈমান :৭৫৫০, আদাবুল মুফরাদ:১১]

একবার এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে অভিযোগ করলো, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা বদমেজাজি মানুষ।' একথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যখন তোমাকে গর্ভে ধারণ করে একাধারে নয় মাস সীমাহীন কষ্ট সহ্য করেছে, তখন তো সে খারাপ মেজাযের ছিলো না?' লোকটি বললো, 'আমি সত্য বলছি, তিনি বদমেজাজি।' নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার খাতিরে

তিনি যখন রাতের পর রাত জাগতো, তোমাকে দুধ পান করাতো, তখন তো বদমেজাজি ছিলো না।' লোকটি বললো, 'আমি আমার মায়ের সে সব কাজের প্রতিদান দিয়ে ফেলেছি।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি সত্যিই প্রতিদান দিয়ে ফেলেছো?' সে বললো, 'আমি মাকে আমার কাঁধে চড়িয়ে হজ্ব করিয়েছি।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি কি তাঁর সেই কষ্টের বদলা দিতে পারো, যা তোমার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সহ্য করেছে?' [ইউসুফ ইসলাহি হুসনে মুআশারাত,পৃ.৪৯]

মা-বাবার প্রতি অবাধ্য হওয়াকে ভয় করুন

মা-বাবার প্রতি অবাধ্যতা বিশ্বব্যাপী এখন এক মহামারির আকার ধারন করেছে। সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে মা-বাবা আজ অগনিত সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছেন। এখানে কুরআনের আয়াত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস এবং আমাদের পূর্ববর্তী সালাফগণের কিছু উক্তির উল্লেখ করছি। যাতে একালের সন্তানরা তাদের মা-বাবার কথা অমান্য করার ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত হয় এবং এ থেকে নিজেদের বিরত রাখে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرًا.

"তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাঁদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাঁদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাঁদেরকে ধমক দিও না এবং তাঁদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলো। তাঁদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বলো, হে পালনকর্তা, তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।"[সুরা আল-ইসরা: ২৩-২৪]

শাইখ আবদুর রহমান আস-সাদী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাঈসীর আল-কারীম আর-রাহমান ফী তাফসীর কালাম আল-মান্নান'-এ বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করাকে নিষিদ্ধ করার পর আমাদের নির্দেশ দেন, আমরা যেনো শুধু তাঁরই ইবাদত করি। এটাই হচ্ছে তাওহীদ। অন্য সব ইলাহকে বর্জন করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বকে মেনে নেয়া। যখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমার প্রভু আদেশ দিয়েছেন' তার অর্থ, তিনি আমাদের ইসলামের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করতে বলেছেন। আর কারও নয়। আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। তাঁর সমতুল্য আর কেউ নেই। তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, বিপদ-আপদে সাহায্যকারী এবং আমাদের জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে হিসেব গ্রহণকারী। আল্লাহ তাআলার মর্যাদা এ দুনিয়া ও আখিরাতের সবকিছুর উর্ধ্বে।

এরপরই আল্লাহ তাআলা মা-বাবার অধিকারের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-“তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি সদয় আচরন করো"- যার অর্থ, কথায় ও কাজে নিজেদের মা-বাবার প্রতি আপনারা স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করুন। আপনার মা-বাবাই আপনাকে জন্ম দিয়েছেন, তাঁরাই আপনাকে শিশুকালে লালন-পালন করেছেন, অসুস্থ হলে আপনার সেবা করেছেন এবং আপনার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন। সেজন্য তাদের অধিকার আদায় করা আপনার উপর বাধ্যতামূলক। এখানে গাফিলতির কোন সুযোগ নেই। শিশুকালে সন্তানের অসহায় অবস্থায় মা-বাবাই স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে তাকে লালন-পালন করেছিলেন। কাজেই, মা-বাবার বৃদ্ধাবস্থায় তাঁদের প্রতি ঠিক একই রকম স্নেহ-ভালবাসা প্রদর্শন ব্যতীত একজন সন্তান কোনভাবেই তাঁদের অধিকার আদায় করতে পারবে না। তার মানে, বৃদ্ধাবস্থায় মা-বাবার শরীর ভেঙ্গে পড়বে এবং তাঁরা অসুস্থ ও অসহায় হয়ে পড়বেন। তখন আপনার দায়িত্ব তাঁদের সেবা-যত্ন করা। কাজেই, তাঁদের সাথে এমন কোন কথা বলবেন না যাতে তাঁদের অসম্মান হয় এবং তাঁদের সাথে কখনও অসদাচরন করবেন না। তাঁদের সাথে কখনও জোর গলায় চিৎকার দিয়ে কথা বলবেন না এবং তাঁদের সাথে কখনও খারাপ ভাষায় ব্যবহার করবেন না। মা-বাবার সাথে এমন ভাষায় কথা বলুন, যেভাবে তাঁরা পছন্দ করেন এবং সর্বোচ্চ ভদ্রতা ও বিনয়ের সাথে তাদের সম্মান প্রদর্শন করুন। কারণ, এতেই তাঁরা আনন্দিত হবেন। আর তাঁদের অনুগ্রহের কাছে নিজেদের সঁপে দিন। এর অর্থ, যে কোন সন্তানের উচিত তাঁর মা-বাবাকে সর্বোচ্চ সম্মান ও ভদ্রতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁদের সাথে আচরণ করা। আর তা করতে হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। মা-

বাবাকে ভয় পেয়ে নয়, এমনকি তাঁদের কাছ থেকে কোন প্রকার স্বার্থ আদায়ের উদ্দেশ্যেও নয়। আর তাঁদের জন্য এই বলে দু'আ করুন-"হে আমার মালিক! তাঁদের উপর তোমার রহমত বর্ষন করো।" এর অর্থ-আল্লাহ তাআলার কাছে এই বলে দু'আ করুন যে, আপনার মা-বাবাকে তিনি যেনো ক্ষমা করে দেন এবং দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই তাঁদের উপর রহমত বর্ষন করেন। আমাদের শিশুকালে মা-বাবা আমাদের যেভাবে দয়াশীলতার মাধ্যমে লালন-পালন করেছেন, সেভাবেই যেনো আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন।

কাজেই, একজন সন্তান তার মা-বাবার কাছ থেকে যত বেশী আদর-ভালবাসা পেয়ে বড় হয়, তার মা-বাবাও বৃদ্ধাবস্থায় তার কাছ থেকে তত বেশী অধিকার পাওয়ার দাবী রাখেন। এমনকি, মা-বাবার অবর্তমানে অন্য কেউ যদি কোন শিশুর দেখা-শোনা করে, তাহলে সেই ব্যক্তিও এই শিশু বড় হলে তার কাছে থেকে একই প্রকার অধিকারের দাবী করতে পারে।

কুরআন পাকে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون.

"আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু-বছরে। আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা- মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তোমাদের অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাঁদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাঁদের সাথে সম্ভাবে সহাবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো।" [সুরা লুকমান: ১৪-১৫]

শাইখ আবদুর রহমান আস-সাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি মানুষকে জোর নির্দেশ দিয়েছি" বলে আল্লাহ তায়ালা বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) আমাদেরকে এমন কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, যা সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে। আর এখানে এ দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের মা-বাবা।

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও"। যার অর্থ, আমাদের একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে। কাউকে তাঁর সাথে শরীক করা যাবে না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে এবং কখনও কোন গুনাহর কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না। "তোমাদের মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ হও"-এই নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বুঝিয়েছেন যে, আমরা আমাদের মা-বাবার সাথে কথায় ও কাজে সদাচরন করবো, তাঁদের প্রতি সর্বদা স্নেহ- ভালবাসা প্রদর্শন করবো, তাঁদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করবো এবং কোন পরিস্থিতিতেই তাঁদের সাথে দুর্ব্যবহার করবো না। এরপরই "অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে" বলে আল্লাহ তাআলা আমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন। একদিন আমাদের মৃত্যু হবে এবং আমরা আমাদের রবের কাছেই ফিরে যাবো। শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ তাআলাই হবেন সর্বোচ্চ বিচারক। আর সেদিন আমরা সকলেই আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখিন হবো। দুনিয়ার বুকে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যদি আমরা সঠিকভাবে পালন করতে পারি, আল্লাহ তাআলা আমাদের পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু যদি আমরা সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলা করি বা ব্যর্থ হই, তাহলে আমাদের কঠিন আযাবের সম্মুখিন হতে হবে।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন, কেনো মা-বাবার প্রতি আমাদের সদাচরন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, "তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে"-উক্ত আয়াতের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, সন্তান জন্মের সময় একজন মা ধারাবাহিক কষ্টের ভেতরে দিন অতিবাহিত করেন। গর্ভাবস্থায় সন্তানের প্রথম নড়াচড়ার অস্বস্তি থেকে শুরু করে সন্তান প্রসবের অমানুষিক তীব্র যন্ত্রনা, সবকিছুই একজন মাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। অতঃপর "তার দুধ ছাড়ানো হয় দু বছরে"-এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সন্তানের প্রতি একজন মায়ের অনুগ্রহের উদাহরণ পেশ করেছেন। একজন মানুষের জীবনের প্রথম দুই বছর তার জন্য সবচেয়ে সংকটময় সময়। এ সময় তার অতিরিক্ত যত্ন ও পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। আর এই দুই বছর মা তাঁর সন্তানকে স্তন্যপানের মাধ্যমে খাবার খাওয়ান এবং তার যাবতীয় লালন-পালন করেন। কাজেই, এ ক'বছরের আদর-যত্নের বিনিময়ে হলেও একজন সন্তানের প্রতি একজন মায়ের কি এতটুকু অধিকার জন্মায়নি, যার বিনিময়ে তিনি তাঁর সন্তানের কাছে কিছু অধিকার আশা করতে পারেন? আর মায়ের প্রতি যথাযথ সদাচরন করার মাধ্যমে আমাদেরও কি উচিত নয় তাঁর কষ্টের বিন্দুমাত্র হলেও প্রতিদান দেয়ার চেষ্টা করা?

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কবীরা গুনাহগুলোর ভেতর সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে আমি কি তোমাদের কিছু বলবো না?"

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম সমস্বরে জবাব দিলেন- "জ্বী বলুন, ইয়া রাসুলুল্লাহ।" তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ইবাদতে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করা এবং নিজের মা-বাবাকে কষ্ট দেওয়া [এবং তাঁদের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করা]"। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান থেকে বসে বললেন, "মিথ্যে সাক্ষী দেয়ার ব্যাপারেও আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি"। এরপর তিনি হাদিসটি বার বার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন যে আমরা বলতে লাগলাম, তিনি যদি চুপ থাকতেন। [সহীহ বুখারী: ৫৯৭৭]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَكْبَرُ الكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ،

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়াতে বর্ণিত-রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সবচেয়ে' নিকৃষ্ট গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, নিজের মা-বাবাকে কষ্ট দেওয়া (দায়িত্বে অবহেলা করা), কাউকে হত্যা করা (যার অনুমতি আল্লাহ দেননি,) এবং মিথ্যে সাক্ষী প্রদান করা।" [সহীহ বুখারী: ৬৮৭১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য হাদিসে বলেন- "যারা উপকারের খোঁটা দেয়, যারা মা-বাবার অবাধ্য থাকে, এবং যারা মদ্যপানে আসক্ত, তারা কেউ-ই জান্নাতে যেতে পারবে না।"[তিরমিযি]

অন্য হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى.

"শেষ বিচারের দিনে তিন প্রকার লোকের দিকে আল্লাহ তাআলা ফিরেও তাকাবেন না। এক: যারা তাদের মা-বাবার অবাধ্য। দুই: যেসব নারী, পুরুষের ন্যায় পোষাক পরিধান করে। তিন: দাইয়ুস (অন্য বর্ণনায় আছে যে স্বামী তার স্ত্রীর ব্যভিচারকে সমর্থন করে।) আর তিন শ্রেণীর

লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক: যে তার মা-বাবার অবাধ্য। দুই: যে মদ্যপানে আসক্ত। তিন: যে তার উপকারের খোঁটা দেয়।"[সুনানু নাসাই: ২৫৬২]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ.

"সবচেয়ে' নিকৃষ্ট গুনাহগুলোর একটি হচ্ছে মা-বাবার উপর লানত দেয়া।" সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো- "ইয়া রাসুলুল্লাহ! কীভাবে একজন ব্যক্তি তার মা-বাবাকে লানত দিতে পারে?" জবাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-"এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির বাবাকে গালি দিলো। তখন অপর ব্যক্তিও ঐ ব্যক্তির উদ্দেশ্য করে তার মা-বাবা সম্পর্কে গালি দিলো। "[সহীহ বুখারী:৫৯৭৩]

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-"কুরআনে তিনটি আয়াত আছে যা আমাদের জীবনের তিনটি জিনিসের সাথে সম্পর্কিত। এদের একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত: আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি ও আমার রাসুলের কথা মেনে চলো।" কাজেই, কেউ যদি শুধু আল্লাহ তাআলাকে মান্য করে কিন্তু তাঁর রাসুলকে অস্বীকার করে, তার আনুগত্য আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তাআলা বলেন, "সময়মতো সালাত আদায় করো এবং যাকাত প্রদান করো।" এখন কেউ যদি শুধু সালাত আদায় করে কিন্তু যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তার ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। তৃতীয়ত: আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমার প্রতি এবং তোমাদের পিতা- মাতার প্রতি শুকরিয়া আদায় করো"। কাজেই, কেউ যদি মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় না করে শুধু আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে, তার ইবাদতও আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। এ কারণে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "যদি কারও মা-বাবা তার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তবে আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। আর যদি কারও মা-বাবা তার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন, তবে আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।"[কিতাবুল কাবাইর]

একদা কাব আল-আহবারকে জিজ্ঞেস করা হলো, "মা-বাবার অবাধ্যতা বলতে কি বুঝায়?" তিনি জবাব দিলেন, "কোন সন্তানকে যখন তার মা-বাবা কোন প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে বলেন,

তখন সে তা পূরণ করে না; কোন সন্তানকে যখন তার মা-বাবা কোন কিছু করতে আদেশ করেন, তখন সে তাঁদের কথা অমান্য করে; কোন সন্তানকে যখন তার মা-বাবা কিছু দিতে বলেন, অতঃপর সে তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়; কোন সন্তানকে যখন তার মা-বাবা কোন কিছুর ব্যাপারে বিশ্বাস করে, তখন সে তাঁদের বিশ্বাস ভঙ্গ করে।”[কিতাবুল কাবাইর]

ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "কান্নারত মাতা-পিতার অর্থ হচ্ছে তাঁদের কথার অমান্য করা হয়েছে এবং এটি কবীরা গুনাহগুলোর একটি।" [আদাবুল মুফরাদ]

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার পরিণতি

পিতা মাতার আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য। পিতা- মাতা যদি আমাদের শরীয়ত সম্মত কোন কাজের হুকুম করেন তবে তা পালন করা সন্তান হিসেবে আমাদের জন্য ফরজ হয়ে যায়। ঠিক নামাজ রোজা যেমন আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য ফরজ করেছেন পিতা মাতার ওই আদেশ তেমন ফরজ হয়ে যায়। তা না মানলে কঠিন গুনাহ হয়। একেই ‘উকূকুল-ওয়ালিদায়ন’ বা পিতামাতার অবাধ্যতা বলে। বুজুর্গ গণ বলেন, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করলে তার পরিণামে মৃত্যুকালে কালেমা নসিব হয় না।

পিতা মাতার অবাধ্য হওয়াকে সবচেয়ে বড় গুনাহের মধ্যে একটি গুনাহ বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হাদিসে এসেছে -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ - وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا - أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ»، مَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْتُ: لَيْتَهُ سَكَتَ.

আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে কবিরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচে' বড় গুনাহের কথা বলে দিবো না? এ কথাটি তিনি তিনবার বলেন। তখন সাহাবিরা বললেন, জি, ইয়া রাসুলাল্লাহ। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরিক করা, এবং পিতা-মাতার সাথে খারাপ আচরণ করা। তিনি হেলান দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে বললেন-এবং মিথ্যা বলা। তিনি এ কথাটি বারবার বলছিলেন। আমি মনে মনে বললাম, আহ! তিনি যদি চুপ হয়ে যেতেন!' [সহীহ বুখারী:২৬৫৪,সহীহ মুসলিম:১৪৩, আদাবুল মুফরাদ:১৫]

এবিষয়ে আরেকটি হাদিস হলো :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةُ مَعَ مَا يُدَّخَرُ لَهُ، مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ.«

আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অপরাধের শাস্তি অন্যান্য পাপের চেয়ে অপরাধীর উপর দ্রুত কার্যকর হয়। সাথে- সাথে পরকালের শাস্তি জমা করে রাখা হয়। [আল জামে ইবনু ওয়াহব :১৪২]

এ বিষয়ে একটি উপদেশমূলক ঘটনা আছে। ঘটনাটি হল:

এক ব্যক্তির ঘটনা। মুমূর্ষ অবস্থা, যে কোনও মুহূর্তে দম চলে যেতে পারে। সকলে চেষ্টা করছিল যাতে কালেমা তাইয়্যেবা পড়ে নেয়। কিন্তু মুখে কালেমা জারি হচ্ছিল না। শেষে এক বুযুর্গকে ডেকে আনা হল। বলা হল, তার মুখে যে কালেমা আসছে না, এখন উপায় কী? বুযুর্গ বললেন, তার মা-বাবা জীবিত আছে কিনা, থাকলে তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নাও। মনে হচ্ছে সে পিতা-মাতার অবাধ্যতা করেছে এবং সে জন্যেই তার এ দুরবস্থা। তাদের পক্ষ থেকে ক্ষমা না হওয়া পর্যন্ত তার এ অবস্থা কাটবে না, তার মুখে কালেমা জারি হবে না।
এবার চিন্তা করুন পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা ও তাঁদের মনে কষ্ট দেওয়া কি কঠিন জিনিস। এর পরিণতি কতো ভয়াবহ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কারণেই নিজ শিক্ষামালায় পিতা-মাতার সম্মান রক্ষা ও তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহারের এতো বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কোন সাহাবী তাঁর কাছে পরামর্শের জন্য আসলে তাঁকে বিশেষভাবে পিতা-মাতার সেবা করার জন্য বলতেন।

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতিদান

পিতা মাতার খেদমত এবং অনুগত হওয়ার সবচেয়ে বড় পুরস্কার হল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন ও বেহেশত নসীব হওয়া। এ তো হল আখিরাতের পুরস্কার। কিন্তু যারা খাঁটি অন্তরে পিতা-মাতার খেদমত করে ও অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখে আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়াতেও পুরস্কৃত করেন।

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতিদান সম্পর্কিত কিছু হাদিস:

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের হায়াত ও জীবিকার প্রশস্ততা কামনা করে, সে যেনো মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। [মুসনাদ আহমাদ]

ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি হাদিস সংকলন করেছেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'দীর্ঘায়ু লাভের একটি উপায় হলো পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ।[জামে তিরমিজি, আল-কাদার, হাদিস:২১৩৯]

মুয়ায ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করে, তার জন্য সুসংবাদ হলো, আল্লাহ তাআলা তার হায়াত বৃদ্ধি করে দেবেন।' [হাকিম, তবারানি, আল জামে: ১১১]

ওয়াহাব ইবনে মুনিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার সন্তানের হায়াত বৃদ্ধি করে দেয়।[আদ-দররুল মানসুর,৫ম খ,পৃ.২৬৭]

ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের পিতাদের (পিতা ও দাদার) সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করো, তাহলে তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের সাথে সদাচরণ করবে। তোমরা সচ্চরিত্রবান হও, তোমাদের নারীরাও সচ্চরিত্রবান হবে।[আত তারগিব ওয়াত-তারহিব,৩ খ,পৃ.৩১৮]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা পরনারীর প্রতি কুদৃষ্টি দেওয়া থেকে নিজেদেরকে পবিত্র রাখো এবং সচ্চরিত্রবান হও, তোমাদের নারীরাও সচ্চরিত্রবান ও পবিত্র হবে। তোমাদের বাপদাদাদের সাথে সদ্ব্যবহার করো,

তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। [আত তারগিব ওয়াত-তারহিব,৩ খ,পৃ.৩১৭]

ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তি চলার পথে বৃষ্টির কবলে পড়ে পর্বত গুহায় আশ্রয় নেয়। এমন সময় একটি প্রকাণ্ড পাথর পাহাড় থেকে গড়িয়ে গুহার মুখে পড়ে। ফলে গুহার মুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগে, 'তোমরা নিজেদের এমন কোনো নেক আমলের কথা স্মরণ করো যা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। আর সেই নেক আমলের অসিলা করে আল্লাহর নিকট দুআ করো। আশা করা যায়, এর বদৌলতে তিনি বিপদ দূর করে দেবেন।'

অতঃপর তাদের একজন বললো, 'হে আল্লাহ! আমার অতিশয় বৃদ্ধ মাতা-পিতা ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট কয়েকটি বাচ্চাও ছিল। আমি তাদের জন্য মেষ ও দুম্বা চরাতাম এবং আসার সময় তাদের জন্য দুধ দোহন করে আনতাম।

আমার সন্তানদের দুধপান করানোর আগেই আমার মাতা-পিতাকে দুধপান করাতাম। ঘটনাক্রমে একদিন চারণবৃক্ষ আমাকে দূরে নিয়ে যায়। ফলে ঘরে ফিরতে আমার সন্ধ্যা হয়ে যায়। আমি এসে তাঁদেরকে (মাতা-পিতাকে) ঘুমন্ত অবস্থায় পেলাম। প্রতিদিনের ন্যায় আজও দুধ দোহন করে দুধের পাত্র নিয়ে তাঁদের কাছে আসলাম এবং পাত্র হাতে নিয়ে তাঁদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তাঁদের ঘুম থেকে ডাকা এবং তাঁদের আগে বাচ্চাদেরকে দুধ পান করানো আমি ভালো মনে করলাম না। অথচ আমার বাচ্চাগুলো (ক্ষুধার যাতনায়) আমার পায়ে পড়ে কাঁদছিল। আমার ও তাদের এ অবস্থা সকাল পর্যন্ত বিদ্যমান রইল। (অবশেষে আমার মাতা-পিতা ঘুম থেকে জাগার পর প্রথমে তাদেরকেই দুধপান করালাম)। 'হে আল্লাহ! তুমি যদি জানো যে, আমি এ কাজটি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, তাহলে এর অসিলায় আমাদের জন্য (গুহার মুখ থেকে) পাথরটি এতটুকু সরিয়ে দাও যাতে আমরা আকাশ দেখতে পাই।' তখন আল্লাহ তাআলা পাথরটি এতোটুকু পরিমাণ সরিয়ে দিলেন যে, তারা আকাশ দেখতে পাচ্ছিলো। [বুখারী শরীফ, ২খ,পৃ.৮৮৩। মুসলিম শরীফ, কিতাবুয যিকির ওয়াদ-দুআ, ৪খ,পৃ.২৭৪৩]

পিতা-মাতার জন্য অর্থ ব্যয়

আল্লাহ তাআলার শুধু সন্তানের ওপরই পিতা-মাতার অধিকার দেননি বরং তার সম্পদের ওপরেও পিতা-মাতার অধিকার দিয়েছেন। ভালো পথে সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

'লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিভাবে খরচ করবে? তুমি বলে দাও যে, ধন-সম্পদ হতে তোমরা যা ব্যয় করবে, তা তোমাদের পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করো। আর মনে রেখো, তোমরা যা কিছু সৎকর্ম করে থাকো, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যকরূপে অবগত'। [বাক্বারাহ ২/২১৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٍ فَلأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شمالك

'প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় করো। এরপর অবশিষ্ট থাকলে পরিজনের জন্য ব্যয় করো। নিজ পরিজনের জন্য ব্যয় করার পরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় করো। আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার পরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে এদিক অর্থাৎ সম্মুখে- ডানে-বামে ব্যয় করবে'। [সহীহ মুসলিম:৯৯৭, মিশকাত:৩৩৯২]

আর পিতা-মাতা পরিজনের অন্যতম সদস্য। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا شَابٌ مِنَ الدُّنيَّةِ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ بِأَبْصَارِنَا قُلْنَا : لَوْ أَنَّ هَذَا الشَّابَ جَعَلَ شَبَابَهُ وَنَشَاطَهُ وَقُوَّتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَسَمِعَ مَقَالَتَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : وَمَا سَبِيلُ اللَّهِ إِلَّا مَنْ قُتِلَ مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ فَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى عِيَالِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيُعِفَهَا فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى التَّكَاثُرِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ

একদা আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বসা ছিলাম। হঠাৎ করে একজন যুবক ছানিয়া নিম্ন ভূমি থেকে আগমন করলো। তাকে গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করে বললাম, হায়! যদি এই যুবকটি তার যৌবন, উদ্যম ও শক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করতো। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বক্তব্য শুনে বললেন, কেবল নিহত হলেই কি সে আল্লাহর পথে থাকবে? যে ব্যক্তি মাতা-পিতার খেদমতে সচেষ্টা থাকবে সে আল্লাহর পথে। যে পরিবার-পরিজনের কল্যাণের জন্য চেষ্টায় রত থাকবে সে আল্লাহর পথে। যে ব্যক্তি নিজেকে গোনাহ থেকে রক্ষার চেষ্টায় রত থাকবে সে আল্লাহর পথে। আর যে ব্যক্তি সম্পদের অধিকতর প্রাচুর্যের নেশায় মত্ত থাকবে সে শয়তানের পথে। [মু'জামুল আওসাত্ব:৪২১৪]

আরেকটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي، قَالَ أنتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلادِكُمْ

আমর ইবনু শু'আইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পদ ও সন্তান আছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বলেন, তুমি ও তোমার সম্পদ উভয়ই তোমার পিতার। তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে খাবে'। [আবু দাউদ:৩৫৩০,ইবনু মাজাহ:২২৯২, মিশকাত:৩৩৫৪]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

إِنَّ أَطِيبَ مَا أَكل
الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنْ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

লোকেরা যা ভক্ষণ করে তার মধ্যে
পবিত্রতম হলো নিজের উপার্জন। আর সন্তান-সন্তুতি তার উপার্জনেরই অংশ'। [ইবনু মাজাহ:২১৩৭,মিশকাত:২৭৭০]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْدِي عَلَى وَالِدِهِ قَالَ: إِنَّهُ أَخَذَ مِنْ مَالِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ، وَمَالَكَ مِنْ كَسْبِ أَبِيك

ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে তার পিতার বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ির অভিযোগ করে বললো, তিনি আমার ধন-সম্পদ কেড়ে নিয়েছেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি জান, তুমি এবং তোমার ধন-সম্পদ তোমার পিতারই উপার্জন? [তাবারানী,মু'জামুল কাবীর:১৩৩৪৫]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ

আর তোমাদের সন্তানদের সম্পদ তোমাদেরই উপার্জন। অতএব তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে খাও'। [আহমাদ:৬৬৭৮, বায়হাকী]

এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বললো, 'আমার পিতা তার ইচ্ছামতো আমার সম্পদ ভোগ করেন।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিতাকে ডাকলেন। লাঠি ভর করে এক দুর্বল বৃদ্ধ হাজির হলেন। তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বৃদ্ধলোকটি জবাব দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এক সময় আমার এ ছেলে দুর্বল, অসহায় ও কপর্দকহীন ছিলো। আমি তখন ছিলাম শক্তিশালী ও বিত্তশালী। আমি কখনও তাকে আমার সম্পদ নিতে বাধা দেইনি। আজ আমি দুর্বল ও কপর্দকহীন, সে শক্তিশালী ও বিত্তশালী। এখন তার সম্পদ আমাকে দেয় না।' একথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার। ' [ইবনে মাজাহ]

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার সম্পর্কে হাসান বসরি রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'তোমার মালিকানাধীন সম্পদ তাদের প্রয়োজন-মাফিক ব্যয় করবে। তাঁরা যা আদেশ করেন তা যদি গুনাহের কাজ না হয়, তা মেনে চলবে। [আদ দুররুল মানসুর, ৫খ,পৃ.২৪৯]

পিতা-মাতার প্রতি খরচের ক্ষেত্রে মাকে অগ্রাধিকার দেওয়া

পিতা-মাতার উভয়ের প্রতি খরচ করা সন্তানের জন্য আবশ্যক। তবে মায়ের অধিক অবদান থাকার কারণে মাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যেমন হাদীসে এসেছে,

عَنْ طارق المُحارَبي قَالَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسُ وَهُوَ يَقُولُ : يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ- َ

তারিক মুহারিবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মাদীনায় আগমন করলাম, আর তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তিনি তাতে বলছিলেন, দাতার হাত উঁচু (মর্যাদাসম্পন্ন)। তোমার পোষ্যদের মধ্যে দানের কাজ আরম্ভ করো। (যেমন) তোমার মা, তোমার বাবা, তোমার বোন, ভাই: এভাবে যে যতো তোমার নিকটাত্মীয় (তাকে পর্যায়ক্রমে দানের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দাও)। [নাসাঈ:৩১৭৯,আহমাদ:১৭৫৩০]

শেষ বয়সে পিতা-মাতাকে সঙ্গ দেওয়া

যৌবনের উদ্যমতা ও কর্মচঞ্চল বয়সসীমার গণ্ডি পেরিয়ে এক সময় পিতা-মাতাও বার্ধক্যে উপনীত হন। এসময় তারা শিশুমনা হয়ে যান। ফলে তারা শিশুদের মতো সঙ্গ চায়। শিশুরা যেমন পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে খেলতে, ঘুরতে বা বেড়াতে চায়, তেমনি বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতাও সঙ্গ চায়, ঘুরতে চায়, আত্মীয়-স্বজনের বা সন্তানের সাক্ষাৎ চায়। এসময় সন্তানের জন্য আবশ্যক হ'ল তাঁদের সাথে অবস্থান করা বা তাঁদেরকে নিজের কাছে রাখা। এসময় তাঁদের সঙ্গ দিলে বরকত লাভ করা যায়। বৃদ্ধ মানুষ পৃথিবীতে আছে বিধায় এ ধরা কল্যাণ ও বরকতময়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الْبَرَكَةُ مَعَ أكابركم،

প্রবীণদের সাথেই তোমাদের কল্যাণ, বরকত রয়েছে'। [ইবনু হিব্বান:৫৫৯, হাকেম:২১০]

ইসলামে বৃদ্ধ পিতা-মাতার খিদমত ও সেবা করার ফযীলত ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغمَ أَنْفُ. قِيلَ مَنْ يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তার নাক ধূলায় ধূসরিত হোক (৩ বার)। বলা হলো, তিনি কে হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না'। [সহীহ মুসলিম:২৫৫১,মিশকাত:৪৯১২]

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

ابْغُونِي الضَّعِيفَ فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتَنْصَرُوْن بِضُعَفَائِكُم

'তোমরা আমাকে দুর্বলদের মাঝে খোঁজ করো। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের অসীলায় তোমরা রিযিক ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাকো'।
[নাসাঈ:৩১৭৯, আবু দাউদ:২৫৯৪, আহমাদ:২১৭৩১]

তিনি আরও বলেন-

إِنَّمَا يَنصُرُ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلاتِهِمْ وإخلاصِهِم

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে তাদের দুর্বল লোকদের দো'আ, সালাত ও ইখলাছের মাধ্যমে সাহায্য করে থাকেন'। [নাসাঈ:৩১৭৮]
অন্য হাদীসে এসেছে,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ مِنْ إِخْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ المُسلِم

আল্লাহকে সম্মান করার শামিল'। [আবু দাউদ:৪৮৪৩, আদাবুল মুফরাদ:৩৫৭, মিশকাত:৪৯৭২]

কারণ বৃদ্ধদের ইবাদতে ও দো'আয় একনিষ্ঠতা থাকে, থাকে দুনিয়ার মোহ থেকে অন্তরের পরিচ্ছন্নতা। তাদের আগ্রহ ও মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে পরকাল।

মাতা-পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَمَنِ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ قَالَ: أَبَوَايَ، قَالَ: أَذِنَا لَكَ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا.

"হযরত আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, জনৈক ইয়েমেনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাজির হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়েমেনে তোমার কি কেউ আছে? সে বলল, জী হ্যাঁ। আমার মাতা-পিতা রয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন? সে বলল, না। এ সময় তিনি বললেন, ঠিক আছে তুমি ফিরে যাও এবং উভয়ের নিকট থেকে অনুমতি নাও। যদি তাঁরা অনুমতি দেন তাহলে জিহাদে অংশগ্রহণ করো; নচেৎ তাঁদের নিকট উপস্থিত থেকে সুন্দর আচরণ করতে থাকো।" [আবু দাউদ, ২৫৩০]

এক ব্যক্তি মাইলের পর মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসেছিলো। আর এসেছিলও এমন নেক নিয়ত নিয়ে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে থেকে দ্বীনের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা চালাবে। কিন্তু তিনি শুধু এ কারণে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যে, সে পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে আসেনি এবং পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতিরেকে তিনি জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরয কাজে তাকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেননি। এ হাদীস সম্পর্কে চিন্তা করলে অনুভূত হয় যে, দ্বীন পিতা-মাতার প্রতি কি ধরনের শ্রদ্ধাশীল এবং কেমন সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা প্রদান করে।

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতিদান জান্নাত

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, অতঃপর সেখানে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'এই ব্যক্তি (তিলাওয়াতকারী) কে?' ফেরেশতাগণ বললেন, 'হারিসা ইবনে নুমান রাদিয়াল্লাহু আনহু।' (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন,) 'পুণ্যের প্রতিদান এরূপই। সে ছিল তাঁর

মায়ের সাথে সর্বাপেক্ষা সদাচরণকারী।" [আল-মুস্তাদরাক,দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরূত, ৪খ, পৃ. ১১৫]

হযরত উওয়ায়স করনী (রহ.) মাতৃসেবায় নিয়োজিত থাকার কারণে সাহাবীত্বের মর্যাদা লাভ করতে পারলেন না বটে, কিন্তু পরকালীন পুরস্কার যা পাওয়ার সে তো ভিন্ন কথা, দুনিয়ায়ও যে তিনি একদম বঞ্চিত হলেন তা নয়; বরং নববী দরবার হতে সেই সেবার বদৌলতে এমন এক পুরস্কারই তিনি লাভ করলেন, যা দুনিয়ার মহামানবদের কাতারে তাকে ভিন্ন এক মাত্রা দান করেছে। সে পুরস্কার এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উমর ফারুক (রাযি.) কে বলেন, হে উমর! কোনও এক সময় ইয়ামানের করুন এলাকা হতে মদীনায় এক ব্যক্তি আসবে। তার গঠন-প্রকৃতি হবে এ রকম। হে উমর! তার সাক্ষাত পেলে তুমি নিজের জন্য তার দ্বারা দু'আ করিয়ে নিও। আল্লাহ তাআলা তাঁর দু'আ কবুল করবেন।

বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, অতঃপর ইয়ামান থেকে যখনই কোন কাফেলা আসতো, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খোঁজ নিতেন সে কাফেলায় করনের উওয়ায়স নামক কোন ব্যক্তি আছে কি না। পরিশেষে একবার একটি কাফেলা আসলো এবং খলীফা জানতে পারলেন, সে কাফেলায় উওয়ায়স করনী (রহ.) আছেন। তিনি যারপরনাই খুশি হলেন। তারপর কাফেলার লোকদের কাছে চলে গেলেন এবং তার নামধাম জিজ্ঞেস করলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত হুলিয়াও মিলিয়ে দেখলেন। সব অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেলো। শেষে তিনি আরয করলেন, আপনি আমার জন্য দু'আ করুন। উওয়ায়স করনী জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার দ্বারা দু'আ করানোর জন্য এসেছেন? তা ব্যাপার কী?

খলীফা বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন, যখন 'করন' থেকে উওয়ায়স আসবে, তখন নিজের জন্য তার দ্বারা দু'আ করিও। আল্লাহ তাআলা তাঁর দু'আ কবুল করবেন। এ কথা শুনতেই হযরত উওয়ায়স করনী (রহ.)-এর চোখে অশ্রুর বান ডাকলো। ভেতরে তোলপাড় শুরু হয়ে গেলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই মর্যাদা দান করেছেন।[মুসলিম, হাদীছ নং ৪৬১৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২৫৭;সুনানে দারিমী, হাদীছ নং ৪৪০]

দেখুন,হযরত উমসর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মত সাহাবীকে বলা হচ্ছে তাঁর সাথে দেখা হলে নিজের জন্য দোয়া করিয়ে নিতে। সুবাহানাল্লাহ! এতো বড় মর্যাদা হযরত উওয়ায়স করনী কিভাবে লাভ করলেন? মাতৃসেবা! হ্যাঁ মাতৃসেবা, কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম- এর হুকুম পালন করতে গিয়ে তিনি নবীজির সাথে সাক্ষাৎ না করে মাতৃসেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যেহেতু নবীজি আমাকে হুকুম দিয়েছে তাহলে আমার কর্তব্য তাঁর হুকুম তালিম করা, তাতে যা কিছুই হোক না কেন।

পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাভরে তাকানো কবুল হজ্জের সমান

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

'কোনো নেককার সন্তান যখন স্বীয় মাতা-পিতার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকায় তখন আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে তার আমলনামায় একটি মকবুল হজ লিপিবদ্ধ করে দেন।'

'সাহাবিগণ আরয করলেন, যদি সে দৈনিক একশতবার এভাবে তাকায়?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, (প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে এই সাওয়াব পেতে থাকবে) আল্লাহ অতি মহান, অতি পবিত্র। তাঁর ভাণ্ডারে কোনো অভাব নেই'।[মিশকাতুল মাসাবিহ, আদব, অনুচ্ছেদ : সৎকাজ ও সদ্ব্যবহার, পৃ.৪২১]

অমুসলিম পিতা-মাতার সাথেও সদাচরণ করা আবশ্যক

সন্তান ইসলাম গ্রহণের পরেও যদি পিতা-মাতা কুফর ও শিরকে নিমজ্জিত থাকে এবং সন্তানকে কুফরিতে ফিরে আসতে বাধ্য করে, তবে এক্ষেত্রে সন্তানকে পিতামাতার আনুগত্য করতে হবে না। কেননা কোনক্রমেই আল্লাহর নাফরমানিমূলক কাজে কোন মানুষের আনুগত্য করা যাবে না। আবার এক্ষেত্রে পিতা-মাতার সাথে খারাপ আচরণ করাও যাবে না। তাঁদের সাথে অবশ্যই যথা সম্ভব সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করতে হবে।

জীবদ্দশায় যে ক'জন বিশিষ্ট সাহাবী জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের বনু যুহরা গোত্রের সন্তান এবং মায়ের খুবই অনুগত একজন।

তিনি খুব অল্প বয়সেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে তার মা হামনা বিনতে সুফিয়ান অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং ছেলেকে এই বলে শাসান যে, 'আমি ততক্ষণ পর্যন্ত খাবার মুখে তুলব না, যে পর্যন্ত তুমি তোমার নতুন ধর্ম ত্যাগ করে পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আসো। আমি এভাবেই ক্ষুধা এবং পিপাসায় মৃত্যুবরণ করবো, যাতে বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে তুমি মায়ের হত্যাকারী হিসেবে হেয় প্রতিপন্ন হও।'

জবাবে, সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি এমনটি করবেন না, মা। কারণ, আমি কিছুতেই আমার দ্বীন ত্যাগ করবো না।

কিন্তু মা তার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। তিনি সত্যি সত্যি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেন। এভাবেই এক দিন এক রাত কেটে যায়। মাকে অত্যন্ত ভালোবাসা সত্ত্বেও মায়ের এ অবস্থায় তিনি দৃঢ়তা হারাননি; বরং তিনি মাকে বললেন, 'আল্লাহর শপথ! যদি আপনার দেহে একশত আত্মাও থাকতো, এবং সেগুলো একটি একটি করে বের হতে থাকতো, তা দেখেও আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছে করলে পানাহার করুন কিংবা মৃত্যুবরণ করুন। আমি কোনোকিছুর বিনিময়েই আমার দ্বীন ত্যাগ করতে পারি না।'

এ কথায় নিরাশ হয়ে তাঁর মা অনশন করা থেকে সরে আসলেন।[সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিজি, তাফসীরুল কুরআন, মুসনাদ আহমাদ]

সাহাবী সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এই আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন :

وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ

আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তাঁদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাঁদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। [সূরা লোকমান,৩১:১৫]

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً، فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصِلُهَا؟ قَالَ: «نعم». قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} [الممتحنة[٨ :

আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন-আমার মা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কুরাইশ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট অবস্থায় আমার কাছে আসেন। আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম-আমি কি তার সাথে আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখবো? তিনি বললেন-হাঁ। ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহু বলেন, এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন-"যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না।" [সুরা মুমতাহিনা : ৮]। [সহীহ বুখারী :৫৯৭৮, আবু দাউদ :১৬৬৮]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমান হওয়ার পরও দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁর মা শিরকে নিমজ্জিত ছিলেন। তিনি মাকে সর্বদা শিরকের পরিণাম সম্পর্কে সর্তক করতেন এবং ইসলামগ্রহণের দাওয়াত দিতেন। আর তাঁর মাও সর্বদা অস্বীকৃতি জানাতে থাকতেন। তা সত্ত্বেও আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মায়ের ইজ্জত-সম্মান, খেদমত ও আনুগত্যে কোনোপ্রকার ত্রুটি করেননি।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা মুশরিক থাকা অবস্থায় আমি তাঁকে সর্বদা ইসলামগ্রহণ করার দাওয়াত দিতাম। একদিন আমি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আমাকে এমন কিছু কথা শুনালেন, আমার অন্তর বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। আমি ক্রন্দনরত অবস্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি সব সময় আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকি, তিনি সবসময় তা অস্বীকার করতে থাকেন। আজ আমি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি রাগান্বিত হয়ে আপনার শানে বেয়াদবি করে বসেন এবং আপনাকে গালমন্দ করেন। আমি তা সহ্য করতে পারিনি। আপনি আল্লাহর দরবারে দুআ করুন, যেন তিনি আবু হুরাইরার মাকে হিদায়াত দান করেন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আবু হুরাইরার মাকে হিদায়াত করুন।'

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের দুআর সুসংবাদ নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ি পৌঁছে দেখি ঘরের দরজা বন্ধ। আমার মা পায়ের শব্দ শুনে ভেতর থেকে বললেন, 'আবু হুরাইরা! অপেক্ষা করো।' আমি পানি পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। বুঝতে পারলাম আম্মাজান ভেতরে গোসল করছেন।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার মা তাড়াতাড়ি গোসল শেষ করে দোপাট্টা পরিধান করে দরজা খুলে দিলেন। অতঃপর বললেন, 'আবু হুরাইরা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।'

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মায়ের মুখে একথা শুনে আমি আনন্দে ক্রন্দনরত অবস্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি আপনাকে সুসংবাদ শুনাতে এসেছি। আল্লাহ তাআলা আপনার দুআ কবুল করেছেন। তিনি আবু হুরাইরার মাকে হিদায়াত দান করেছেন।'

একথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং আমাকে নসিহত করলেন।

এরপর আমি আরয করলাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি দুআ করুন যেন আল্লাহ আমাকে এবং আমার মাকে সকল মুমিনের প্রিয় বানিয়ে দেন।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! আবু হুরাইরা ও তাঁর মায়ের প্রতি ভালোবাসা সকল মুমিনের অন্তরে সৃষ্টি করে দিন এবং তাঁদের উভয়ের অন্তরেও সকল মুসলমানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিন।'

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ দুআর পর যে মুসলমানই আমাকে দেখেছে অথবা আমার কথা শুনেছে সেই আমাকে ভালোবেসেছে। [সহীহ মুসলিম :২৪৯১]

অমুসলিম পিতা-মাতাকে দান

অমুসলিম পিতা-মাতার জন্য মুসলিম সন্তান খরচ করবে। তাদের প্রয়োজনে নগদ অর্থ প্রদান করবে। তবে তাদের যাকাতের মাল থেকে দেওয়া যাবে না। কারণ তারা মুশরিক। আর মুশরিক যাকাতের মালের হকদার নয়। অমুসলিমকে সাধারণ দান-খয়রাত করা যাবে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর নিকট জনৈক ইহুদী মহিলা ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে ভিক্ষা দেন। [বুখারী:১০৪৯,মুসলিম:৯০৩,মিশকাত:১২৮]

পিতা-মাতা হিসাবেও তাদের যাকাতের মাল দেওয়া যাবে না। যেমনটি মুসলিম পিতা-মাতাকে যাকাতের মাল থেকে দেওয়া যাবে না। কারণ সন্তানের জন্য আবশ্যক হলো পিতা-মাতার যাবতীয় খরচ বহন করা। ইমাম আবুদাউদ ‘অমুসলিমদের উপর সাদাক্বাহ করার বিধান’ অনুচ্ছেদ রচনা করে আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করেন। আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত,

قَدِمَتْ عَلَى أُمِّى رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ , فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أُمِّى قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ : - نَعَمْ فَصِلِي أُمَّكِ

'আমার মাতা, যিনি ইসলামের প্রতি বৈরী ও কুরাইশদের ধর্মের অনুরাগী ছিলেন (কুরাইশদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়) আমার নিকট আগমন করেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা আমার নিকট এসেছেন, কিন্তু তিনি ইসলাম বৈরী মুশরিক। এখন (আত্মীয়তার বন্ধন হেতু) আমি কি তাকে কিছু দান করার মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষা করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার মাতার সাথে সুম্পর্ক বজায় রাখো'। [আবু দাউদ:১৬৬৮]

অমুসলিম পিতা-মাতার কবর যিয়ারত

অমুসলিম পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করা জায়েয। কারণ তারা অমুসলিম হলেও জন্মদাতা পিতা ও মাতা। সেজন্য ইসলামী শরীআত মুশরিক পিতা-মাতার কবর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছে। এতে তাদের উপকার হবে না। কিন্তু যিয়ারতকারীর উপকার হতে পারে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

زَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ : اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْت َ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করতে গেলেন। তিনি কাঁদলেন এবং আশেপাশের সবাইকে কাঁদালেন। তিনি বললেন, আমি আমার প্রভুর নিকট মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো না। তখন আমি তার কবর যিয়ারত করার জন্য অনুমতি চাইলে আমাকে অনুমতি দেয়া হলো। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত করো। কারণ কবর যিয়ারাত মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়'। [মুসলিম:৯৭৬,মিশকাত:১৭৬৩]

অমুসলিম পিতা-মাতাকে দাফন

অমুসলিম পিতা-মাতা মারা গেলে তাদের দাফনের ব্যবস্থা করা সন্তানের অন্যতম দায়িত্ব। তবে মুসলিম সন্তান তার অমুসলিম পিতা-মাতাকে গোসল দিবে না, কাফনের কাপড় পরাবে না, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে না ও জানাযার সালাতের ব্যবস্থা করবে না। [ছহীহাহ হা/১৬১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ قَدْ مَاتَ. قَالَ : اذْهَبْ فَوَارِهِ ثُمَّ لاَ تُحْدِثُ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي. قَالَ فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ قَالَ : اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ لاَ

تُحْدِثُ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي. قَالَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ قَالَ فَدَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا حُمْرَ النَّعَمِ - وَسُودَها

'আবু তালিব মারা গেলে আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট গিয়ে বললাম, আপনার বৃদ্ধ চাচা মারা গেছেন। তিনি বললেন, তুমি গিয়ে তাকে দাফন করে এসো। আর এর মধ্যে কাউকে কিছু বলবে না বা কিছু ঘটাবে না। তিনি বলেন, আমি তাকে দাফন করে তাঁর নিকট আসলে তিনি বললেন, গোসল করে এসো। আর এর মধ্যে কাউকে কিছু বলবে না বা কিছু ঘটাবে না। অতঃপর গোসল করে তাঁর নিকট আসলে তিনি এমন কিছু দো'আ করে দিলেন যা লাল ও কালো উট অপেক্ষা উত্তম ছিল'।

[আহমাদ হা/৮০৭; নাসাঈ হা/১৯০; ছহীহাহ হা/১৬১।]

পিতার আনুগত্য স্বরূপ স্ত্রী কে তালাক দেওয়ার বিধান

পিতা-মাতার অধিকার প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু- এর এক প্রসিদ্ধ হাদিস রয়েছে। অনেক সময় লোকজন হাদীসটি সম্পর্কে ভুল ধারণায় নিপতিত হয়ে যান। কিন্তু আমাদের উচিত হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঠিক ইচ্ছেটা ভালোভাবে বোঝা। ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে এমন কিছু ভেবে নেওয়া বা পদক্ষেপ নেওয়া উচিত হবে না যাতে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নাফরমানি হয়ে যায়। হাদিসটি হলো :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا ، فَقَالَ لِي طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِّقْهَا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد.

আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার এমন একজন স্ত্রী ছিলো যাকে আমি ভালোবাসতাম। অথচ আমার পিতা উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে অপছন্দ করতেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি তাকে তালাক দাও।' আমি তালাক দিতে অস্বীকার করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি অবহিত করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 'তাকে তালাক দাও এবং তোমার পিতার আনুগত্য করো। 'আমি তাকে তালাক দিয়ে দিলাম।' [আবু দাউদ, তিরমিজি]

এ ঘটনা দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমসর রাদিয়াল্লাহু আনহুর। যিনি দ্বীনের সকল বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি জানতেন স্বামী স্ত্রীর সুন্দর সম্পর্ক নফল ইবাদত থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং ইসলাম যেকোনো মূল্যে এর সম্পর্কে স্থায়ী করার তাগিদ দিয়েছে। শুধুমাত্র সে অবস্থাতেই এ পবিত্র সম্পর্ক ছিন্ন করার অনুমতি দিয়েছে যখন তা অব্যাহত থাকায় বৃহত্তর দ্বীনি ও সামাজিক ফেতনা মাথা তুলে দাঁড়ানোর আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। তিনি জানতেন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় শুধু সেই শয়তানই খুশি হয় যে শয়তানের উপর আল্লাহ তাআলা চিরকালীন অভিসম্পাত দিয়েছেন। সেই তিনি পুত্রকে নির্দেশ দিলেন পুত্রবধূকে তালাক দেওয়ার জন্য। একটু চিন্তা করুন, নিশ্চয়ই পুত্রবধূর কোন নাফরমানির কারণে তিনি আদেশ দিয়েছিলেন পুত্রবধূকে তালাক দেওয়ার জন্য।

অন্যদিকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন নেককার যুবক ছিলেন। ইসলামের বিধি বিধান সম্পর্কে তিনিও পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন। অন্তর দিয়ে রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত অনুসরণ করতেন। পিতা-মাতার অধিকার এবং আনুগত্যের গুরুত্ব সম্পর্কেও জানতেন। তিনি পিতা-মাতার নাফরমান হতে পারেন এ ধারণাও কেউ পোষণ করতে পারে না। তাঁকে যখন হযরত উমসর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন তুমি পিতার আনুগত্য অস্বীকার করে পিতার অবাধ্য হয়ে গেছো, বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পেশ করেছো। যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- স্ত্রীদের সাথে ভালো আচরণ করো এবং তাদের সাথে কৃত ওয়াদা জীবন ভর পালন করো। এতে যদি স্বামী হিসেবে তোমাদের কিছু কষ্টও স্বীকার করতে হয়। সেই জায়গা থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলেন, পরে হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতের সাথে ঐক্যমত পোষণ করলেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তালাকের নির্দেশ দিলেন।

এমন বিষয় শুধুমাত্র সেই অবস্থার জন্য প্রযোজ্য হবে যখন পিতা-মাতা কোনো শরীয়তসম্মত ও যুক্তিযুক্ত কারণ নিয়ে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার আদেশ দেবেন। যদি বিষয়টি পরিষ্কার থাকে যে পিতা-মাতার নির্দেশ কোনো ব্যক্তিগত রেষারেষি বা জিদ থেকে নয়, নিশ্চয়ই কোন দ্বীনের কারণে তাহলে তা পালন করা আমাদের জন্য ফরজ হয়ে যাবে।

আরো একটি হাদিসে এ ধারণার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এসে বললো, 'আমার পিতা আমাকে অনেক পীড়াপীড়ি করে বিয়ে দিয়েছেন। এখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আমার সে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য।' আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি তোমাকে একথা বলতে পারবো না যে, তুমি তোমার মাতা-পিতার নাফরমানি করো এবং এ কথাও বলবো না যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও। তবে তুমি চাইলে আমি তোমাকে একটি হাদিস শুনাবো যা আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি। আমি তাকে বলতে শুনেছি, পিতা জান্নাতের শ্রেষ্ঠ দরজা, তুমি যদি চাও তাহলে এ দরজাটা নিজের জন্য সুরক্ষিত করো। আর যদি চাও, তাহলে এটাকে ভেঙ্গে ফেলতে পারো। [আত-তারগিব,ওয়াত-তারহিব,৩খ,পৃ. ৩১৬-৩১৭]

একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে, প্রশ্নকারী এসে পরিষ্কারভাবে বলল যে আমার পিতা আমাকে তালাকে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জবাবে একথা স্পষ্টভাবে বলেননি যে, পিতা যখন আদেশ দিয়েছেন, তখন তালাক দিয়ে দাও। কেননা পিতার আনুগত্য করা ওয়াজিব। তিনি এভাবে বলেছেন, আমি তোমাকে পিতা-মাতার অবাধ্য হতেও বলবো না, আবার তোমাকে এ কথাও বলতে পারি না যে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। এ বিষয়ে যদি অবধারিতভাবে আনুগত্য ওয়াজিব হতো তাহলে হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু

স্পষ্ট ভাবে বলে দিতেন, তালাক দিয়ে দাও এবং পিতা-মাতার আনুগত্য করো। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হিকমত এর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফরমান শুনালেন যাতে করে প্রশ্নকারী বিষয়টি বুঝতে পারে এবং নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আর এও বললেন পিতা-মাতার উপর যেনো জুলুম না হয় সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে। কেননা পিতা-মাতার আনুগত্য জান্নাতের মাধ্যম।

পিতা-মাতার প্রতি উত্তম আচরণ ও সম্মান প্রদর্শন

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: مَا هَذَا مِنْكَ؟ فَقَالَ: أَبِي، فَقَالَ: لَا تُسَمِّهِ بِاسْمِهِ، وَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ، وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ.ُ

হিশাম ইবনু উরওয়াহ রাহিমাহুল্লাহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন-একবার আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু দু'জন লোককে দেখলেন। তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি তোমার কি হন? সে বলল, তিনি আমার পিতা। তিনি বলেন, তাকে নাম ধরে ডেকো না, তার আগে আগে চলো না এবং তার আগে (কোনো স্থানে) বসে পড়ো না।" [আদাবুল মুফরাদ -৪৪]

সাইয়্যিদুনা 'উমার ইবনু যর রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-কে একজন প্রশ্ন করল, আপনার সন্তান আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করে?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি যদি দিনের বেলায় বাড়ির বাইরে যাই, তাহলে সে আমার পেছনে পেছনে থাকে-এভাবে আমাকে সম্মান করে। রাতে সে প্রহরীর মতো আমার আগে আগে হাঁটে। আর আমি বাড়িতে থাকলে সে কখনোই উপর তলায় যায় না-আমাকে অসম্মান করা হবে ভেবে।' [সা'আদাত দারাইন ফি বির আল-ওয়ালাদাইন,পৃ.৭৭,৭৮]

ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁর পিতা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে এতো বেশি সম্মান-শ্রদ্ধা করতেন যে, সম্মানের কারণে পিতার নামটা পর্যন্ত নেননি।

পিতা-মাতার সাথে আমাদের পূর্বসূরিদের আচরণ এমনই ছিল। আর আমরা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই, তবে আমাদেরও উচিত পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা।

পিতা-মাতার দোয়া

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَهُنَّ، لَا شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ.

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তিনটি দুআ অবশ্যই কবুল হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। (১) মাজলুম ব্যক্তি বা নির্যাতিত ব্যক্তির দুআ। (২) মুসাফিরের দুআ। (৩) সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দুআ। [আবু দাউদ:১৫৩৬, তিরমিজি:১৯০৫, আদাবুল মুফরাদ:৩২]

একবার মালিক বিন আশজায়ী রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-এর ছেলে 'আউফ রাযিয়াল্লাহু 'আনহু শত্রুদের হাতে ধরা পড়লেন। খবর শুনে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন সাহাবী আর তাঁর স্ত্রী। মা কান্না শুরু করলেন প্রাণপ্রিয় ছেলের জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন দুঃসংবাদটা পৌঁছল, তখন নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের নিম্নোক্ত দু'আটি বার বার পড়তে বললেন,

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

আল্লাহ ছাড়া কোনো ক্ষমতা নেই, কোনো সামর্থ্য নেই [সহীহ বুখারী:৩৮৮৭]

বাবা-মা কায়মনোবাক্যে সন্তানের জন্য দু'আ করতে লাগলেন। আল্লাহ তাঁদের প্রার্থনা কবুল করে নিলেন। আল্লাহর হুকুমে অলৌকিকভাবে কারাগারের ভেতরেই 'আউফ রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-এর পায়ের বেড়ি ছিঁড়ে যায়। তিনি সুযোগ বুঝে শত্রুদের খপ্পর থেকে পালিয়ে আসেন। কারাগার থেকে বেরিয়েই তিনি একটি উটনী দেখতে পেলেন। সাবধানে উটনীর পিঠে চড়ে

বসলেন তিনি। শত্রুদের উটের পালটি তখন কাছেই চরছিল। আস্তে আস্তে পুরো উটের পালটির সাথে মিশে তিনি মদীনার দিকে রওনা দিলেন। উটের পালটিও চলতে শুরু করল সাথে সাথে।

'আউফ রাযিয়াল্লাহু 'আনহু কারাগারে ভয়াবহ নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছিলেন। সারা দেহে যন্ত্রণা নিয়েও তিনি দ্রুত পথ চলতে লাগলেন। কোথাও সামান্য বিশ্রামও নিলেন না। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে পৌঁছে গেলেন পরিবার-পরিজনের কাছে। বাবা তার কণ্ঠস্বর শুনেই বলে উঠলেন, কাবার রবের কসম! এটা আমার ছেলে আউফ।

মা বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ! আমার ছেলে শত্রুদের থাবা থেকে পালিয়ে এসেছে।

বাবা-মা ও দাসদাসীরা তাঁকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলো। একই সাথে অনেকগুলো উটও বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করলো। সবাই তো আশ্চর্যে হতবাক। আউফ বিন মালিক সব ঘটনা খুলে বললেন। মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। তিনি আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উটের ব্যাপারে তাঁর কাছে সবকিছু বললেন। শুনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

'তোমার নিজের উটকে যেভাবে যত্ন করো, এগুলোকেও সেভাবেই যত্ন করবে।'

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল:

ذَلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا-

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ-

'যে আল্লাহকে ভয় করে, তার জন্য তিনি (বিপদ থেকে) উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন, এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দেন-যা সে কল্পনাও করতে পারে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট [সূরা আতা-তালাক:২-৩]

মায়ের দোয়া সম্পর্কিত জুরাইজের ঘটনা

বানু ইসরাঈলদের মধ্যে একজন ভালো ব্যক্তি ছিলেন। তার নাম ছিলো জুরাইজ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, সম্ভ্রান্ত ও আল্লাহভীরু মানুষ। ধার্মিকতার জন্য চারদিকে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। কোনো সমস্যায় পড়লে লোকেরা তার থেকে উপদেশ নিতো, দু'আ চাইতো।

জুরাইযের মতো এতো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকেও মায়ের সামান্য অবাধ্যতার জন্য শাস্তি পেতে হয়েছে। একবার মা তাকে অভিশাপ দিয়েছিল। পরিণতিতে ভয়ঙ্কর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ অসংখ্য হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে সাইয়্যিদুনা আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত ঘটনাটি নিম্নরূপ:

শৈশবে কেবল তিনজন শিশু কথা বলেছে। প্রথমজন ছিলেন ঈসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম। ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম দেওয়ার পর মারইয়াম আলাইহিস সালামকে লোকেরা অপবাদ দিতে শুরু করে যে, সে অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়েছে। কারণ, তিনি ছিলেন অবিবাহিতা। আল্লাহর ইচ্ছেয় শিশু ঈসা আলাইহিস সালাম তার মায়ের সতিত্বের সাক্ষ্য দেন। তিনি বলেন, ঠিক যেভাবে আদম আলাইহিস সালামকে পিতা-মাতা ছাড়া সৃষ্টি করা হয়েছিলো, তেমনই তিনিও অলৌকিকভাবে পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছেন।

শৈশবে কথা বলা দ্বিতীয় শিশুটি সাক্ষী দিয়েছে জুরাইজের পক্ষে। বর্ণিত আছে, জুরাইজ ইবাদাতের জন্য নির্জনে ঘর নির্মাণ করেন। সেখানেই তিনি সারাক্ষণ আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন। চারপাশের কোনো কিছুর ব্যাপারে তাঁর কোনো খেয়াল ছিল না। দুনিয়াবি বিষয় নিয়ে তিনি ছিলেন অচেতন।

একদিন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তার মা দরজা থেকে ডাক দিলেন। জুরাইজ দ্বিধায় পড়ে গেলেন-এক দিকে তিনি ইবাদাতে রয়েছেন, অন্যদিকে মা ডাকছেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে, এমন অবস্থায় তার কী করা উচিত-সালাত শেষ করা, নাকি

মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়া। তিনি সালাত না ভাঙার সিদ্ধান্ত নিলেন। মা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কোনো উত্তর পেলেন না। ছেলের এই আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে যাওয়ার সময় অভিশাপ দিলে গেলেন: 'হে আল্লাহ, ব্যভিচারী মহিলার মুখ দেখার আগে যেন ওর মরণ না হয়।'

জুরাইজ ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি; কিন্তু তারপরও মায়ের অভিশাপের পর থেকে লোকেরা তাকে নিয়ে সমালোচনা শুরু করে। তারা জুরাইজকে হিংসা করতো। তার মানহানি করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলো তারা। এক খারাপ মহিলা বিষয়টি জানতে পেরে তাদের সাথে দেখা করে জানায়, তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ করে সহজেই সে জুরাইজকে কুকর্মে প্ররোচিত করতে পারবে। সমাজে তার মানহানি ঘটাতে পারবে।

সুন্দরী সে মহিলার কোনো নীতিবোধই ছিলো না। লোকেরা তার কুকীর্তির কথা ভালো করেই জানতো। সে তার সৌন্দর্য নিয়ে খুব গর্ব করতো। সে ভাবতো, তার রূপের জাদু থেকে কিছুতেই কারও মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই।

তারপর একদিন সে জুরাইজের বাড়িতে গিয়ে তাকে কুকর্মে প্ররোচিত করার চেষ্টা করলো; কিন্তু সত্যি জুরাইজ ছিলেন একজন ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। মহিলার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো।

খারাপ মহিলাটা যখন দেখল, জুরাইজ তার প্রতি একটুও আকৃষ্ট হলেন না। সে রেগে গেলো এবং অপমানবোধ করলো। সে বুঝতে পারলো, তিনি এতো বেশি ধার্মিক যে, রাতের অন্ধকারে যখন কেউ তার কুকর্ম দেখবে না, তখনও সে আল্লাহকে ভয় করে। লোকটি সত্যি আল্লাহভীরু।

এরপর মহিলাটা নতুন চক্রান্ত করলো। এক রাখালকে প্রলুব্ধ করে সে তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো। ফলে সে গর্ভবতী হয়ে গেলো। শিশুটির জন্মের পর মহিলা দাবি করলো, এটা জুরাইজের সন্তান।

এই কথা শুনে সবাই চটে গেলো। তখনই গিয়ে জুরাইজের বাড়ি ভাঙতে শুরু করলো। তাকে মারতে থাকলো; কিন্তু জুরাইজ কিছুই বুঝতে পারলেন না।

তিনি বললেন, 'তোমরা আমার সাথে এমন করছ কেনো?'

তারা উত্তর দিলো, 'এক অসচ্চরিত্রা মহিলার সাথে তুমি ব্যভিচার করেছো। আর সেই মহিলা এক অবৈধ বাচ্চার জন্ম দিয়েছে।'

জুরাইজ বললেন, তিনি এমন কোনো কাজই করেননি। এটা জঘন্য মিথ্যা অপবাদ।

অনেক বুঝিয়ে বলার পরও লোকেরা তাকে নিষ্পাপ মানতে রাজি হলো না। তারা তাকে মারতেই থাকলো। তার বাড়ি ভেঙে ফেলছিলো।

এ অবস্থা দেখে জুরাইজ সেই নবজাতকটিকে নিয়ে আসার অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, ওই শিশুই তার হয়ে সাক্ষ্য দেবে। এরপর শিশুটিকে আনা হলো। তিনি লোকদের কাছে সালাত আদায়ের অনুমতি চাইলেন।

এরপর সালাত আদায় করে তিনি শিশুটিকে বললেন, 'হে শিশু, তোমার বাবা কে?'

শিশুটি জবাব দিল, 'অমুক রাখাল আমার বাবা।'

লোকেরা যখন দেখল-এতটুকু শিশু তার নিষ্পাপ হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে, তখন নিজেদের বাড়াবাড়ির কথা ভেবে তারা অনুতপ্ত হলো। জুরাইজকে তারা আগের চেয়ে আরও বেশি শ্রদ্ধা করতে শুরু করলো। তারা ক্ষমা চাইলো।

তারা বললো, 'সোনা দিয়ে আপনার বাড়ি পুনরায় নির্মাণ করে দেবো।'

কিন্তু জুরাইজ জানালেন যে, তার সোনা দরকার নেই। তার দরকার মাটি। তিনি আগের মতোই একটি ঘর নির্মাণ করতে চান। তারা সবাই মিলে আগের মতো একটি ঘর তুলে দিলো। [সহীহ বুখারী,সহীহ মুসলিম, আদাবুল মুফরাদ]

এই ঘটনায় মায়ের দোয়ার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। মায়ের সাধারণ একটা অভিশাপও সন্তানকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে পারে। এখান থেকে আরও বোঝা যায় যে, নফল সালাতের চেয়ে মায়ের অধিকারের গুরুত্ব বেশি। তেমনিভাবে হিজরতের চেয়েও মায়ের হুকুমকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাই আমাদের উচিত যতটা সম্ভব পিতা-মাতার অনুগত থাকা।

পিতা-মাতা ও সন্তানের ভালোবাসা দেখে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র কান্না

উমাইয়্যাহ আল-কিনানী ছিলেন একটি গোত্রের প্রধান। তার ছেলের নাম কিলাব। ছেলেটি ছিলো বাবার খুবই বিশ্বস্ত ও অনুগত। দিনে-রাতে সারাক্ষণই সে বাবার জন্য নিবেদিত থাকতো। এমন সন্তান পেয়ে বাবা ছিলেন খুবই খুশি। তিনি সন্তানকে এতো বেশি ভালোবাসতেন যে, এক মুহূর্তও তাকে চোখের আড়াল হতে দিতেন না। পিতা-পুত্রের মধ্যে এই গভীর ভালোবাসার কথা লোকদের মুখে মুখেও ছড়িয়ে পড়েছিলো।

আমীরুল মু'মিনীন 'উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর শাসনামলে কিলাব বিন উমাইয়্যাহ আল-কিনানী মদীনা মুনাওয়ারায় চলে আসেন। সে সময় ইসলাম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ইসলামী শাসনের কেন্দ্রস্থল মদীনায় এসে লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছিলো। অল্প সময়ের মধ্যেই কিলাব মদীনার জীবনযাত্রার সাথে নিজেকে মানিয়ে নেন। ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের পেছনে তিনি অনেক সময় দিতেন।

সেসময় তিনি জানতে পারেন যে, ইসলামে সর্বোত্তম কাজ হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা। তাই মুজাহিদদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি খলিফা 'উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে গেলেন। তখন খলীফা তাকে ইরাক অভিমুখী মুসলিম বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন।

একথা জানতে পেরে তাঁর বাবা-মা তাদের নয়নের মণিকে আটকানোর জন্য অনেক মিনতি করেন। তাঁরা বললেন যে, এখন তাঁরা বৃদ্ধ। তাই তাঁদের দেখাশোনা করার জন্য ছেলেকে তাঁদের প্রয়োজন; কিন্তু সন্তান জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য বদ্ধপরিকর।

কিন্তু কিলাব তাঁর পিতা-মাতাকে বুঝিয়ে বললেন, আমার প্রিয় মা-বাবা, অধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমি আপনাদের দু'জনকে ছেড়ে যাচ্ছি। অবশেষে বাবা-মা'কে রাজি করিয়ে তাঁদের দু'আ নিয়ে ইরানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান তিনি।

ছেলে চলে যাওয়ার পর থেকেই তাঁর কথা বাবা-মায়ের ভীষণভাবে মনে পড়তো। সন্তানের কথা চিন্তা করে তাঁরা প্রায়ই কাঁদতেন।

অনেকদিন পর এক বিকেলে ছেলের হাতেগড়া খেজুরের বাগানে বসে বৃদ্ধ বাবা-মা কথা বলছিলেন। বৃদ্ধ বাবার চোখ পড়ল একটি কবুতরের দিকে। সুমধুর কণ্ঠে কিচিরমিচির করতে

করতে কবুতরটি এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফলাফি করছিলো। ছানাগুলোর চতুর্দিকে মা কবুতরটির ওড়াউড়ি দেখে বাবার অন্তর ছেলের জন্য ব্যথিত হয়ে উঠলো। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তাঁর দেখাদেখি বৃদ্ধা মাও কান্না শুরু করলেন। সেদিনের সুন্দর সময়টুকু তাঁরা দুজন ছেলের জন্য কেঁদেই পার করে দিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, উমাইয়্যাহ আল-কিনানী সন্তানের জন্য এতো বেশি কেঁদেছিলেন যে, তাঁর চামড়ায় অশ্রুর দাগ পড়ে গিয়েছিল এবং তাঁর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিলো।

উমাইয়্যাহ আল-কিনানী সন্তান বিচ্ছেদের দুঃখ সইতে না পেরে একদিন 'উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর কাছে গিয়ে হাজির হন। তিনি তখন মাসজিদে নববীতে বসে ছিলেন।

উমাইয়্যাহ আল-কিনানী তাঁকে বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র, আল্লাহর কসম, আপনি যদি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে না আনেন, তবে আরাফার ময়দানে আমি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো।

'উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ছিলেন একজন অত্যন্ত বিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। বাবার মুখে এই কথা শোনামাত্র তিনি তার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারলেন। 'উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তখনই ইরাকে লোক পাঠিয়ে কিলাবকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন পর কিলাব উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসে উপস্থিত হন।

উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে প্রশ্ন করেন, কীভাবে তুমি তোমার বাবার সেবাযত্ন করতে যে, তুমি কাছে না থাকায় তিনি এতো শোকার্ত হয়ে পড়েছেন; আমাকে একটু খুলে বলো তো?

কিলাব বললেন, নিজের প্রয়োজন পূরণের আগে আমি বাবার প্রয়োজন পূরণ করতাম। তার জন্য আমি সবকিছু করতে প্রস্তুত থাকতাম। সবচেয়ে দুগ্ধবতী উট থেকে তার জন্য দুধ দোহন করতাম। প্রথমে উটটিকে খাওয়াতাম, তারপর সেটাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার সুযোগ দিতাম। ঠান্ডা করার জন্য এর নিচের অংশ ধুয়ে দুধ দোহন করতাম। তারপর সেই দুধ আমি বাবাকে পান করতে দিতাম।

এরপর উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বাবাকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। বাবা খুব বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো। বয়সের ভারে তিনি নুইয়ে পড়েছিলেন।

উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রশ্ন করলেন, কিলাবের বাবা, আপনি কেমন আছেন?

উমাইয়্যাহ আল-কিনানী উত্তর দিলেন, আমীরুল মু'মিনীন, আপনি আমাকে যেমন দেখতে পাচ্ছেন।

উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রশ্ন করলেন, এই মুহূর্তে আপনার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটি কী?

উমাইয়্যাহ আল-কিনানী বললেন, আজ আমার কিছুই চাওয়ার নেই। কোনো ভালো কিছুই আমাকে খুশি করতে পারবে না। তেমনই কোনো খারাপ কিছুতেও আমি দুঃখিত হবো না।

উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রশ্ন করলেন, ছেলেকে ছাড়া পৃথিবীর আর কিছুই আপনার চাওয়ার নেই?

উমাইয়্যাহ আল-কিনানী বললেন, আমার কলিজার টুকরা, আমার সন্তানকে ছাড়া আমার কোনো চাওয়া নেই। মরার আগে আমি তাকে দেখে যেতে চাই। চুমু দিয়ে একটিবার বুকে জড়িয়ে ধরতে চাই।

সন্তানের প্রতি বাবার এই গভীর ভালোবাসা দেখে উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহু-এর চোখে পানি চলে এলো। তিনি বললেন, চিন্তা করবেন না, আল্লাহ চাইলে আপনার অন্তরের ইচ্ছে পূরণ হবে।

এরপর উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আড়ালে গিয়ে কিলাবকে বললেন দুধ দোহন করতে।
কিলাব একটি উট বেছে নিয়ে দোহন করে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে দুধ নিয়ে এলেন। এরপর উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বৃদ্ধ বাবাকে সেই দুধ দিয়ে বললেন, দয়া করে, দুধ পান করুন!

দুধের পেয়ালাটি হাতে নিয়ে তিনি যখন তা মুখের কাছে নিলেন, দুধের গন্ধ নাকে আসামাত্র তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম, আমীরুল মু'মিমীন, আমি আমার ছেলের হাতের সুবাস পাচ্ছি।

একথা শোনামাত্র উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেকে আটকে রাখতে পারলেন না। তিনি অঝোরে কাঁদতে শুরু করলেন। কিলাবের হাত ধরে তাকে তাঁর বাবার কাছে নিয়ে গেলেন। বললেন, এই আপনার সন্তান। আপনার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁকে নিয়ে এসেছি।

উমাইয়্যাহ আল-কিনানী সন্তানের দিকে ছুটে গেলেন। তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁকে চুমু দিতে লাগলেন। এমন হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য দেখে উপস্থিত সবাই কেঁদে ফেললো।

এরপর উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কিলাবকে বললেন, পুত্র, যতদিন তোমার বাবা-মা জীবিত আছেন তাদের কাছে থাকো। তাদের সেবাযত্ন করার মাধ্যমে জিহাদ করো। তারা মারা গেলে তখন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা কোরো। [উসদুল-গাবা:৪/৪৫৯,৪৬০। মাউসুআহ কিসাস-সালাফ:১৬৬-১৬৮]

পিতার প্রতি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর নম্রতা

সন্তান হিসেবে পিতা-মাতার সাথে সর্বাবস্থায় সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে, তা আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও কিভাবে পিতা-মাতার সাথে শান্ত থেকে কথা বলা যায় তা আমরা সূরা মারইয়াম থেকে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর সাথে তাঁর পিতার কথোপকথন অংশটুকু ভালোভাবে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবো।

إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا-

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন একজন সত্যবাদী নবী - যিনি কথায় ও কাজে কখনো বিপরীত করেননি। তিনি তাঁর মূর্তিপূজক বাবাকেও নম্রভাবে তাওহীদের প্রতি আহবান করেছিলেন এবং মূর্তি পূজা করার কারণে তিনি তাঁর পিতার সাথে কখনো কর্কশ ভাষায় কথা বলেননি; পরম নম্র ভাষায় বললেন -

يَابَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا-

‘হে আমার পিতা! আপনি কেনো এমন কিছুর ‘ইবাদত করেন, যে কোনো কিছু শোনে না, দেখে না এবং কোনো উপকারও করতে পারে না?

يابَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا-

হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি। অতএব, আপনি আমার অনুসরণ করুন। আমি আপনাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবো।

يَابَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَنَ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا-

হে আমার পিতা, শাইতানের ইবাদত করবেন না। শাইতান দয়াময় আল্লাহ তাআলার অবাধ্য ; তাই তার আনুগত্য করে কেউ মুক্তি পাবে না।

يَابَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا-

হে আমার পিতা, আমি আশঙ্কা করছি যে, আপনি যদি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তাহলে আল্লাহ তাআলার শাস্তি আপনাকে স্পর্শ করবে, তাহলে আপনি শাইতানের বন্ধু হয়ে যাবেন। অতএব, আপনি সতর্ক হোন।

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ الهَتِي يَابْرَاهِيمُ لَىِٕنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا-

ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের এ দাওয়াতে পিতা উত্তর দিলেন, হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার মাবুদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো? যদি তুমি তোমার এরূপ কাজ থেকে নিবৃত্ত না হও তাহলে আমি অবশ্যই পাথর মেরে তোমাকে শেষ করে দেবো। অতএব, তুমি আমার সম্মুখ হতে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যাও।

قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, আপনার প্রতি সালাম, আমি আমার রবের নিকট আপনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবো, তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। [সূরা মারইয়াম :৪১-৪৭]

পৃথিবীতে এর চেয়ে কষ্টদায়ক আর কি হতে পারে যেখানে সন্তান পিতাকে কল্যাণ ও মুক্তির দিকে ডাকছে, অথচ পিতা সন্তানকে হত্যার হুমকি দিচ্ছেন। এরূপ পরিস্থিতিতেও কিন্তু ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পিতার প্রতি বিন্দুমাত্র রাগান্বিত হননি, এমন কি আল্লাহ তাআলার নিকট পিতার জন্য কোন শাস্তিও কামনা করেননি। বরং তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন বলে বিদায় নিলেন।

যে পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয় তার ওপর আল্লাহ তাআলার অভিশাপ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ : هَلْ خَصَّكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً؟ قَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ، إِلَّا مَا فِي قِرَابِ سَيْفِي ، ثُمَّ أَخْرَجَ صَحِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا.«

আবু তুফাইল রাহিমাহুল্লাহু বলেন-আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কোনো বিশেষ ব্যাপার আপনাকে বলেছেন, যা তিনি সর্বসাধারণকে বলেননি? জবাবে তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কাউকে বলেননি, এমন কোনো বিশেষ কথা একান্তভাবে আমাকে বলেননি। অবশ্য আমার তরবারির খাপের মধ্যে যা আছে ততটুকুই। অতঃপর তিনি একটি সাহিফা বের করলেন। সেখানে লিখা ছিলো-

১. যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য (গাইরুল্লাহ) কারো নামে পশু জবাই করে, তার প্রতি আল্লাহর লানত বা অভিশাপ।

২. যে ব্যক্তি জমির সীমানা চিহ্ন চুরি করে, তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ।

৩. যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করে, তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ।

৪. যে ব্যক্তি বিদআতিকে আশ্রয় দেয়, তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। [সহীহ মুসলিম:১৯৭৮, আদাবুল মুফরাদ:১৭]

পিতা-মাতাকে অস্বীকার করা

পৃথিবীতে মানুষের আসার একমাত্র মাধ্যম পিতা-মাতা। অনেকে ভালো চাকুরী করার সুবাদে বা অন্য কোনো কারণে বাবা-মায়ের পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে। কেউবা বাবা-মাকে অস্বীকার করে বসে। এগুলো ইসলামী শরীআতে হারাম ও কবীরা গুনাহ। বরং কেউ বাবা-মাকে অস্বীকার করলে তার স্থান হবে জাহান্নামে। যেমন হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً لَرَجُلٌ هَاجَى رَجُلاً فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا وَرَجُلٌ انْتَفَى مِنْ أَبِيْهِ وَزَنَّى أُمَّه- ً

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে যে কোন ব্যক্তির নিন্দা করলো। অতঃপর সে (জওয়াবে) পুরো বংশের নিন্দা জ্ঞাপন করলো এবং ঐ ব্যক্তি যে তার পিতৃ পরিচয় অস্বীকার করলো। (অর্থাৎ পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো) এবং তার মাকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলো'। [ইবনু মাজাহ হা/৩৭৬১; ইবনু হিব্বান হা/৫৭৮৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮৭৪;ছহীহাহ হা/১৪৮৭।]

অন্য হাদীসে এসেছে,

عَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَام- ٌ

সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবী করে অথচ সে জানে যে সে তার পিতা নয়, জান্নাত তার জন্য হারাম'। [বুখারী হা/৬৭৬৬; মুসলিম হা/৬৩; মিশকাত হা/৩৩১৪।]

অন্যত্র এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ-

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তোমরা তোমাদের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না (অর্থাৎ তাকে অস্বীকার করো না)। কারণ যে লোক নিজের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (অর্থাৎ পিতাকে অস্বীকার করা) তা কুফরী'। [বুখারী হা/৬৭৬৮; মুসলিম হা/৬২; মিশকাত হা/৩৩১৫।]

হাদীসে আরো আছে,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضى الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ ، وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ-

আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছেন, 'কোন লোক যদি নিজ পিতা সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও অন্য কাউকে তার পিতা বলে দাবী করে তবে সে আল্লাহকে অস্বীকার করল। আর যে ব্যক্তি নিজেকে এমন বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে দাবী করল যে বংশের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিলো'। [বুখারী হা/৩৫০৮; মুসলিম হা/৬১; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৩৩।]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য ব্যক্তিকে পিতা বলে পরিচয় দেয়, সে জান্নাতের সুবাসটুকুও পাবে না। অথচ সত্তর বছরের দূরত্ব থেকে জান্নাতের সুবাস পাওয়া যাবে'। [আহমাদ হা/৬৫৯২; ছহীহুল জামে' হা/৫৯৮৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯৮৮।]

এসকল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতাকে অস্বীকার করা কবীরা গুনাহ, যার কারণে জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। এজন্য পিতা-মাতা যে মর্যাদার অধিকারী হন, যে কর্ম বা যে পেশার হোন তাদেরকে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করতে হবে এবং তাদের পরিচয় প্রদানে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হওয়া যাবে না।

দুধ মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعِرَانَةِ ، أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ حَتَّى دَنَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ، فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: مَنْ هِيَ؟ قَالُوا : هِيَ أُمُّهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ.

আবু তুফায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি দেখলাম, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিয়রানা নামক স্থানে গোশত বণ্টন করছিলেন। এমন সময় একজন মহিলা এসে সরাসরি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে চলে গেলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখে তাঁর জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। অতঃপর ভদ্র মহিলাটি তার ওপর আসন গ্রহণ করলেন।

(বর্ণনাকারী বলেন) আমি লোকদের কাছে জানতে চাইলাম, 'ইনি কে?' তারা বললেন, 'ইনি হচ্ছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ মা হালিমা সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি তাঁকে দুধ পান করিয়েছিলেন। [আবু দাউদ: ৪খ,পৃ.৩৩৫]

শুধু মাত্র দুধ পান করালে কোন মহিলা আপন মা হতে পারে না। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি আপন মায়ের মতো মর্যাদা লাভ করেন। বিয়ে এবং পর্দার বিষয়ে ইসলাম আপন মায়ের জন্য যে মর্যাদা নির্ধারণ করেছে দুধ মায়ের জন্য ও একই মর্যাদা নির্ধারণ করেছে। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘটনা তেও এটা স্পষ্ট। দুধ মায়ের সাথে আপন মায়ের মতোই আচরণ করতে হবে। তারও খেদমত করতে হবে এবং সব ধরনের সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

পিতা মাতাকে গালি না দেওয়া

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتِمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ»، فَقَالُوا: كَيْفَ يَشْتِمُ ؟ قَالَ: «يَشْتِمُ الرَّجُلَ، فَيَشْتُمُ أَبَاهُ وَأُمَّه.»

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন-নবী কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কবিরা গুনাহসমূহের একটি হলো নিজ পিতা- মাতাকে গালি দেয়া। সাহাবিগণ বলেন, কেউ কি নিজ পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে! তিনি বলেন-সে অন্যের পিতা-মাতাকে গালি দিবে, প্রতিশোধস্বরূপ ঐ ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে গালি দিবে। [সহীহ মুসলিম:১৪৬,সুনানু তিরমিজি:১৯০২, আদাবুল মুফরাদ:২৭]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ يَزْعُمُ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ عِيَاضٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: مِنَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَسْتَسِبَ الرَّجُلُ لِوَالِدِه.

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন-কোনো ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে গালি শুনানো আল্লাহ তাআলার নিকট কবিরা গুনাহ থেকে একটি। [আদাবুল মুফরাদ:২৮]

আলোচা হাদিস থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, আমাদের সর্বাবস্থায় পিতা-মাতার সম্মানের প্রতি অবশ্যই অবশ্যই নজর দিতে হবে। পিতা-মাতা যাতে কোন ধরনের কষ্ট না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শুধুমাত্র নিজের পিতা-মাতা না, অন্যের পিতা-মাতার প্রতি ও আমাদের এমন কথা বলতে হবে বা ধারণা রাখতে হবে যেমন আমরা আমাদের পিতা-মাতার সাথে করে থাকি। অন্যের পিতা-মাতার সম্পর্কে এমন কোন কথা বলা যাবে না যাতে সেই ব্যক্তি উল্টো আমাদের পিতা-মাতাকে গালি দিয়ে বসে।

পিতা-মাতার সাথে নরম সুরে কথা বলা

পিতা-মাতার মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীতে আগমন করে। এক সময় তারাও বার্ধক্যে উপনীত হন। তখন তাঁদের মন-মানসিকতা শিশুদের মতো হয়ে যায়। শিশুরা যেমন উচ্চবাক্য শুনলে কষ্ট পেয়ে কান্নাকাটি করে, তেমনি পিতা-মাতারও এমন অবস্থা হয়। সেজন্য তাঁদের সামনে উচ্চস্বরে কথা বলতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ مِخْرَاقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي طَيْسَلَةُ بْنُ مَيَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّجَدَاتِ، فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لَا أَرَاهَا إِلَّا مِنَ الْكَبَائِرِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَيْسَتْ هَذِهِ مِنَ الْكَبَائِرِ، هُنَّ تِسْعٌ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ نَسَمَةٍ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَإِلْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالَّذِي يَسْتَسْخِرُ، وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ. قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَتَفْرَقُ النَّارَ، وَتُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ: إِي وَاللَّهِ، قَالَ: أَحَيٌّ وَالِدُكَ؟ قُلْتُ: عِنْدِي أُمِّي، قَالَ: فَوَاللَّهِ لَوْ أَلَنْتَ لَهَا الْكَلَامَ، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ.

তায়সাল ইবনু মাইয়াস রাহিমাহুল্লাহু বলেন-আমি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলাম। আমি কিছু পাপকাজ করে বসি, যা আমার মতে কবিরা গুনাহের মধ্যে পড়ে। আমি ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কাছে উল্লেখ করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন- সেগুলো কি? আমি বললাম, এই এই বিষয়। তিনি বলেন, এগুলো কবিরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত নয়।

কবিরা গুনাহ নয়টি-(১) আল্লাহর সাথে শরিক করা। (২) বিনা কারণে মানুষ হত্যা করা। (৩) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা (৪) সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে যিনার মিথ্যা অপবাদ রটানো। (৫) সুদ খাওয়া। (৬) ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা। (৭) মসজিদে ধর্মবিরোধী কাজ করা। (৮) ধর্ম নিয়ে উপহাস করা। (৯) সন্তানের অসদাচরণ, যা পিতা-মাতার কান্নার কারণ হয়। ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আমাকে বললেন-তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি চাই। তিনি বলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আমার মা জীবিত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! তুমি তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বললে এবং তার ভরণপোষণ করলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদি কবিরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকো। [আদাবুল মুফরাদ:৮]

অমুসলিম পিতা-মাতার জন্য কেউ যেনো ক্ষমা প্রার্থনা না করে

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُنٍّ} [الإسراء: ٢٣] إِلَى قَوْلِهِ: {كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} [الإسراء: ٢٤] ، فَنَسَخَتْهَا الْآيَةُ فِي بَرَاءَةَ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجحيم} [التوبة[١١٣ :

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত-মহান আল্লাহর বাণী:

“তোমার জীবদ্দশায় তাঁদের কোনো একজন অথবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হলে তুমি তাদের প্রতি উফ শব্দটিও বলো না। যেমন তাঁরা তোমাকে শৈশবে লালন- পালন করেছে।” [আল ইসরা : ২৩, ২৪] উক্ত আয়াত "মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ঈমানদারদের জন্য উচিত নয়, যদিও তারা তাদের নিকটাত্মীয় হয়, এ কথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা দোযখবাসী।” [সুরা তাওবা: **১১৩**] এই আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। [আদাবুল মুফরাদ:২৩]

পিতা-মাতার জন্য নবী-রাসূলগণের দোআ

সকল নবী-রাসূল তাঁদের
পিতা-মাতার জন্য প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁদের দোআর কিছু নমুনা কুরআনে উপস্থাপন করেছেন। পিতা-মাতার জন্য কিছু দোআ-

সুলায়মান (আঃ)-এর দোআ :

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

অর্থ: 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নেয়ামত তুমি দান করেছো তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি দান করো। আর আমি যাতে তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো' [নামল: ১৬/১৯]।

নূহ (আঃ)-এর দো'আ :

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

'হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে বিশ্বাসী হয়ে প্রবেশ করবে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন' [নূহ: ৭১/২৮]।

ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আ :

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

'হে আমাদের প্রভু! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা করো যেদিন হিসাব দণ্ডায়মান হবে' (ইবরাহীম ১৪/৪০-৪১)।

সৎ বান্দাদের পিতা-মাতার জন্য দোআ:

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ : 'হে আমার প্রভু! আমাকে শক্তি দাও যাতে আমি তোমার নেয়ামতের শোকর আদায় করি। যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করি। আমার পিতা-মাতাকে সৎকর্মপরায়ণ করো, আর সন্তানদেরকেও সৎকর্মপরায়ণ করো। আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম। আমি তোমার একান্ত একজন আজ্ঞাবহ' [আহক্বাফ ৪৬/১৫]।

উপরোক্ত সকল দোআ নিজের জন্য, পিতা-মাতা ও আত্মীয়- স্বজনের জন্য করা যাবে।

পিতা-মাতার সেবা করার কতিপয় উদাহরণ

হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়া আলাইহিস সালাম -এর উদাহরণ:

ইয়াহইয়া (আঃ) পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করতেন। প্রত্যেক নবী- রাসূলই পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করেছেন। তাদের মধ্যে যারা এই সৎ কাজের জন্য বিখ্যাত আল্লাহ কেবল তাদেরই নাম উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইয়াহ্য়া (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলেন, وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا আর তিনি (ইয়াহ্ইয়া) ছিলেন তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণকারী এবং তিনি উদ্ধত ও অবাধ্য ছিলেন না' [মারিয়াম ১৯/১৪]।

অর্থাৎ তিনি পিতা-মাতার অবাধ্যতা করতেন না এবং কাউকে হত্যার মাধ্যমে তাঁর রবেরও অবাধ্যতা করেননি (তাফসীরে দুরুল মানছুর ৫/৪৮৭)। পবিত্রতা অবলম্বন, তাক্বওয়ার নীতি অবলম্বন ও পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের কারণে আল্লাহ তাআলা তিন সময়ে তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষণ করেন। তার জন্মের সময়, মৃত্যুর সময় ও পুনরুত্থানের সময়।" [তাফসীর ইবনে কাছীর]

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম -এর উদাহরণ:

ঈসা (আঃ) মায়ের সেবা করতেন। তিনি শিশুকালেই সবার সামনে বলেছিলেন, আল্লাহ আমাকে মায়ের সাথে সদাচরণ করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি এর পরেই বলছেন, আল্লাহ আমাকে অহংকারী ও হতভাগ্য করেননি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যার মধ্যে অহংকার রয়েছে, সে পিতা-মাতার সেবা করতে পারবে না। এজন্য আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার খেদমতকারী হিসাবে ঈসা (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করার পর তার অহংকারী না হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، وَبَراً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جباراً شَقِيًّا - তিনি আমাকে (ঈসা আঃ কে) নির্দেশ দিয়েছেন যতোদিন জীবিত থাকি ততোদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে, (এবং নির্দেশ দিয়েছেন) আমার মায়ের প্রতি অনুগত থাকতে। আর তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি' [মারিয়াম ১৯/৩২]।

'আমার মায়ের প্রতি অনুগত থাকতে' কথার মধ্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈসা বিনা বাপে সৃষ্ট হয়েছিলেন। কুরআনে সর্বত্র 'ঈসা ইবনে মারিয়াম' বলা হয়েছে তার মায়ের দিকে সম্বন্ধ করে। যা অন্য কোন নবীর শানে বলা হয়নি।

হযরত উসমান বিন আফফান রাদিআল্লাহু আনহু এর উদাহরণ:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামাতা ও ইসলামের তৃতীয় খলীফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন মায়ের প্রতি সীমাহীন সেবাপরায়ণ। যেমন হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ : رَجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَا أَبَرَّ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بِأُمِّهِمَا، فَيُقَالُ لَهَا : مَنْ هُمَا؟ فَتَقُوْلُ
:عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَحَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَأَمَّا عُثْمَانُ فَإِنَّهُ قَالَ : مَا قَدَرْتُ أَنْ أَتَأَمَّلَ أَمِّي مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَأَمَّا حَارِثَةُ فَإِنَّهُ كَانَ يُفَلِّي رأسَ أُمِّهِ وَيُطْعِمُهَا بِيَدِهِ، وَلَمْ يَسْتَفْهِمْهَا كَلَامًا قَطُّ تَأْمُرُ بِهِ حَتَّى يَسْأَلَ مَنْ عِنْدِهَا بَعْدَ أَنْ تَخْرُجَ : مَا قَالَتْ أُمِّي- ؟

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দু'জন সাহাবী ছিলেন যারা এই উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক মাতার প্রতি সদাচারী ছিলেন। তাকে বলা হল, তাঁরা কারা? তিনি বললেন, উসমান বিন আফ্ফান রাদিআল্লাহু আনহু ও হারেসাহ বিন নু'মান রাদিয়াল্লাহু আনহু । উসমান যিনি বলেছেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর আমার মাকে কখনো চিন্তিত করিনি। আর হারেসা, তিনি মায়ের চুল আঁচড়িয়ে দিতেন, নিজ হাতে তাকে খাওয়াতেন এবং তাকে আদেশকৃত কোন কথা বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করতেন না। বরং তাঁর মা তাঁর নিকট থেকে বের হলে মায়ের সাথে থাকা লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, আমার মা কি বললেন? [মাকারিমুল আখলাক, ইবনুল জাওযী, আল-বিররু ওয়াস সিলাহ]

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু এর উদাহরণ:

সাহাবী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন মায়ের সেবাপরায়ণ। তিনি প্রায়ই মায়ের কাছে গিয়ে দেখা করতেন এবং তাঁর জন্য দো'আ করতেন। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِي ابْنَةِ أَبِي طَالِب قَالَ: كُنتُ أَرْكَبُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه إِلَى أَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فَإِذَا دَخَلَ أَرْضَهُ صَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ يَا أَمَّتَاهُ، تَقُولُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، يَقُولُ: رَحِمَكِ الله رَبَّيْتِنِي صَغِيرًا، فَتَقُولُ: يَا بُنَيَّ، وَأَنْتَ فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَرَضِي عَنْكَ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا-

আবু তালিব কন্যা উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর মুক্তদাস আবু মুররা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আক্বীকু নামক স্থানে অবস্থিত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খামার বাড়ীতে তাঁর সাথে একই বাহনে আরোহণ করে গমন করেছিলাম। তিনি তাঁর বাড়িতে পৌঁছে উচ্চস্বরে বলেন, 'ওহে জননী! আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত নাযিল হোক। তাঁর মা বলেন, তোমার প্রতিও শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত নাযিল হোক। আবার আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ছোটকালে আপনি আমাকে যেভাবে রহমতের সাথে লালন-পালন করেছিলেন, আল্লাহ আপনাকে সেভাবে লালন-পালন করুক। তাঁর মা বললেন, হে বৎস! আল্লাহ তোমাকেও উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। যেভাবে তুমি বৃদ্ধকালে আমার সাথে সদাচরণ করছ'। [আদাবুল মুফরাদ:১৪]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিদিন তাঁর মাতার কাছে প্রবেশের সময় উক্ত দোআ পাঠ করতেন এবং তাঁর মা-ও জওয়াবে দোআ করে দিতেন'। [আল-জামে ফিল হাদিস:১৫২]

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে,

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّى لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ. قَالَ وَبَلَغْنَا أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا-

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ক্রীতদাস সৎ গোলামের জন্যে দু'টি পুরস্কার রয়েছে।’ সেই মহান আল্লাহর শপথ, যার হাতে আবু হুরায়রার জীবন! যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করা, হজ্জ করা এবং আমার মায়ের সেবা করার দায়িত্ব আমার উপরে না থাকত, তাহলে গোলাম অবস্থায় মৃত্যু বরণকেই আমি অধিক পছন্দ করতাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হজ্জে গমন করেননি তাঁর মায়ের মৃত্যুর আগে। কেননা তিনি সর্বদা তাঁর সাহচর্যে থেকে সেবা করতেন'। [মুসলিম হা/১৬৬৫: শু'আবুল ঈমান হা/৮৬০২]।

উল্লেখ্য যে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু মায়ের সেবা করার কারণে যে হজ্জ থেকে বিরত ছিলেন তা ছিল নফল হজ্জ। কারণ নফল হজ্জ করা অপেক্ষা মায়ের খেদমত করা বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও ফরয। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণ করেছিলেন'। [ইমাম নববী, মুসলিম]

উসামা বিন যায়েদের উদাহরণ:

তাঁর মায়ের নাম উম্মে আয়মান। তিনি বারাকাহ নামে পরিচিত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামাকে খুবই ভালবাসতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁর বয়স ছিলো বিশ বছর।

মুহাম্মাদ ইবনু সীরিন বলেন, মদীনায় খেজুর বৃক্ষের মূল্য হাজার দিরহামে পৌঁছে যায়। উসামা বিন যায়েদ একটি খেজুর গাছ কর্তনের ইচ্ছা করলেন এবং তার ডগায় মাথি থাকার কারণে গাছটি কেটে ফেললেন। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমার মা তা খাওয়ার কামনা করেছিলেন। আর পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আমার মা কামনা করার পর আমার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা করবো না'। [ইবনু আবিদ্দুনিয়া,মাকারিমুল আকলাক্ব:২২৫]

সাহাবী হারেসা বিন নু'মানের উদাহরণ:

তিনি মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জান্নাতে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনেছেন। তিনি তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الْجَنَّةِ فَسَمِعْتُ صَوْتَ فَارِي يَقْرَأُ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا : هَذَا حَارِثَةً مِّنْ النَّعْمَانِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: كَذَاكَ الْبِرُّ كَذَاكَ الْبِرُّ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الْجَنَّةِ فَسَمِعْتُ صَوْتَ فَارِي يَقْرَأُ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا : هَذَا حَارِثَةً مِّنْ النَّعْمَانِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: كَذَاكَ الْبِرُّ كَذَاكَ الْبِرُّ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ

আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি ঘুমালাম। তারপর স্বপ্নে আমাকে জান্নাত দেখানো হলো। এরপর একজন ক্বারীর তিলাওয়াত শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এটা কে? তারা বললেন, ইনি হারেসাহ বিন নু'মান। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটিই সদাচরণের পুরস্কার, এটিই

সদাচরণের পুরস্কার। আর তিনি মাতার সাথে সর্বাধিক সদাচরণকারী ছিলেন'। [আহমাদ, ইবনে হিব্বান, মিশকাত]
মুহাম্মাদ ইবনু সীরিন (রহঃ)-এর উদাহরণ:

মুহাম্মাদ ইবনু সীরিন (৩৩-১১০ হি.) যখন মায়ের নিকট থাকতেন তখন কণ্ঠস্বর নীচু করতেন এবং ধীরে ধীরে কথা বলতেন'। [ইবনু আবিদ দুনিয়া, মাকারিমুল আখলাক]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হিশাম বিন হাসান বলেন, ইবনু সীরিনকে তার মায়ের সাথে কখনো নম্র ভাষা ছাড়া কথা বলতে দেখেনি'। [হিলইয়াতুল আওলিয়া]

[মুহাম্মাদ ইবনু সীরিন আবুবকর আনছারী বাছরী। তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু -র খেলাফতের শেষের দিকে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খাদেম আনাস বিন মালেকের মুক্তদাস। তিনি আবু হুরায়রা, ইবনু উমর, ইবনু আব্বাস, আনাস, ইমরান বিন হুসায়েন সহ অসংখ্য সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন এবং তার থেকে অসংখ্য তাবেঈ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ১১০ হিজরীতে হাসান বছরীর মৃত্যুর একশ দিন পর ৭৮ বছর বয়সে বসরায় মৃত্যু বরণ করেন (ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৯/২৭৪: যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৬০৬)।]

ইবনুল হানাফিয়্যার উদাহরণ:

সুফিয়ান ছাওরী বলেন,

، كَانَ ابْنُ الْحَنِيفَةَ يَغْسِلُ رَأْسَ أُمِّهِ بِالْخِطْبِي ،وَيَمْشُطُهَا، وَيُقَبِّلُهَا

ইবনুল হানাফিয়্যা খিতমী ঘাস দ্বারা মায়ের মাথা ধুয়ে দিতেন, চিরুনি করে দিতেন এবং তাকে চুমু দিতেন'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মাথায় খিযাব লাগিয়ে দিতেন'। [মাকারিমুল আখলাক]

[মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহঃ)। তিনি আলী বিন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর অন্যতম সন্তান ছিলেন। তিনি আবুল কাসেম এবং আবু আব্দুল্লাহ উভয় উপনামে পরিচিত। ইবনুল হানাফিয়্যাহ নামে তিনি ততোধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফতকালে জন্যগ্রহণ করেন। তার মাতা খাওলা বিনতু জাফর ছিলেন বানু হানীফ গোত্রের একজন মহিলা। পরিণত বয়সে তিনি আমীর মুআবিয়া এবং আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ানের

দরবারে গিয়েছিলেন। উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন তিনি মারওয়ানকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন এবং তার বুকের উপর চড়ে বসেছিলেন। তিনি তাকে হত্যা করতেও চেয়েছিলেন।কিন্তু মারওয়ান কাকুতি-মিনতি এবং আল্লাহর দোহাই দিয়ে প্রাণ ভিক্ষা চায়। পরে তিনি তাকে ছেড়ে দেন। খলীফা আবদুল মালিকের রাজত্বকালে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গেলে আব্দুল মালেক এই ঘটনার উল্লেখ করেন। মুহাম্মদ ইবনু আলী ঘটনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন (ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৯/৩৮: যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন দুবালা ৪/১১০)।]

যাবইয়ান বিন আলীর উদাহরণ:

যাবইয়ান ইবনু আলী আছ-ছাওরী ছিলেন মায়ের পরম বাধ্যগত। তাঁর ব্যাপারে ইতিহাসে বলা হয়েছে,

وَكَانَ مِنْ أَبَرُ النَّاسِ بِأُمِّهِ، وَكَانَ يُسَافِرُ بِهَا إِلَى مَكَّةَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ حَارٌ حَفَرَ بِرًا، ثُمَّ جَاءَ يَنطِع فَصَبَّ فِيهِ الْمَاء، ثُمَّ يَقُولُ لَهَا ادْخُلِي تَبَرَّدِي فِي هَذَا الْمَاءِ

'তিনি মায়ের প্রতি সর্বাধিক সদাচারী ছিলেন। একবার তিনি মাকে নিয়ে মক্কায় গমন করেন। একদা প্রচণ্ড গরম পড়লে তিনি গর্ত খনন করে এক বালতি পানি নিয়ে আসলেন। অতঃপর তাতে পানি ঢাললেন এবং তাঁর মাকে বললেন, এখানে প্রবেশ করে এই পানিতে নিজেকে ঠাণ্ডা করুন'।
[ইবনুল জাওযী, আল-বিরু ওয়াছ ছিলাহ হা/৯৬, ১/৮৮। ইবনু আবিদ দুনিয়া, মাকারিমুল আখলাকু হা/২২১।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর উদাহরণ:

আবু হানীফা (রহঃ) তাঁর মাতার সাথে সদাচরণ করতেন। তিনি তাঁর যাবতীয় অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখতেন। তাঁর নিকট উজ্জ্বল চেহারায় প্রবেশ করতেন। তাঁর কথার বিরোধিতা করতেন না। আব্দুল জাব্বার হাযরামী বলেন, যুর'আ নামে একজন বক্তা আমাদের মসজিদে থাকতেন। আবু হানীফার মা একটি ফৎওয়া জানতে চাইলেন। আবু হানীফা (রহঃ) ফৎওয়া দিলে তিনি গ্রহণ না করে বললেন, যুর'আ যে ফৎওয়া দিবেন তাই আমি গ্রহণ করবো। আবু হানীফা তাকে নিয়ে যুর'আর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন,

'ইনি আমার মা। এই এই বিষয়ে আপনার নিকট ফৎওয়া জানতে চান। তিনি বললেন, আপনিতো আমার থেকে বড় জ্ঞানী ও ফক্বীহ। আপনিই ফৎওয়া দিন। আবু হানীফা (রহঃ)

বললেন, আমি এই এই ফৎওয়া দিয়েছি। তখন যুর'আ সেই ফৎওয়াই দিলেন যা ইমাম আবু হানীফা দিয়েছেন। এতে তার মা খুশি হয়ে ফিরে গেলেন'। [তারীখু বাগদাদ ১৩/৩৬৩: গাযী তাকীউদ্দীন বিন আব্দুল কাদের তামীমী,, আত- ত্বাবাকাতুস সুন্নিয়া ১/৩৬।]

আলী বিন হুসাইনের উদাহরণ:

আলী বিন হুসাইন ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-র নাতি। তিনি অধিক ইবাদতগুযার ছিলেন বলে তাকে 'যায়নুল আবেদীন' বা ইবাদতকারীদের শোভা বলা হয়ে থাকে। তিনি ভ্রান্ত শীআদের রাফেযী নাম দেন।

যায়নুল আবেদীন হুসাইন বিন আলী তাঁর মায়ের সাথে খেতেন না। অথচ তিনি লোকদের মধ্যে মাতা-পিতার প্রতি সর্বাধিক সদাচারী ছিলেন। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি তাঁর সাথে খাবো আর তার দৃষ্টি খাদ্যের কোন কিছুর দিকে যাবে। আর আমি না জেনেই তা খেয়ে নিবো। হতে পারে এতে আমি তাঁর অবাধ্য হয়ে যাবো'। [ইবনুল জাওযী, আল-বিরু ওয়াছ ছিলাহ হা/৯০, ১/৮৬; ছালাহুল উম্মাহ ফী উলুব্বিল হিম্মাহ ৫/৬৫৩।]

হায়াত বিন শুরাইহ্-এর উদাহরণ:

হায়াত বিন শুরাইহ একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি তাঁর কর্মের জন্য বিশেষ করে মাতৃসেবার জন্য বিখ্যাত। তিনি মিসরের অধিবাসী ছিলেন। ২২৪ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়'।" হায়াত বিন শুরাইহ একদিন মজলিসে তার ছাত্রদের পাঠদান করছিলেন। আর তাঁর নিকট বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য লোকেরা ভিড় করত। তার মা এসে বললেন, হে হায়াত! দাঁড়াও এবং মুরগীকে খাবার দাও। তিনি পাঠদান ছেড়ে মায়ের আদেশ পালন করলেন'। [ত্বারত্বসী, বিরুল ওয়ালিদায়ন ৭৯ পৃঃঃ ছালাহুল উম্মাহ ৫/৬৫৩।]

জ্বালক বিন হাবীবের উদাহরণ:

তিনি ইরাকের বসরার অধিবাসী ছিলেন। বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী তাবেঈ ও মাতা- পিতার সাথে সদাচরণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি পরহেযগার ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিলো সুমধুর'। [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৬০১।]

তিনি ইবাদতগুযার ও আলেমদের অন্যতম ছিলেন। তিনি তাঁর মায়ের মাথায় চুমু দিতেন। তিনি এমন বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে হাঁটতেন না যার নীচে তাঁর মা অবস্থান করতেন। এটি তাঁর মায়ের সম্মানের জন্য করতেন'। [ত্বারতুসী, বিরুল ওয়ালিদায়ন পৃঃ ৭৯: ছালাহুল উম্মাহ ৫/৬৫৩। মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম, উকুকুল ওয়ালিদায়ন ১/৬২। ত্বাবাকাতুল কুবরা ৭/২২৮।]

ইয়াস বিন মুআবিয়ার উদারহণ:

ইয়াস বিন মুআবিয়া বসরার কাজী ছিলেন। তিন একাধারে মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ ও উপমাবিদ ছিলেন। এই তাবেঈ মায়ের খেদমত করার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ১২২ হিজরীতে তিনি মারা যান'।" [আল-বিদায়াহ ওয়াল নিহায়াহ ৩/৩৩৪: ইবনু হিব্বান, আছ-ছিক্বাত ৪/৩৫।]

হুমাইদ বলেন,ইয়াস বিন মুআবিয়া-র মা মারা গেলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন, 'আমার জন্য জান্নাতের দুটি দরজা উন্মুক্ত ছিল, যার একটি বন্ধ হয়ে গেলো'। [আল-বিরু হা/৬০। আল-বিদায়াহ ৯/৩৩৮। ইবনু আসাকির ১০/৩৩: তাহযীবুল কামাল ৩/৪৩৬।]

পিতা-মাতার সাথে সদাচরণকারীদের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন,

أُولَئِكَ الَّذِينَ تَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

'এরাই তো তারা যাদের উত্তম আমলগুলি আমরা কবুল করি এবং মন্দকর্মগুলি মার্জনা করি। এরা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর ওয়াদা সত্য, যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে'। [আহকাফ:১৬]

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নির্দেশ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সালাফে সালেহীনের নির্দেশিত পথে পিতা-মাতার খেদমতে যত্নবান ও আন্তরিক হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে সন্তানের করণীয়

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَيْدُ بْنُ عَلَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُسَيْدٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٍ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبَرُّهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، خِصَالُ أَرْبَعُ: الدُّعَاءُ لَهُمَا، وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا.

আবু উসাইদ রাহিমাহুল্লাহু সাহাবাদের একটি দল থেকে বর্ণনা করে বলেন- আমরা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোনো অবকাশ আছে কি? তিনি বলেন, হাঁ, চারটি উপায় আছে। (১) তাদের জন্য দুআ করা। (২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। (৩) তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং (৪) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয়। [আবু দাউদ:৫১৪২, ইবনু মাজাহ:৩৬৬৪, আদাবুল মুফরাদ:৩৫]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تُرْفَعُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَيُّ شَيْءٍ هَذِهِ؟ فَيُقَالُ: وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ.

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-মানুষের মৃত্যুর পর তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। তখন সে বলে, হে আমার রব, এটা কি জিনিস? তাকে বলা হয়, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। [আদাবুল মুফরাদ:৩৬, মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বল:১০৬১০]

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ غَالِبٍ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سيرين: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَيْلَةً، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ، وَلِأُمِّي، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا قَالَ لِي مُحَمَّدٌ : فَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى نَدْخُلَ فِي دَعْوَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

মুহাম্মাদ ইবনু সীরিন রাহিমাহুল্লাহু বলেন-এক রাতে আমরা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, "হে আল্লাহ, আবু হুরাইরাকে এবং আমার মাকে এবং তাদের দু'জনের জন্য যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাদের সকলকে আপনি ক্ষমা করুন।" মুহাম্মাদ ইবনু সীরিন রাহিমাহুল্লাহু বলেন, আমরা তার দুআয় শামিল হওয়ার আশায় তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। [আদাবুল মুফরাদ:৩৭]

-حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- কোনো বান্দা যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তিনটি কাজ ব্যতীত তার সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। (১) সদকায়ে জারিয়া। (২) উপকারী জ্ঞান। (৩) নেক-সন্তান, যে সন্তান তার জন্য দুআ করে। [সহীহ মুসলিম:১৬৩১, আবু দাউদ:২৮৮০, আদাবুল মুফরাদ:৩৮]

حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تُوصِ، أَفَيَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَم.»

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-এক ব্যক্তি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল-হে আল্লাহর রাসুল, আমার মা মারা গেছেন, কিন্তু তিনি কোনো ধরণের অসিয়ত (উইল) করে যাননি। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-সাদাকাহ করি, তাহলে তাতে তার কোনো উপকার হবে? জবাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- হ্যাঁ। [সুনানু ইবনু মাজাহ:২৮৮২, আদাবুল মুফরাদ:৩৯]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারো মাতা-পিতা উভয়ে অথবা একজন এমতাবস্থায় ইন্তেকাল করলো যে, সে তাঁদের অবাধ্য ছিল। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর পর সে তাঁদের জন্য সর্বদা দুআ ও ইস্তিগফার করতে থাকে এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাকে নেককার লোকদের মধ্যে শামিল করে নেন। [মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃ.৪২১]

পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করা

হযরত বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বসা ছিলাম। তখন একজন মহিলা তাঁর খেদমতে এসে আরয করলো, 'আমি আমার মাকে একটি দাসী দান করেছি। ইতোমধ্যে তিনি ইন্তেকাল করেছেন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'দাসী দান করার প্রতিদান তুমি অবশ্যই পাবে এবং মিরাস হিসেবে দাসীটিও তুমি ফেরত পাবে।'

মহিলা আরয করলো, 'হে আল্লাহর রাসুল! তাঁর যিম্মায় এক মাসের রোযা রয়ে গেছে, আমি কি তার পক্ষ থেকে সে রোযা কাযা আদায় করবো?'

তিনি বললেন, 'তুমি তাঁর কাযা রোযা আদায় করো।' সে বললো, 'আমার মা কখনও হজ্জ করেননি, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করবো?' তিনি বললেন, 'তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করো। [সহীহ মুসলিম:১১৪৯]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আরয করলো, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু তার যিম্মায় এক মাসের রোযা রয়ে গেছে। আমি কি তাঁর রোযাগুলো আদায় করবো?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার মায়ের যদি কোনো ঋণ থাকতো, তুমি কি তা পরিশোধ করতে না?'

লোকটি বললো, 'হ্যাঁ, পরিশোধ করতাম।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর ঋণ সর্বাগ্রে পরিশোধযোগ্য।'

পিতা-মাতার ওয়াদা ও অসিয়ত পূরণ করা

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। আসআদ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা মানত করেছিলেন, কিন্তু তা আদায় করার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি তার পক্ষ থেকে মানত পুরো করে দাও।' [সহীহ বুখারী:৬৯৯]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলো, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা ইন্তেকাল করেছেন, তিনি কোনো অসিয়ত করে যাননি। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে সাদকাহ করি তাহলে কি তাঁর কোনো উপকারে আসবে?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, উপকারে আসবে।" [আবু দাউদ:১১৮]

পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: مَرَّ أَعْرَابِيٌّ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ أَبُو الْأَعْرَابِيِّ صَدِيقًا لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: أَلَسْتَ ابْنَ فُلَانٍ؟ قَالَ: بَلَى، فَأَمَرَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ بِحِمَارٍ كَانَ يَسْتَعْقِبُ، وَنَزَعَ عِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ فَأَعْطَاهُ. فَقَالَ بَعْضُ مَنْ مَعَهُ: أَمَا يَكْفِيهِ دِرْهَمَانِ؟ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْفَظْ وُدَّ أَبِيكَ، لَا تَقْطَعْهُ فَيُطْفِي اللَّهُ نُورَكَ.»

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একজন গ্রাম্য ব্যক্তি (বেদুইন) সফরে বের হলো। তার পিতা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বন্ধু ছিলেন। তিনি গ্রাম্য লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন-আপনি কি অমুকের পুত্র? সে বলল-হ্যাঁ। তিনি তার সাথে আনা একটি গাধা গ্রাম্য লোকটিকে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং নিজের মাথার পাগড়ি খুলে তাকে দান করলেন। সেসময় ইবনু উমরের এক সঙ্গী বলল-তাকে দু'টি দিরহাম দিলে কি যথেষ্ট

হতো না? তখন ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন-নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-পিতার বন্ধুত্ব ঠিক রাখো, তা ছিন্ন করো না। অন্যথায় আল্লাহ তোমার (ঈমানের) আলো নিভিয়ে দিবেন। [আদাবুল মুফরাদ:৪০]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ.»

ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-কোনো ব্যক্তির সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হলো, তার পিতার বন্ধুর পরিবারের প্রতি সদ্ব্যবহার করা। [সহীহ মুসলিম:২৫৫২, আবু দাউদ:৫১৪৩, আদাবুল মুফরাদ:৪১]

আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার পিতার বন্ধুদের ব্যাপারে যত্নবান হও। তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না, (যদি ছিন্ন করো) তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমার নুর বিলুপ্ত করে দেবেন।

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি মদিনায় এলে আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, 'আবু দারদা! তোমার নিকট কেন এসেছি তা কি তুমি জান?'

আমি বললাম, 'তো তা জানি না।'

ইবনে উমার বললেন, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার মৃত পিতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করতে চায়, তার উচিত, পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সুন্দর আচরণ করা।' এরপর তিনি বললেন, 'ভাই! আমার পিতা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আপনার পিতার ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আমি সেই বন্ধুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক তাঁর হক আদায় করতে চাই।'

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'রেহেম" শব্দটি রহমান থেকে উদ্ভত। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন, যে

ব্যক্তি তোমার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে, আমিও তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবো। আর যে ব্যক্তি তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তাকে ছিন্ন করবো। [সহীহ বুখারী]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'রেহেম আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। সে বলে, যে আমার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে, আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবেন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহও তাকে ছিন্ন করবেন।'

জুবায়ের ইবনে মুতয়িম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। [সহীহ বুখারী:৫৯১১]

আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়, যে শুধু বিনিময়স্বরূপ তা রক্ষা করে, বরং সে ব্যক্তিই আত্মীয়তা রক্ষাকারী, যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পর সে তা পূনঃস্থাপন করে।
[সহীহ মুসলিম:২৫৫৮]

আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। 'আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আল্লাহ, আমি রহমান। রেহম (আত্মীয়তা)-কে আমিই সৃষ্টি করেছি। আর রেহম শব্দটি আমি আমার (রহমান) নাম থেকে নিঃসৃত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়তাকে সংযোজিত করবে, আমি তাকে (আমার রহমতের সাথে) সংযোজিত করবো। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তাকে ছিন্ন করবে; আমিও তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবো। [আবু দাউদ:১৬৯৪]

আবদুল্লাহ ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'সে সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষণ হয় না, যাদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বিদ্যমান রয়েছে। [মিশকাতুল মাসাবিহ]

হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বিদ্রোহ করা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা অপেক্ষা কোনো পাপই এত জঘন্য নয় যে, এ পাপীকে আল্লাহ তাআলা শীঘ্রই এ পৃথিবীতে শাস্তি প্রদান করেন এবং পরকালেও তার জন্য তা জমা করে রাখেন। ' [আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]

পিতা-মাতার নাফরমানি

শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো পিতা-মাতার সাথে নাফরমানি করা। এটা এতো কঠিন গুনাহের কাজ যে তা চিন্তা করতে গা শিউরে ওঠে। কৃতজ্ঞতা ও ইহসান প্রকাশের মাধ্যমে একজন মানুষ প্রকৃত মানুষ উঠতে পারে। যে মানুষের মাঝে এই গুন নেই সে মানবতাশূন্য। এ প্রকৃতির মানুষগুলো কখনো আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। তারা না পারে আল্লাহ তাআলার হক আদায় করতে আর না পারে মানুষের হক আদায় করতে। আল্লাহ তাআলার পরে সবচেয়ে বড় সম্মানীয় ব্যক্তি হলেন পিতা-মাতা। তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবন দান করেন। পিতা-মাতার স্নেহ, ভালোবাসার ছায়াতেই আমাদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করে থাকেন আল্লাহ। পিতা-মাতা হাসিমুখে নিজেদের অস্তিত্বকে ভুলে গিয়ে সন্তানকে লালন পালন করেন এবং সন্তানের আরাম-আয়েশের কথা চিন্তা করে নিজেদের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করেন। এতো এতো ভালোবাসার পরেও কি করে আমরা পারি পিতা-মাতার অনুগ্রহকে অস্বীকার করতে! আমাদের উচিত সারা জীবন পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। সর্বাবস্থায় তাদের প্রতি সুন্দর আচরণ করা। কেউ যদি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলাকে ভালোবেসে থাকে, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের অনুভূতি বুঝতে পারে, আল্লাহ তাআলার অনুগত হতে চায় তাহলে সে কখনো পিতা-মাতার সাথে নাফরমানি করতে পারে না। নাফরমানি হওয়া তো অনেক দূরের কথা সে পিতা-মাতার কোন কথার প্রতি অবাধ্যও হতে পারে না।

পবিত্র কুরআনে কারিমে এসেছে-

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا-

'অতঃপর বালকটির ব্যাপারে যার মাতা-পিতা ছিল ইমানদার। আমি আশঙ্কা করলাম, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম, তাদের পালনকর্তা তাদেরকে তার চাইতে পবিত্র ও ভালোবাসায় শ্রেষ্ঠতম একটি সন্তান দান করুন। ' [সূরা কাহাফ:৮০-৮১]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য আয়াতে খিযির আলাইহিস সালাম কর্তৃক যে বালকটিকে হত্যা করার কথা বর্ণিত হয়েছে তিনি তার স্বরূপ এই বর্ণনা করেন যে, তার প্রকৃতিতে কুফর ও মাতা-পিতার অবাধ্যতা নিহিত ছিলো। তার মাতা-পিতা ছিল সৎকর্ম পরায়ণ। আমার আশঙ্কা ছিলো যে, ছেলেটি বড়ো হয়ে তার মাতা-পিতার বদনামী করবে এবং কষ্ট দেবে। সে কুফরে লিপ্ত হয়ে মাতা-পিতার জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। [মা'আরেফুল কুরআন]

আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَق- ٌّ

'যে ব্যক্তি স্বীয় মাতা-পিতাকে বলে, 'ধিক্ তোমাদের প্রতি, তোমরা আমাকে খবর দিচ্ছো, আমি আবার পুনরুত্থিত হবো, অথচ আমার পূর্বে বহু লোক গত হয়েছে। আর (তার) মাতা-পিতা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে, 'তোমার ধ্বংস (অনিবার্য)। তুমি ইমান আনো। নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। [সূরা আহকাফ:১৭]

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানদের বর্ণনা দিয়েছেন, যারা মাতা-পিতার অবাধ্য হয় এবং আল্লাহ ও পরকালকে অস্বীকার করে। তারা যদি ইমানদার মাতা-পিতার আনুগত্য না করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান না আনে, তবে তাদের ধ্বংস অর্থাৎ ইহকালে নানা ধরনের বিপদাপদ ও কষ্ট কঠোরতা এবং পরকালে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া অনিবার্য।

পিতা-মাতাকে কাঁদানো

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার সাহাবি ছিলেন। তিনি একজন জবরদস্ত আলেম, আবেদ এবং যাহেদ ছিলেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সুন্নাতের অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন। ৬০ বছর ধরে তিনি ফতওয়া দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, মাতা-পিতাকে কাঁদানোর অর্থ হলো তাদের নাফরমানি করা এবং এ কাজ মস্তবড় গুনাহের কাজ।

অবাধ্য সন্তানের জন্য জান্নাত হারাম

আবদুল্লাহ ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন শ্রেণির লোকের জন্য আল্লাহ তাআলা
জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন-

১. মাদকাসক্ত ব্যক্তি।

২. মাতা-পিতার নাফরমান ব্যক্তি।

৩. অসৎ স্ত্রীর স্বামী, যে নিজের পরিবারে দুষ্কর্মের সমর্থন করে।
[আত-তারগিব ওয়াত তারহিব,৩খ,পৃ.৩২৭]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চার শ্রেণির লোককে জান্নাতে প্রবেশ করতে না দেয়া এবং জান্নাতের নিয়ামত উপভোগ করতে না দেওয়া আল্লাহ তাআলার হক বা অধিকার-

১. মদ্যপায়ী, ২. সুদখোর ৩. অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণকারী এবং ৪.মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান। [আত-তারগিব ওয়াত তারহিব,৩খ,পৃ.৩২৮]

অবাধ্য সন্তান জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পাঁচশ' বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। (কিন্তু তিন ব্যক্তি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না) ১. যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয়। ২. মাতা- পিতার অবাধ্য সন্তান। ৩. যে ব্যক্তি মদপানে অভ্যস্থ। '
[আত-তারগিব ওয়াত তারহিব,৩খ,পৃ.৩২৭]

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা এক জায়গায় একত্র হয়েছিলাম। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের মাঝে এসে বললেন, 'হে মুসলিম জনসমষ্টি! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখো। কেননা সম্পর্ক অটুট রাখার চাইতে দ্রুত কবুলযোগ্য সওয়াবের কাজ আর নেই। আর তোমরা বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করা থেকে দূরে থাকো। সীমালঙ্ঘন করার চাইতে দ্রুত শাস্তিযোগ্য অপরাধ আর নেই। তোমরা মাতা-পিতার নাফরমানি করা থেকে দূরে থাকো। কেননা, এক হাজার বছরের রাস্তা থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। আল্লাহর কসম! মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, বৃদ্ধ ব্যাভিচারী এবং গর্বভরে টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। '
[আত-তারগিব ওয়াত তারহিব,৩খ,পৃ.৩২৯-৩৩০]

আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিন শ্রেণির লোকের প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না -

১. মাতা-পিতাকে কষ্টদানকারী অবাধ্য সন্তান।

২. পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী।

৩. দাইয়্যুস।

আর তিন শ্রেণির লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না-

১. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান।

২. মদপানে আসক্ত ব্যক্তি।

৩. দান করে খোঁটাদানকারী। [নাসাঈ]

মায়ের সাথে নাফরমানি

عَنْ أَبِي عِيسَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.

"হযরত আবু ইসা মুগিরাহ ইবনে শুবা বর্ণনা করেছেন, নবী কারীম বলেছেন, স্মরণ রেখো, আল্লাহ তোমাদের উপর মায়ের নাফরমানি, বখিলী, লালসা এবং কন্যা শিশুদেরকে জীবিত দাফন করা হারাম করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অহেতুক কথাবার্তা, বেশি বেশি সওয়াল করা ও সম্পদ ধ্বংস করাকে অপছন্দ করেছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসের মধ্য দিয়ে হেদায়েতের এক বিশাল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্দেশ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ছোট হাদিসের মধ্যে ছয়টি বিশেষ হেদায়েত দিয়েছেন। ছয়টির মধ্যে তিনটি আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য হারাম করেছেন অন্য তিনটিতে জড়িয়ে পড়াও আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় কাজ। যে তিনটি বিষয় আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার কথা কোনো মুমিন ব্যক্তি চিন্তাও করতে পারে না। বাকি তিনটি বিষয়ও মেনে চলো প্রতিটি মুমিন ব্যক্তির উচিত হবে।

এ হাদিসে মায়ের সাথে নাফরমানী থেকে দূরে থাকার কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে কেননা পিতার তুলনায় মায়ের খেদমতে মানুষ বেশি ব্যস্ত থাকে এবং পিতার চেয়ে মায়ের সাথে ভালো আচরণ করে থাকে। ঠিক তেমনি মায়ের সাথে যেনো নাফরমানি না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। সামান্য কথাতেই মায়ের অন্তরে আঘাত লাগতে পারে। এমনও হতে পারে কোনো বিষয়কে আমরা হালকাভাবে দেখতে পারি কিন্তু তাঁর কাছে সেটা বড় ধরনের আঘাত হতে পারে। তাঁর অন্তর আহত হতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হেদায়েতের অর্থ হলো, মায়ের আবেগ ও অনুভূতি, অভ্যাস ও মেজাজ এবং পছন্দ-অপছন্দকে পুরোপুরি

খেয়ালে রাখা, মাকে দুঃখ দেওয়া, নাফরমানি করা এবং অন্তর ভেঙ্গে খান খান করার চিন্তাও যেনো মনের মধ্যে স্থান না পায়, সে দিকে বিশেভাবে নজর দেওয়া। মা তো সে ব্যক্তিত্ব যার খেদমতের প্রতিফল হলো জান্নাতের চির বসন্তের বাগান এবং তাঁর সন্তুষ্টির সওয়াব হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির গৃহ। আল্লাহর সন্তুষ্টির গৃহ জান্নাত কাঙ্ক্ষিত হলে মায়ের খেদমত ও আনুগত্যে নিজেকে বিলীন করে দিতে হবে।

মায়ের সাথে নাফরমানির শাস্তি দুনিয়াতেই

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে।
আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, 'একজন যুবকের মুমূর্ষু অবস্থা। লোকজন তাকে (কালিমা) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ার পরামর্শ দিচ্ছে। কিন্তু সে পড়তে পারছে না।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'ঐ ব্যক্তি কি নামায আদায় করতো?' সে বললো, 'জি হ্যাঁ।'
একথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে ঐ যুবকের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। আমরাও তাঁর সাথে চললাম। তিনি যুবকের কাছে গিয়ে তাকে কালিমা পড়ার তালকিন দিলেন। সে বললো, 'আমি বলতে পারছি না।' তিনি বললেন, 'কেনো, কি হয়েছে?' যুবক বললো, 'সে তার মায়ের সাথে নাফরমানি করতো।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'তার মা কি জীবিত আছে?' লোকেরা বললো, 'হ্যাঁ, জীবিত আছেন।' তিনি তাঁকে ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন। তার বৃদ্ধ মা এলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'একি তোমার ছেলে?' বৃদ্ধা বললো, 'হ্যাঁ, আমার ছেলে।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃদ্ধাকে বললেন, 'তোমার ছেলের জন্য যদি আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয় এবং তোমাকে বলা হয় যদি তুমি তোমার ছেলের জন্য সুপারিশ করো তাহলে তাকে এ আগুন থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হবে অন্যথায় তাকে এ আগুনে ফেলে পুড়িয়ে মারা হবে। এ অবস্থায় তুমি কি সুপারিশ করবে?'

বৃদ্ধা বললো, 'জি, হ্যাঁ, সুপারিশ করবো।' একথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাহলে তুমি আল্লাহ ও আমাকে সাক্ষী রেখে বলো, তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছো।' বৃদ্ধা বললো, 'হে আল্লাহ! আমি তোমাকে এবং তোমার রাসুলকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার কলিজার টুকরা সন্তানের প্রতি রাজি হয়ে গেছি।'

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবককে কালিমার তালকিন দিলেন এবং সে অনায়াসে কালিমা পাঠ করতে পারলো। রাসুল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা করলেন আর বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমার অসিলায় এ যুবককে জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে নাজাত দিয়েছেন। [আত-তারগিব ওয়াত তারহিব ৩খ,পৃ.৩৩৩]

নাফরমান সন্তানের ধ্বংস অনিবার্য

কাব ইবনে উজরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা মিম্বরের কাছে এসে জমায়েত হও।' আমরা সকলে মিম্বরের কাছে এসে জমায়েত হলাম। তিনি মিম্বরের প্রথম ধাপে আরোহণ করে বললেন, 'আমিন।'

দ্বিতীয় ধাপে আরোহণ করে পুনরায় বললেন, আমিন।

তৃতীয় ধাপে আরোহণ করে আবারো বললেন, 'আমিন।'

তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করার পর আমরা তাঁর নিকট আরয করলাম, 'আজ আমরা আপনার কাছ থেকে এমন কিছু কথা শুনেছি যা ইতোপূর্বে কখনো শুনিনি।' তিনি বললেন, 'জিবরাইল আলাইহিস সালাম (এইমাত্র) আমাকে এসে বললেন, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে রমযান মাস পেয়েছে, অথচ তার গুনাহ মাফ হয়নি। আমি বললাম আমিন (আল্লাহ কবুল করুন)। আমি দ্বিতীয় ধাপে আরোহণ করলে তিনি (জিবরাইল আ.) বললেন, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যার সামনে আপনার নাম উচ্চারণ করা হলো, অথচ সে দরুদ পড়লো না। আমি বললাম, আমিন। আমি মিম্বরের তৃতীয় ধাপে আরোহণ করলে জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে মাতা-পিতা উভয়কে অথবা তাঁদের কোনো একজনকে পেল, অথচ সে জান্নাত অর্জন করতে পারলো না। আমি বললাম, আমিন। [আল-মুস্তাদরাক, ৪খ, পৃ.১৫৪। ইবনে হিব্বান, ১খ,পৃ.৩১৫]

বৃদ্ধ বয়সে মানুষের শরীর ক্রমাগত শক্তিহীন, দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আত্মনির্ভরশীলতা হারিয়ে ফেলে। এমনকি চলাফেরার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। চারদিক থেকে দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব তাদেরকে গ্রাস করে ফেলে। ফলে তারা পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে, সন্তানদের উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে পিতা-মাতার এই সময়ে যে সন্তান পিতা-মাতার সঠিকভাবে খেদমত করতে পারে, যার ওপর পিতা-মাতা সন্তুষ্ট হতে পারেন আল্লাহ তাআলা ও তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। এজন্য পিতা-মাতাকে সন্তানের জন্য জান্নাত অথবা জাহান্নাম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যে সন্তানের উপর এই সময় পিতা-মাতা সন্তুষ্ট হয়ে যান আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের ফয়সালা করে দেন।

পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েও যদি কোন সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করতে না পাড়ে তারা ধ্বংস হোক - রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বার্তাটি জিবরাইল আলাইহিস সালাম নিয়ে এলেও এটির ফয়সালা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা।

আল্লাহ তাআলার এই ফয়সালার প্রতি জিবরাইল আলাইহিস সালামের পূর্ণ সমর্থন ছিল। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ফয়সালাকে বিনা বাক্যে গ্রহণ করেন, এবং এর সাথে পূর্ণ একাত্ম হয়ে এ ফয়সালা কার্যকরী করার জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলেছেন আমীন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। উম্মতের শাস্তির কথা শুনে তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন। সেই তিনিই পিতা-মাতার নাফরমান এবং তাদের মনে কষ্ট দানকারী সন্তানের ধ্বংসের জন্য বদদোয়া করেছেন। ফলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তবে যেসব সন্তান নিজের ভুল বুঝে আল্লাহ তাআলার কাছে খালেস দিলে তওবা করবে, পিতা-মাতার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবে, তাদের সেবা যত্নে আত্মনিয়োগ করে তাদের সন্তুষ্টি লাভ করবে তাদের জন্য সুসংবাদ। আর পিতা-মাতা মারা গেলে কেউ যদি নিজের ভুল স্বীকার করে আল্লাহর দরবারে খালেস দিলে তওবা করে, পিতা-মাতার জন্য দোয়া করে, দান-সাদাকা করতে থাকে, পিতা-মাতার আত্মীয়স্বজনের সাথে, পিতা-মাতার বন্ধুদের সাথে ভালো আচরণ করতে থাকে তাহলে আশা করা যায় তারা অনিবার্য ধ্বংস থেকে রেহাই পাবে।

মাতা-পিতার নাফরমানি জান্নাতের পথে বাধা

আমর ইবনে মুররা আল জুহানি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আরয করলো, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসুল। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, নিজের সম্পদের যাকাত দিই, রমযানের রোযা রাখি।'

তার একথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যে ব্যক্তি এসব কাজের উপর অটল থেকে মৃত্যুবরণ করল, সে কেয়ামতের দিন নবী, সিদ্দিক ও শহিদদের সাথে এমনভাবে অবস্থান করবে (একথা বলে তিনি হাতের পাশাপাশি দুটি আঙ্গুল উঠিয়ে দেখালেন)। তবে শর্ত হলো, সে যেনো মাতা- পিতার নাফরমান ও অবাধ্য না হয়। [আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, ৩খ,পৃ.৩২৯]

মাতা-পিতার নাফরমান ও অবাধ্য না হওয়া জান্নাতে যাওয়ার জন্য শর্ত। সুতরাং ইমান ও আমলে সালেহ থাকা সত্ত্বেও মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান জান্নাতে যেতে পারবে না।

মাতা-পিতার নাফরমানির বদলা

আসমাই রহ. বলেন, জনৈক আরব বেদুঈন আমার নিকট বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মাতা-পিতার নাফরমান ও তাদের অনুগত সন্তানের অনুসন্ধানে নিজগ্রাম থেকে বের হয়ে বহু গ্রাম অতিক্রম করি। অবশেষে এক বৃদ্ধের কাছে এসে পৌঁছি। তার গলায় দড়ি বাঁধা। সে দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড গরমে একটি বালতি দ্বারা পানি উঠানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছে, যে বালতি দ্বারা পানি উঠানো উটের পক্ষেও অসম্ভব। বৃদ্ধের পিছনে রয়েছে পাকানো দড়ির চাবুক হাতে এক যুবক। সে তাকে উক্ত চাবুক দ্বারা প্রহার করছে। চাবুকের আঘাতে বৃদ্ধের পিঠ ফেটে যাচ্ছে। আমি যুবককে বললাম, 'সাবধান! আল্লাহকে ভয় করো। এ দুর্বল বৃদ্ধকে প্রহার করা থেকে বিরত হও। বৃদ্ধ লোকটি রশি দ্বারা পানি উঠানোর যে কঠিন কাজে নিয়োজিত তা কি তার জন্য যথেষ্ট নয়? তা সত্ত্বেও তাকে প্রহার করছো?' যুবকটি বললো, 'এতদসত্ত্বে সে তো আমার পিতা।'

আমি বললাম, 'আল্লাহ তাআলা তোমার অকল্যাণ করুন।'

যুবক বললো, 'থামুন! সে (আমার পিতা) তার পিতার সাথে এরূপ আচরণ করতো। আর তার পিতাও তার দাদার সাথে এ ধরনের আচরণ করতো।'

তখন আমি বললাম, 'এই হলো, মাতা-পিতার সবচে' বড়ো নাফরমান ব্যক্তি।[নাদরাতুন নাইম,১০খ,পৃ.৫০১৭]

আসমাই রহ. বলেন, জনৈক আরব আমাকে বলেন, আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে মুনাযিল নামে এক লোক ছিলো। তার ছিলো একজন বৃদ্ধ পিতা। তার উপাধি ছিলো ফারআন। যুবক ছেলেটি তার অবাধ্য ছিলো। কবিতার ছন্দাকারে বৃদ্ধ আক্ষেপ করে বলেন, আমার ও মুনাযিলের মাঝে আত্মীয়তা আমাকে এমন প্রতিদান দিয়েছে যেমন ঋণ দাতাঋণ গ্রহিতাকে ঋণ পরিশোধের জন্য তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কিছুকাল পর মুনাযিলের সন্তান জুলাইহ মুনাযিলের অবাধ্য হয়ে যায়। সে জুলাইহ কর্তৃক বিপদগ্রস্থ হয়ে বলে, 'আমার মাল- সম্পদের ব্যাপারে জুলাইহ আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, আর সে আমার অবাধ্য হয়, যখন আমার মেরুদণ্ডের হাড় বেকিয়ে ধনুকের মতো হয়ে গেছে। এ অবস্থা দেখে গভর্নর জুলাইহকে প্রহার করতে উদ্যত হলে সে বলে, 'আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। এই হচ্ছে ফারআনপুত্র মুনাযিল যার সম্পর্কে তার পিতা আক্ষেপ করে বলেছিল, 'আমার ও মুনাযিলের মাঝে আত্মীয়তা এমন প্রতিদান দিয়েছে যেমন ঋণ দাতা ঋণ গ্রহিতাকে ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাড়িয়ে বেড়ায়।' এ কথা শুনে গভর্নর বলেন, 'ওহে! তুমি তোমার মাতা-পিতার নাফরমানি করেছো, এখন সন্তান কর্তৃক নাফরমানির শিকার হয়েছো।'

উবাইদ ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি আল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন তাতে মাতা-পিতার নাফরমানির ব্যাপারে কি বলেছেন?' জবাবে তিনি বলেন, 'পিতা সন্তানকে কোনো আদেশ করলে সে যদি তা পালন না করে, সেটাই হলো পিতার নাফরমানি। আর পিতা সন্তানের পক্ষ থেকে কোন বিষয়ের সম্মুখীন হয়ে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করলে সেটা হবে পুরোপুরি নাফরমানি ও অবাধ্যতা। [নাদরাতুন নাইম,১০খ,পৃ.৫০১৭]

পিতামাতার অবাধ্যতার বাহ্যিক রূপ-প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পিতামাতার অবাধ্যতার অনেকগুলো বাহ্যিক রূপ ও আকার-প্রকৃতি রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ-

১. পিতামাতাকে কাঁদানো ও দুঃখ দেওয়া।

চাই তা কথার দ্বারা হোক অথবা কাজের দ্বারা, অথবা অন্য কোনো পন্থায়।

২. তাদেরকে ধমক ও হুমকি দেওয়া।

আর এটা হতে পারে উচ্চস্বরে কথা বলার দ্বারা; অথবা তাঁদেরকে কঠোর ভাষায় শক্ত কথা বলা।

৩. পিতামাতার আদেশ-নির্দেশের কারণে ত্যক্ত ও বিরক্ত হওয়া।

আর এটা এমন এক চরিত্র, যা বর্জন করাটাকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আদব ও শিষ্টাচার বলে শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ, এমন অনেক মানুষ আছে, যাকে তার পিতামাতা যখন আদেশ করে, তখন সে 'উফ্' বলে তার বিরক্তিসূচক কথা প্রকাশ করে, যদিও সে অচিরেই তাদের আনুগত্য করবে।

৪. পিতামাতার সামনে ভ্রুকুটি করা এবং কপাল ভাঁজ করে ক্রোধ প্রকাশ করা।

আপনি কোনো কোনো মানুষকে বিভিন্ন মজলিস ও আসরে দেখতে পাবেন হাস্যোজ্জ্বল, মুচকি হাসিসম্পন্ন, চরিত্রবান, উত্তম কথার কারিগর ও মিষ্টভাষী; অতঃপর যখনই সে বাসায় প্রবেশ করবে এবং পিতামাতার সামনে গিয়ে বসবে, তখন সে প্রভাবশালী সিংহে রূপান্তরিত হয়ে যায়, কোনো কিছুই পরোয়া করে না; ফলে তার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়, নম্রতা-ভদ্রতা চলে যায়, উদারতা লোপ পায় এবং তার মাঝে কঠোরতা, রূঢ়তা, হীনতা ও অশ্লীলতার আগমন ঘটে।

৫. পিতামাতার দিকে বাঁকা চোখে তাকানো।

আর এটা হলো ক্ষুব্ধ ও বিরক্তির চোখে তাদের দিকে তাকানো এবং তাদের দিকে অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে দৃষ্টি দেওয়া।

মুয়াবিয়া ইবনে ইসহাক রহ. উরওয়া ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- " ما بر والده مَنْ شَدَّ الطرف إليه. "

'যে ব্যক্তি তার পিতার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালো সে তার পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করলো না।'

৬. পিতামাতার প্রতি নির্দেশ জারি করা।

ঐ ব্যক্তির মতো, যে তার মাতাকে বাড়িঘর ঝাড়ু দেওয়ার জন্য, অথবা কাপড় ধোয়ার জন্য, অথবা খাবার তৈরি করার জন্য নির্দেশ করে; অথচ এই কাজটি তার জন্য মানানসই নয়। বিশেষ করে মা যখন অক্ষম, বয়স্ক বা অসুস্থ হন।

তবে মা যখন স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কাজগুলো করেন এবং তিনি অক্ষমও নন, এমতাবস্থায় এই ধরনের কাজে কোনো দোষ নেই, তবে এ ক্ষেত্রে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিকটি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তাঁর জন্য দুআ করবে।

৭. মাতা কর্তৃক তৈরি করা খাবারের সমালোচনা করা।

আর এই কাজটির মধ্যে দুটি নিষিদ্ধ বিষয় রয়েছে একটি হচ্ছে, খাদ্যের দোষত্রুটি বর্ণনা করা, আর এটি করা বৈধ নয়। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কোনো খাদ্যের দোষত্রুটি বর্ণনা করেননি। ভালো মনে হলে খেয়েছেন, নতুবা বর্জন করেছেন।
আর দ্বিতীয় অবৈধ বিষয়টি হলো, তাতে মায়ের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ ব্যবহারের কমতি হয় এবং তাকে বিরক্ত করা হয়।

৮. পারিবারিক কাজে পিতা-মাতাকে সহযোগিতা না করা।

চাই তা ঘর সাজানো ও গোছগাছ করার ক্ষেত্রে, অথবা খাবার প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে, অথবা পারিবারিক অন্য যেকোনো কাজের ক্ষেত্রেই হোক, বরং ছেলেদের কেউ কেউ (আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত করুন) এটাকে তার অধিকার ক্ষুণ্ণ ও ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় বলে মনে করে। আর মেয়েদের কেউ কেউ (আল্লাহ তাদেরকেও হিদায়াত করুন) মনে করে, তার মাতাই ঘরের অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম সম্পাদন করবে, সে তার মাকে সহযোগিতা করতে পারবে না। এমনকি তাদের কেউ কেউ তার মাকে কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় রেখে তার বান্ধবীদের সাথে টেলিফোনে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে।

৯. পিতামাতা যখন কথা বলেন, তখন তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।

আর এর মানে হলো, তাঁদের কথায় কর্ণপাত না করা, অথবা তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা, অথবা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা, তাঁদের সাথে তর্ক করা এবং তাঁদের সাথে কঠোরভাবে ঝগড়া- বিবাদ করা।

পিতামাতার ব্যাপারে এ ধরনের কাজ কতোই না অপমানজনক এবং তাতে তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কমতি বা ঘাটতির বিষয়টি তাঁদেরকে কতো ভাবেই না জানিয়ে দেওয়া হয়!

১০. পিতা-মাতার মতামত বিবেচনায় কমতি করা।

কোনো কোনো মানুষ তার কোনো বিষয় বা কাজেই তার পিতামাতার পরামর্শ ও অনুমতি গ্রহণ করে না, চাই তার বিয়ের ক্ষেত্রে হোক, অথবা তালাক প্রদান করার ক্ষেত্রে হোক। চাই ঘর থেকে তার বের হওয়ার ক্ষেত্রে হোক, অথবা ঘরের বাইরে অবস্থান করার ক্ষেত্রে হোক। কিংবা তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কোনো সুনির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার ব্যাপারে হোক, অথবা এ ধরনের অন্য কোনো বিষয়ে হোক।

১১. পিতা-মাতার নিকট প্রবেশের সময় অনুমতি না নেওয়া।

এটা পিতা-মাতার সাথে শিষ্টাচার পরিপন্থী আচরণ। কেননা, কখনও কখনও তাঁরা উভয়ে অথবা তাঁদের কোনো একজন এমন অবস্থায় থাকেন তাঁরা পছন্দ করেন না যে, এই অবস্থাটি কেউ প্রত্যক্ষ করুক।

১২. পিতা-মাতার সামনে বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা।

চাই সে সমস্যা ভাইদের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক, স্ত্রীর সাথে সংশ্লিষ্ট হোক, সন্তানদের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক, অথবা অন্য কারও সাথে সংশ্লিষ্ট হোক। কেননা, কোনো কোনো মানুষ পরিবারের কেউ কোনো ভুল করলে তাকে তার পিতা- মাতার সামনেই তিরস্কার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। অথচ, কোনো সন্দেহ নেই যে, এই কাজটি এমন কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত, যা তাঁদেরকে অস্থির করে তুলে এবং তাঁরা শান্তিতে ঘুমাতে পারে না।

১৩. জনগণের নিকট পিতা-মাতার নিন্দা ও দুর্নাম করা এবং তাদের দোষত্রুটি আলোচনা করা।

কোনো কোনো মানুষ যখন কোনো কাজে ব্যর্থ হয়, যেমন সে তার পড়ালেখায় ব্যর্থ হলো, তখন সে তার পিতা-মাতার উপর সকল দোষ ও দায়ভার চাপিয়ে দেয় এবং সে তার নিজের ব্যর্থতা ও অপারগতাকে বৈধতা দিতে থাকে এভাবে যে, তার পিতা-মাতা তাকে অযত্ন করেছে, তাকে যথাযথভাবে লালন-পালন করে নি, তারা তার জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছে, তার ভবিষ্যৎটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি ধরনের রঙ-বেরঙের নানা অপবাদ ও দোষারোপ করতে থাকে।

১৪. পিতামাতাকে গালি ও অভিশাপ দেওয়া।

তাঁদেরকে সরাসরি গালি দেওয়া, অথবা গালি দেওয়ার উপলক্ষ তৈরি করা; যেমন, কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির পিতা বা মাতাকে গালি দিলো, তারপর ঐ ব্যক্তিও পাল্টা তার পিতা-মাতাকে গালি দিলো। এ সংক্রান্ত হাদিস উপরে বর্ণিত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এখানেও হাদিসটি বর্ণনা করা হলো।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-
'কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তার পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।' সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! কোনো মানুষ কি তার পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে?' জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, সে অন্য কোনো মানুষের পিতাকে গালি দেয়, তখন ঐ ব্যক্তি তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্য ব্যক্তির মাকে গালি দেয়, তখন ঐ ব্যক্তি তার মাকে গালি দেয়।'

১৫. ঘরের মধ্যে খারাপ কিছু নিয়ে আসা।

যেমন, খেল-তামাশার সরঞ্জামাদি ও ঘরের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টির যন্ত্রপাতির অনুপ্রবেশ ঘটানো, যা স্বয়ং ব্যক্তির চারিত্রিক বিকৃতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার কখনও কখনও এগুলো তার ভাই-বোন ও পরিবারের সকলের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টির দিকে ধাবিত করে; ফলে সন্তানের অন্যায়-অপকর্ম ও পরিবারের অধঃপতনের কারণে পিতামাতা দুঃখ-কষ্ট অনুভব করেন।

১৬. পিতা-মাতার সামনে বদ-অভ্যাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো।

যেমন, পিতামাতার সামনে ধূমপান করা। অথবা তাঁদের উপস্থিতিতে খেল- তামাশার উপকরণ উপভোগ করা, ফরয নামায বাদ দিয়ে ঘুমিয়ে থাকা এবং তার জন্য তাকে জাগিয়ে দিলে জাগানোর বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করা। আর অনুরূপভাবে খারাপ সঙ্গী-সাথিদেরকে বাসায় নিয়ে আসা। আর এ সবগুলোই হলো পিতা-মাতার সাথে বেহায়াপনার চূড়ান্ত দলিলস্বরূপ।

১৭. পিতা-মাতার সুনাম ও সুখ্যাতি নষ্ট করা।

এটা হয় এমন মন্দ ও নিকৃষ্ট কাজ করার মাধ্যমে, যা সম্মানহানি করে এবং ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে। আবার কখনও কখনও তা কারাগারের দিকে নিয়ে যায় এবং লজ্জাজনক পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং কোনো সন্দেহ নেই যে, এসব কর্মকাণ্ড পিতা-মাতার অবাধ্যতার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তা পিতা-মাতার জন্য দুশ্চিন্তা, দুঃখ-কষ্ট, অসম্মান ও অপমান বয়ে আনে।

১৮. পিতা-মাতাকে বিপদে বা জটিলতায় ফেলে দেওয়া।

যেসব সন্তান কারও নিকট থেকে অর্থ-সম্পদ ঋণ নেওয়ার পর তা পরিশোধ করে না, অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেয়াদবি করে, তারপর সন্তানের পলাতক অবস্থায় অথবা তার বেয়াদবির কারণে কর্তৃপক্ষ পিতাকে হাজির হওয়ার জন্য বাধ্য করে।
আবার কখনও কখনও পিতাকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়, যে পর্যন্ত না সন্তান তার ঋণ পরিশোধ করে, অথবা সে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ না করে।

১৯. ঘরের বাইরে দীর্ঘসময় ধরে অবস্থান করা।

এ বিষয়টি পিতা-মাতাকে তার সন্তানের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ও অস্থির করে তোলে; তাছাড়া অনেক সময় তাদের সেবাযত্নের প্রয়োজন হয়। সুতরাং সন্তান যখন ঘরের বাইরে থাকে, তখন তারা তাদের সেবাযত্ন করার মতো কাউকে পায় না।

২০. বেশি বেশি দাবি-দাওয়া ও বায়না ধরে পিতা-মাতার উপর চাপ সৃষ্টি করা।

কোনো কোনো মানুষ বেশি বেশি দাবি-দাওয়া ও বায়না ধরে তার পিতামাতার উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে, অথচ অনেক সময় পিতা-মাতার উপার্জনের ক্ষমতা কম হয়ে থাকে। এসত্ত্বেও দেখা যায়, সন্তান তাদেরকে গাড়ি কিনে দেওয়ার জন্য বাধ্য করে, তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দেয় এবং নতুন বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার জন্য বলে, অথবা সে তাদের নিকট বেশি বেশি অর্থ-সম্পদ দাবি করে, যাতে বন্ধু-বান্ধব ও সমবয়সীদেরকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে।

২১. পিতা-মাতার উপর স্ত্রীকে প্রাধান্য দেওয়া।

কোনো কোনো মানুষ তার পিতা-মাতার আনুগত্য করার চেয়ে তার স্ত্রীর আনুগত্য করাটাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে এবং স্ত্রীকে পিতা-মাতার উপর প্রাধান্য দেয়। এমনকি স্ত্রী যদি তার নিকট তার পিতা-মাতাকে তাড়িয়ে দিতে আবদার করে, তাহলে সে তাদেরকে তাড়িয়ে দিবে, যদিও তাদের কোনো আবাসিক ঠিকানা নেই।

২২. পিতামাতার প্রয়োজনের সময় অথবা বৃদ্ধবয়সে তাদেরকে পরিত্যাগ করা।

পিতা-মাতা যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং তাদের টাকা-পয়সা লাগে এমন কোনো কাজ দেখা দেয়, তখন কোনো কোনো সন্তান তাদের থেকে সরে যায় এবং নিজেকে নিয়ে বিশেষভাবে ব্যস্ত হয়ে যায়।

২৩. পিতা-মাতার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করা থেকে মুক্ত থাকা এবং তাদের সন্তান হিসেবে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করা।

এটা হলো পিতা-মাতার অবাধ্যতার জঘন্য রূপ। কারণ, কোনো কোনো সন্তানকে দেখা যায়, সে যখন সামাজিকভাবে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন স্থানে উন্নীত হয় অথবা বড়ো ধরনের চাকরি পেয়ে

যায়, তখন সে তার পিতা-মাতাকে স্বীকার করতে চায় না এবং তাদের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকতে চায়। তখন সে তার ঘরের মধ্যে পিতা-মাতার অবস্থানকে রীতিমত অপমানবোধ করে।

আবার কখনও কখনও তাদের ব্যাপারে তার কাছে যদি জানতে চাওয়া হয়, তখন সে বলে, 'ওরা আমাদের চাকর-বাকর।'

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এমন ঘটনাও বর্তমানে আমাদেরকে পত্র-পত্রিকায় দেখতে হয়।

আবার কোনো কোনো সন্তান বিয়ে-সাদী ও সাধারণ অনুষ্ঠানসমূহে লজ্জায় তার পিতার নাম উচ্চারণ করার বিষয়টি এড়িয়ে চলে। এ ধরনের কাজ নিঃসন্দেহে নিকৃষ্ট মন-মানসিকতা, দুর্বল বুদ্ধি, মর্যাদাহীনতা ও চরম অধৈর্যের প্রমাণ বহন করে।

২৪. পিতা-মাতাকে প্রহার করা।

বড়ো নিষ্ঠুর ও পাষণ্ড হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ ছাড়া এ কাজ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কাজ তারাই করতে পারে, যাদের হৃদয়ে মায়া-মমতা ও লজ্জা- শরমের কোনো স্থান নেই এবং যাদের জীবনে ন্যূনতম ব্যক্তিত্ব, গৌরব ও আত্মমর্যাদাবোধ নেই।

২৫. বার্ধক্য ও দেখাশুনা করার প্রয়োজনের সময় পিতা-মাতাকে ছেড়ে যাওয়া।

এই কাজটি এমন সীমাহীন নোংরামি এবং চরম ঘৃণিত ও মন্দ যার ভয়াবহতা বা আতঙ্কে শরীর শিউরে উঠে এবং যার কথা শুনলে মাথার চুল দাঁড়িয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি কাজ করবে, তার জীবনে কখনও ভালো কিছু হবে না।

২৬. পিতা-মাতা যখন কোনো অন্যায় কাজ করে ফেলে, তখন তাদেরকে পরিত্যাগ করা এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার না করা। তাদের কল্যাণ কামনা না করা।

এটা এক ধরনের ত্রুটি ও মূর্খতা। কারণ, পিতা-মাতা কাফির হলেও যেখানে তাঁদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা ওয়াজিব (আবশ্যক)। সেখানে তাঁরা মুসলিম হওয়ার পরেও তাঁদের সাথে কীভাবে এরূপ ব্যবহার করা বৈধ হবে?

২৭. পিতা-মাতার ব্যাপারে কার্পণ্য করা।

কোনো কোনো মানুষ এমন প্রকৃতির, যে তার পিতা-মাতার জন্য ব্যয় করার ক্ষেত্রে কার্পণ্য ও কমতি করে। আবার কখনও কখনও পিতা-মাতার সম্পদের

খুব বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়ে, এতদসত্ত্বেও তাদের প্রতি তার কোনো দায়িত্ব আছে বলে মনে করে না এবং তাদের প্রতি কোনো মনোযোগও দেয় না।

২৮. পিতা-মাতার প্রতি অবদানের খোঁটা দেওয়া ও বার বার গণনা করা।

কোনো কোনো মানুষ এমন, যে তার পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে, কিন্তু সে খোঁটা ও কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে এটাকে নষ্ট করে ফেলে। আর এই ভালোটাকে আরও নষ্ট করে ফেলে তাদের প্রতি তার অবদানের বিষয়টি বার বার গণনা করার দ্বারা এবং কারণে-অকারণে এই সদ্ব্যবহারের কথা আলোচনা করার মাধ্যমে।

২৯. পিতা-মাতার সম্পদ চুরি করা।

এ কাজটি দুটি হারাম কাজকে একত্রিত করে। চুরি ও অবাধ্যতা। সুতরাং মানুষের মধ্য থেকে এমন মানুষও দেখতে পাওয়া যায়, যার অর্থের প্রয়োজন হয় এবং এ প্রয়োজনীয়তা তাকে তার পিতা-মাতার সম্পদ চুরির দিকে নিয়ে যায়; হয় তাদের বার্ধক্যের কারণে, অথবা তাদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে চুরির কাজটি সম্পন্ন হয়।

এ ধরনের চুরির অন্যতম একটি নমুনা হলো, কেউ তার পিতা-মাতার সাথে প্রতারণার উদ্দেশ্যে তার নিকট আবেদন করলো যে, তিনি যাতে তাকে এই এই পরিমাণ সম্পদ অথবা জমি অথবা এ জাতীয় কিছু দেওয়ার ব্যাপারে স্বাক্ষর করে দেন। আবার কখনও কখনও সে তাঁদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে এবং তার পাকাপোক্ত নিয়ত হলো সে তা পরিশোধ করবে না।

৩০. পিতা-মাতার সামনে বিলাপ করা ও দুঃখ-কষ্ট প্রকাশ করা।

এ কাজটি হলো নিকৃষ্ট মানের অবাধ্যতার নমুনা। আর এটা এজন্য যে, পিতামাতা বিশেষ করে মা সন্তানের বিপদ-মুসিবতের কারণে অস্থির হয়ে পড়েন। তাঁরা তার ব্যথায় ব্যথিত হন। এমনকি কখনও কখনও তাঁরা তার চেয়ে বেশি ব্যথা অনুভব করেন।

৩১. বিনা প্রয়োজনে পিতামাতার অনুমতি ছাড়া দূরে কোথাও প্রবাসজীবনে চলে যাওয়া।

কোনো কোনো সন্তান তার পিতামাতা থেকে দূরে চলে যাওয়ার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে সে তার পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়াই তাঁদের থেকে দূরে প্রবাসজীবনে চলে যাওয়ার জন্য চেষ্টা-তদবির করে, অথচ তার প্রবাসজীবনের কোনো প্রয়োজন নেই। আবার কখনও কখনও তার পিতামাতা যে শহরে বসবাস করেন কোনো কারণ ছাড়াই সে তা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়।

আবার কখনও কখনও সে পড়ালেখার উদ্দেশ্যে নিজ শহর ছেড়ে অন্য শহরে চলে যায়, অথচ এ ধরনের পড়ালেখা ঐ শহরেই সম্ভব, যেখানে তার পিতামাতা বসবাস করেন; এগুলো ছাড়াও আরও অনেক কারণে সে প্রবাসে চলে যায়, যেসব কারণ তার এই প্রবাসজীবনকে বৈধ বলে অনুমোদন করে না।

আর সে জানে না যে, পিতা-মাতাকে ছেড়ে তার বিদেশে চলে যাওয়াটা তাদের পরিতাপ ও মনের অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়; আবার সে এটাও জানে না যে, কখনও কখনও তার পিতা-মাতা উভয়ে অথবা তাঁদের কোনো একজন মারা যেতে পারে এমন অবস্থায় যে, সে তাঁদের থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে দূরে অবস্থান করছে; সুতরাং এ কারণে তাঁদের প্রতি আনুগত্য, সদ্ব্যবহার ও দায়িত্ব পালনের বিষয়ে ব্যাঘাত ঘটবে।

তবে ছেলের যখন প্রবাসজীবনে যাওয়ার প্রয়োজন হবে এবং তার পিতা-মাতা থেকে সে ব্যাপারে অনুমতি নেয়, তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই।

৩২. পিতা-মাতার মৃত্যু কামনা করা।

কোনো কোনো সন্তান তার পিতা-মাতার মৃত্যু কামনা করে, যাতে সে তাঁদের সম্পদের উত্তরাধিকারী হতে পারে, যদি তাঁরা সম্পদশালী হন, অথবা যাতে তাঁদের থেকে মুক্তি পেতে পারে, যদি তাঁরা অসুস্থ হন বা দরিদ্র হন অথবা সে যাতে মুক্তি পেতে পারে তাঁদের সেবা-যত্ন করা থেকে এবং তাঁদের মুখোমুখি অবস্থান করা থেকে যাতে সে তার ভ্রষ্টতা ও মূর্খতার মধ্যে মনের সুখে দিনকাল অতিবাহিত করতে পারে।

৩৩. পিতা-মাতাকে হত্যা করা এবং তাদের থেকে মুক্তি পাওয়া।

কখনও কখনও এমন হতভাগ্য ছেলে-সন্তানও পাওয়া যায়, যে তার পিতামাতার কোনো একজনকে হত্যার জন্য অগ্রসর হয়; প্রচণ্ড মূর্খতার কারণে, অথবা ক্রোধের উত্তেজনার কারণে, অথবা মাতাল অবস্থায় থাকার কারণে, অথবা সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়ার আশায়, অথবা এগুলো ভিন্ন অন্য কোনো কারণে।

হে দুর্ভাগা! হে কালো মুখওয়ালা! হে মন্দ পরিণতির অধিকারী! যদি আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমত দ্বারা তাকে সংশোধন না করেন, (তাহলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ)।

এ হলো পিতা-মাতার অবাধ্যতার কিছু বাহ্যিক চিত্র ও রূপ-প্রকৃতি। এটা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ ও দূষিত কর্মপন্থা, যা জ্ঞানীদের জন্য মানানসই নয় এবং যা তাকওয়া, সততা ও সঠিক পথের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে সংঘটিত হতে পারে না।

সুতরাং পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান থেকে কল্যাণ বহু দূরে, শাস্তি তার অতি নিকটে এবং অকল্যাণ তার দিকে দ্রুত ধাবমান।

আর এ বিষয়টি চাক্ষুষ অনুভবযোগ্য, অনেক মানুষ তা জানে এবং তারা তাদের নিজ চোখে তা প্রত্যক্ষ করে; আর তারা একের পর এক ঐসব মানুষের কাহিনী শুনে, যারা তাদের পিতামাতার সাথে অবাধ্য আচরণের কারণে লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও সাজাপ্রাপ্ত হয়েছে।

অবাধ্য সন্তানদের প্রতি কিছু নাসীহাহ

আপনার মা-বাবাকে কখনও অবহেলা করবেন না। তাঁদের ভালো-মন্দের দিকে সদা নজর রাখুন। তাঁদের সাথে কখনও রূঢ় ব্যবহার করবেন না কিংবা এমন কোন কাজ করবেন না যাতে তাঁরা মনে কষ্ট পান। সন্তান হিসেবে মা-বাবার কথা মেনে চলা আপনার উপর বাধ্যতামূলক। এখানে গাফিলতির কোন সুযোগ নেই। কাজেই, তাঁদের প্রতি সদয় আচরন করুন এবং তাঁদেরকে অবহেলা করা হতে বিরত থাকুন। আপনি জান্নাতে যাওয়ার ইরাদা করেছেন, অথচ আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস অনুযায়ী জান্নাত রয়েছে মায়ের পায়ের নীচে। মায়ের খেদমতে অবহেলা করার অর্থ আপনি জান্নাতকে পায়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। মা আপনাকে হাজারো কষ্ট ও যন্ত্রনা সহ্য করে নয় মাস গর্ভে ধারন করেছেন। তারপর আপনার জন্মের সময়ও তিনি অসহনীয় প্রসব বেদনাকে হাসিমুখে আপন করে নিয়েছেন। এরপর তিনি স্বার্থহীনভাবে আপনাকে স্তন্যপান করিয়েছেন এবং আপনার যাবতীয় দেখাশুনা করেছেন। তিনি আপনার মল-মূত্র পর্যন্ত পরিস্কার করেছেন অতি আবেগ ও ভালবাসা দিয়ে। আপনার অসুস্থতার সময় তিনি উদ্বিগ্ন মনে আপনাকে কোলে নিয়ে নির্ঘুম সারারাত পার করেছেন এবং আপনার পাশে বসে রাতভর আপনার সেবা-যত্ন করেছেন। আপনার মা নিজের টাকা-পয়সার চিন্তা না করে আপনাকে সবচেয়ে ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছেন এবং আপনার আরোগ্যের জন্য দিনরাত আল্লাহর দরবারে দুআ করেছেন।

মনে রাখবেন, আপনাকে সাচ্ছন্দে বড় করে তোলার জন্য আপনার মা নিজের ভালো-মন্দের বাছ-বিচার করেননি। এতসব ত্যাগ-তিতিক্ষা সত্বেও আপনি তাঁর সাথে কিভাবে খারাপ ব্যবহার করতে পারেন? তাঁর কর্তব্যে অবহেলা করতে পারেন? তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে পারেন? বৃদ্ধাবস্থায় যখন আপনাকে তাঁর সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, এমন কঠিন সময়ে আপনি তাঁকে ছেড়ে কিভাবে চলে যেতে পারেন? নিজের মাকে ক্ষুধার্ত রেখে কিভাবে আপনি পেট ভরে খেতে পারেন? কিভাবে নিজের মায়ের থেকে আপনার স্ত্রী ও বাচ্চাকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন? কিভাবে নিজের মাকে আপনি অবহেলা করতে পারেন? কিভাবে আপনি তাঁর উপস্থিতিতে বিরক্তিবোধ করতে পারেন আর কিভাবেই বা আপনি তাঁর মৃত্যু কামনা করতে পারেন? সুবহানাল্লাহ! অথচ মা-বাবার প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এমনকি সামান্যতম 'উহ' শব্দ বলে বিরক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। যদি আপনি নিজের মা-বাবার সাথে দূর্ব্যবহার করে থাকেন, এই দুনিয়ার বুকেই আপনি তার শাস্তি পেয়ে যাবেন। আপনার সন্তানরাও আপনাকে শ্রদ্ধা করবে না এবং আপনার অবাধ্যতা করবে। আর আখিরাতেও আল্লাহ তাআলা থেকে আপনার অবস্থান হবে সবচেয়ে দূরবর্তী।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর মায়েদেরকে কষ্ট দেওয়াকে হারাম করে দিয়েছেন।"

যেভাবে মা-বাবার হৃদয় জয় করবেন

ইবনুর জাওযি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর বীররুল ওয়ালিদাঈন গ্রন্থে বলেন-"মা- বাবার হৃদয় জয় করতে হলে তাদের সব কথা নিষ্ঠার সাথে মেনে চলতে হবে, যদি না তাতে আল্লাহ তাআলার হুকুমের অবাধ্য হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে। এমনকি নফল ইবাদত থেকেও মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্যে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। তাঁরা যেসব কাজ নিষেধ করেন, সেসব কাজ করা হতে বিরত থাকতে হবে। তাঁদের প্রয়োজন পূরণে যথাসাধ্য সচেষ্ট হতে হবে। তাঁদের সামনে বিনয় ও নম্রতার সাথে দাঁড়াতে হবে। তাঁদের সাথে কখনও উচ্চস্বরে কথা বলা যাবে না এবং কথা বলার সময় তাঁদের চোখে সরাসরি চোখ রাখা যাবে না। তাঁদেরকে তাঁদের নাম ধরে ডাকা যাবে না এবং তাঁদের সাথে আচরনে অসামান্য ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে হবে।

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدَّتِهِمْ مَعَ أَبِيهَا، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِيهَا»

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন- "মুশরিক থাকা অবস্থায় একদিন মা আমার কাছে আসলেন। তিনি আমার কাছ থেকে উপকার চাইতে এসেছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জীবিত। তখন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কি আমার মুশরিক মা'কে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারি?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি তার সাথে সদয় আচরন করবে।'""
[সহীহ বুখারি: ৩১৮৩]

ইবনু উনাইনা বলেন- "তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন,

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

"ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।" [সুরা মুমতাহিনা:৮]
তখন আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহার মা মুশরিক ছিলেন। তারপরও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়ের প্রতি সদয় ব্যবহার করার জন্য আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাহলে একবার ভেবে দেখুন, মা যদি হন একজন ধার্মিক মুসলিম, তখন তার সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিত। তাঁর সন্তানের কাছ থেকে তিনি কি সবচেয়ে উত্তম ব্যবহারই কামনা করেন না?

বর্তমান যুগে অনেক মুসলিম পরিবারের দিকে তাকালে অবাক না হয়ে পারা যায় না। তাঁদের দৈনন্দিন জীবন পর্যবেক্ষণ করলে মন বিস্ময় ও হতাশার মেঘে ডুবে যায়। অধিকাংশই মুসলিম সন্তান তাঁদের মা-বাবার সাথে যথাযথ আচরন করে না। একদিন এক মেয়ে তার মাকে খুব বাজেভাবে তিরস্কার করছিলো। তার অভিযোগ-তার মা পশ্চাতপদ ও মূর্খ। তিনি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন না। আরেকজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে তার মাকে ঘরের গৃহপরিচারিকা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। অন্য আরেকজন তার মায়ের মুখে- মুখে তর্ক করে এবং তিনি কোন কাজের কথা বললে কর্কশ স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করে। এমন অনেকে আছে যারা মা'কে ঘরের কোন কাজে সাহায্য করে না, এমনকি মায়ের ডাকে সাড়া পর্যন্ত দেয় না। অন্য একদল সারাদিন ফোনে কথা
বলে। মা যদি তাদের ফোনে বেশী কথা বলতে বারণ করেন, তখন তারা মায়ের প্রতি চরম বিরক্তি প্রকাশ করে।

তার চেয়েও দুঃখের কথা, এমন অনেক ছেলে-মেয়ে আছে, যারা তাদের মা'কে ছেড়ে চলে যায়। চলে যাওয়ার পর ফোনে খোঁজ-খবর পর্যন্ত নেয় না। এমনকি যখন অসুস্থ মাকে হাসপাতালে নেয়া হয়, তখনও তারা মাকে দেখতে যায় না। আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা এমন অবস্থা হতে পানাহ চাই। এধরনের ছেলে-মেয়েদের নীচের কাহিনীটি মন দিয়ে পড়া উচিত। এ কাহিনীতে একজন মুসলিমের দয়াশীলতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইয়াহইয়া ইবনু আবু কাসীর বলেন-"আবু মুসা আল-আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবু আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহন করলেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলামের জন্য নিজেদের জান

কুরবানের বাইয়াত দিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা তোমাদের গোত্রের অমুক নারীকে কেন সেখানে রেখে এসেছো?" তাঁরা জবাব দিলেন, "আমরা তাকে তার পরিবারের কাছেই রেখে এসেছি, ইয়া রাসুলুল্লাহ।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, "আল্লাহ তায়ালা সে নারীকে মাফ করে দিয়েছেন।" আবু মুসা আল- আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবু আ'মির রাদিয়াল্লাহু আনহু দু'জনেই খুব অবাক হলেন। অবাক হয়ে তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ! কেন তাকে মাফ করা হলো?" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, "কারণ, সে তার মায়ের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করতো।" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও যোগ করলেন, "তার মা খুব বয়স্কা ছিলেন। একদিন তাদের গোত্রে এক সতর্ককারী ব্যক্তির আগমন ঘটলো। সে জানালো, তাদের শত্রু এক্ষুনি তাদের আক্রমন করতে যাচ্ছে। এ কথা শুনে সে নারীটি তার মাকে কাঁধে নিয়ে গ্রীষ্মের গরমে মরুভূমিতে পালিয়ে গেলো। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিরাপদ স্থানে পৌঁছায় সে তার মাকে কাঁধে নিয়ে দৌড়েছিলো।"**

['মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: ২৫৪১৪; বীররুল ওয়ালিদাঈন, আহমাদ]

গুরুত্বপূর্ণ কিছু নাসিহা

হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা। এ নাসীহাহগুলো জীবনে মেনে চলার ক্ষেত্রে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। ইনশাআল্লাহ, একদিন আমরাও আমাদের মা-বাবার হৃদয় জয় করতে সচেষ্ট হবো।

➤ মা-বাবার সাথে নম্রভাবে কথা বলতে হবে। তাদের সাথে আলাপের সময় খেয়াল রাখতে হবে কোনভাবেই যেনো তাদের কোনো অমর্যাদা না হয়। তাদের সাথে কখনও চিৎকার-চেঁচামেচী করা যাবে না। উপরন্ত, এমন ভাষা ব্যবহার করতে হবে, যাতে তাঁরা সম্মানিতবোধ করেন এবং খুশী হন।

➤মা-বাবা যতক্ষণ আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মেনে হালাল-হারামের
সীমা অতিক্রম না করেন, ততক্ষণ তাঁদের কথা যথাসাধ্য মেনে চলতে সচেষ্ট থাকতে হবে। কারণ, সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য কোন সৃষ্টিকে মেনে চলতে কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। মা-বাবা যদি এমন কিছু বলেন যা আল্লাহ তাআলার হুকুমের পরিপন্থী, তখন তাঁদের কথার অমান্য করাটাই মুমিনের জন্য উত্তম। তবে মা-বাবাকে নিজের অপারগতার কথা নম্রভাবে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করতে হবে ।

➤ মা-বাবার সাথে সর্বদা সদাচরন করতে হবে এবং কখনও তাঁদের দিকে চোখ রাঙ্গিয়ে তাকানো যাবে না।

➤মা-বাবার সম্মানের দিকে সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কখনও এমন কাজ করা যাবে না, যাতে তাঁদের সম্মানহানি হয়। তাঁদের অর্থের অপচয় করা যাবে না এবং অনুমতি ব্যতীত তাঁদের কোনো জিনিস ব্যবহার করা যাবে না।

➤সেবা ও পরিচর্যার মাধ্যমে মা-বাবাকে সবসময় সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করতে হবে। না বলা সত্বেও তাঁদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিজ থেকেই কিনে আনতে হবে।

➤মা-বাবার সাথে নিজের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে। তাঁদের সাথে কোনো মতামতের অমিল হলে, নিজের মত খুব বিনয়ের সাথে তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে।

➤মা-বাবা ফোন করলে কোন প্রকার বিলম্ব না করেই কল রিসিভ করতে হবে এবং তাঁদের সাথে সদা হাসিমুখে আলাপ করতে হবে।

➤মা-বাবার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে সম্মান করতে হবে। কিন্তু কখনও তাঁদের শত্রুর সাথে বন্ধত্ব করা যাবে না।

➤মা-বাবার সাথে কখনও তর্ক করা যাবে না। তাঁদের কোন ভুল হলে খুব আদবের সাথে বুঝিয়ে বলতে হবে।

➤মা-বাবার সামনে কখনও উচ্চস্বরে কথা বলা যাবে না, তাঁদের কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং ভাই-বোনের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে তাঁদের বিরক্তির সৃষ্টি করা যাবে না।

➤ মা-বাবাকে ঘরের দৈনন্দিন কাজে তাঁদের প্রয়োজনানুসারে সাহায্য করার চেষ্টা করতে হবে।

➤মা-বাবার অনুমতি ব্যতীত দূরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যাবে না। যদি একান্ত যেতেই হয়, সর্বপ্রথম তাঁদের কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিতে হবে এবং সবসময় তাঁদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে।

➤মা-বাবার অনুমতি ব্যতীত কখনও তাঁদের ঘরে প্রবেশ করা যাবে না। বিশেষ করে রাতের বেলা।

➤বাসায় মা-বাবার কোন অতিথি এলে তাদের আপ্যায়ন ও প্রয়োজন পূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

➤মা-বাবাকে আগে খাবার না দিয়ে নিজে কোন কিছু খাওয়া ঠিক না এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় খাবার ও কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

➤মা-বাবার সাথে কখনও মিথ্যে কথা বলা যাবে না। এমনকি তাঁরা যদি আমাদের অপছন্দীয় কিছু করেও ফেলে, তবুও তাঁদের দোষারোপ করা যাবে না।

➤স্ত্রী ও সন্তানকে কখনও নিজের মা-বাবার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না এবং সর্বদা তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে। কারণ, মা-বাবার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ তাআলাও সন্তুষ্ট হন।

➤মা-বাবার সামনে কখনও তাঁদের চেয়ে উঁচু স্থানে বসা সমীচীন না এবং তাঁদের সামনে অযথা হাঁটাহাঁটি করাও ঠিক না।

➤সমাজে আমাদের কারো কারো উচ্চপদমর্যাদা সত্বেও নিজের বাবাকে কখনও হেয় প্রতিপন্ন করা যাবে না এবং অন্যের সামনে মা-বাবার সম্পর্কে কোন খারাপ মন্তব্য করা যাবে না এবং তাঁদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যাবে না।

➤সর্বদা মা-বাবার খেদমত করতে হবে এবং তাঁদের প্রয়োজন পূরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। কারণ, আমরা যেভাবে আমাদের মা-বাবার সাথে ব্যবহার করবো, নিজের সন্তানের কাছ থেকে আমরা ঠিক একই রকম ব্যবহার পাবো।

➤মা-বাবা থেকে আলাদা থাকলে তাঁদের বাসায় বেড়াতে যাবো। যখনই বেড়াতে যাবো তাঁদের জন্য কিছু না কিছু উপহার নিয়ে যাবো। বাল্যকালে আমাদের ভরণ-পোষনের জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। সবসময় নিজের সন্তান হতে শিক্ষা গ্রহন করবো। আমরা তাঁদের যেমন কষ্ট করে লালন-পালন করছি, আমাদের মা-বাবাও আমাদেরকে ঠিক এমনই কষ্ট করে লালন-পালন করেছেন। কাজেই, তাঁদের সেই কষ্টের মূল্য বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

➤মায়ের সাথে উত্তম সময় ব্যয় করতে হবে। অতঃপর বাবার সাথেও। কারণ, মায়ের পায়ের নীচেই সন্তানের জান্নাত।

➤কখনও মা-বাবার অবাধ্য হওয়া যাবে না কিংবা তাঁদেরকে রাগান্বিত করা যাবে না। নতুবা আমাদের ইহকাল ও পরকাল দুটোই বরবাদ হয়ে যাবে। আর আমাদের সন্তানও আমাদের সাথেও ঠিক এমন দূর্ব্যবহার করবে।

➤নিজের প্রয়োজনের কথা মা-বাবার সাথে খুব আদবের সাথে আলাপ করতে হবে। প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেলে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু যদি তাঁরা আমাদের আবদার পূরণে অপারগ হন, তাহলে তাঁদের উপর রাগ পুষে রাখা যাবে না। আর বার বার তাঁদের এ ব্যাপারে তাগাদা দেওয়া যাবে না।

➤উপার্জনক্ষম হওয়ার পর আমাদের মা-বাবাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করতে হবে। কারণ, আমাদের বাবা যেহেতু আমাদের শিশুকালে ভরণ- পোষন করেছেন, তাই আমাদের আয়ের উপর তাঁর পূর্ণ অধিকার আছে।

➤আমাদের উপর আমাদের মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তান ও ভাই-বোনদের অধিকার আছে। কাজেই, আমাদের উচিত সেই অধিকারের কথা মনে রেখে তাঁদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা এবং তাঁদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা প্রদর্শন করা।

➤কখনও যদি মা-বাবা এবং স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া হয়, তাহলে ছেলেদের খুব বিচক্ষণ হতে হবে। যদি স্ত্রী সঠিকও হয়, তবুও আপনাকে আপনার মা-বাবাকে বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সন্তুষ্ট রাখতে হবে।

➤বিয়ের সিদ্ধান্ত কিংবা তালাকের ব্যাপারে মা-বাবার সাথে আমাদের যদি কোনো দ্বিমত হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহনে ইসলামী শরীয়াহ আইনের অনুসরণ করতে হবে। একজন মুসলিমের জন্য এটাই সর্বোৎকৃষ্ট।

➤সন্তানের জন্য মা-বাবার দুআ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। তাই তাঁদের সন্তুষ্টি লাভে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে , যাতে তাঁরা আমাদের জন্য উত্তম দুআ করেন।

➤মা-বাবা জীবিত অবস্থায় তাঁদের প্রতি সদাচরণ করতে হবে। তাঁদের মৃত্যুর পরেও তাঁদের জন্য দুআ করতে হবে। তাঁদের পক্ষ হয়ে বেশী বেশী দান-সাদাকা করতে হবে। মা-বাবার জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করতে হবে এই বলে,

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا .

'হে আমার পালনকর্তা, তাদের উভয়ের (মা-বাবার) প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।

হে আমার মুসলিম ভাই ও বোনেরা, পরিশেষে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপারে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই। শিশুকাল থেকেই যথাযথ ইসলামী শিক্ষা এবং সুষ্ঠু লালন-পালন শিশুদের মনে দারুন প্রভাব ফেলে।

এতে তারা ইসলামী মূল্যবোধ নিয়ে বড় হয় এবং মা-বাবার প্রতি সবসময় ভালো ব্যবহার করার শিক্ষা পায়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে যেনো মা-বাবার প্রতি সঠিক ব্যবহার করার তাওফিক দান করেন এবং তাঁদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ নির্দিষ্ট রাখেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার এবং সাহাবীদের উপর।

পরিশিষ্ট

উপরের আলোচনাগুলো থেকে আমরা এতটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছি যে প্রতিটি মানুষের জীবনে তার পিতা-মাতার ভূমিকা অতুলনীয়। পিতা-মাতা আল্লাহর দেওয়া আমাদের জন্য অন্যতম সেরা নিয়ামত। আল্লাহ তাআলার পরপরই আমরা পিতা-মাতার আনুগত্য করতে বাধ্য। শরীয়ত বিরোধী কোনো হুকুম না হলে আমরা অবশ্যই পিতা-মাতার প্রতিটি হুকুম মেনে চলতে বাধ্য। পিতা-মাতা অতুলনীয় ভালবাসার নজির সৃষ্টি করে সন্তানকে লালন পালনের ক্ষেত্রে। অথচ কিছু সন্তান আছে পিতা-মাতাকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারে না। অনেকে পিতা-মাতার কথার অবাধ্য হয়,কেউবা পিতা-মাতার গায়ে হাত তোলে, কেউ পিতা-মাতাকে নিজের জন্য ভার মনে করে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে, কেউ হত্যা করে, কেউবা আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে। কেউ বা পিতা-মাতার সাথে কাজের লোকের মতো ব্যবহার করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَفِلُونَ

আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় রয়েছে, কিন্তু তারা তা দ্বারা উপলব্ধি করেনা; তাদের চক্ষু রয়েছে, কিন্তু তারা তা দ্বারা দেখেনা। তাদের কর্ণ রয়েছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা শোনেনা। তারাই হলো পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তারাই হল গাফিল বা উদাসীন। [সূরা আল আরাফ : ১৭৯]

অন্য আয়াতে বলেছেন -

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ أَوْ يَعْقِلُوْنَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ শোনে ও বুঝে? তারাতো পশুরই মত; বরং তারা আরও অধম। [সূরা আল ফুরকান : ৪৪]

আমাদের সর্বাবস্থায় পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করতে হবে। তাদেরকে শারীরিক-মানসিক কোনোভাবেই কষ্ট দেওয়া যাবে না। এমনকি অর্থনৈতিক চিন্তা থেকেও মুক্ত রাখতে হবে। কোনো কারনে পিতা-মাতা যদি আমাদের উপর অখুশি থাকেন তবে সেটি আমাদের জন্য বদ

দোয়া হয়ে যাবে। যার পরিণতি ভয়াবহ। আমরা যারা পরম সুখের স্থান জান্নাত প্রার্থী তাদেরকে পিতা-মাতার সাথে সর্বাবস্থায় উত্তম আচরণের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। পিতা-মাতার দোয়া আমাদের জন্য অফুরান কল্যাণ বয়ে আনবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উত্তম সন্তান রূপে কবুল করুন। আজীবন পিতা-মাতার খেদমত করার তৌফিক দান করুন। নবী-রাসূলগণের মতো, সালফে সালেহীনদের মতো পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করার তৌফিক দান করুন। আমিন।।

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দাখিল করো স্থায়ী জান্নাতে, যার ওয়াদা তুমি তাদের সাথে করেছো এবং তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেক লোক তাদেরকেও। নিশ্চয়ই তুমিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
[সূরা মুমিন:৮]

ইয়া রব আমাদেরও আপনি স্থায়ীভাবে জান্নাতে দাখিল করুন।আমিন।।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসা সহকারে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি ছাড়া হক্ক কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার নিকট তওবা করি।
তথ্যসূত্র:

১। কুরআন মাজীদ।
২। আদাবুল মুফরাদ - ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বোখারী (র)।
৩। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য - আল্লামা তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ।
৪। ইসলামে মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার - আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী।
৫। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পিতা-মাতার খেদমত - আল্লামা তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ।
৬। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য - মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম।

৭। মা মা মা এবং বাবা - আরিফ আজাদ।

৮। মাতা-পিতার হক - আলা হযরত শাহ আহমাদ রেখা খাল বেরলভী।

৯। যেভাবে মা-বাবার হৃদয় জয় করবেন - শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ।